বালকবালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই সমগ্র পরিবারকে, এমন কি এক প্রকার সমগ্র জাতিকেই উন্নত করা হয়।

সম্প্রতি সুদীর্ঘ দেড়বৎসরের অধিক কাল পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিশনের সভ্যগণের মধ্যে সকলেই অতিবিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহারা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া দেশ- ও কাল-হিসাবে অনেক তথ্য-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ সেই সকল বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিব।

কমিশন গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মিঃ বেথুনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে বালিকার সংখ্যা কিরূপ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার একটি সুন্দর তালিকা দিয়াছেন্। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে—মিঃ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে উচ্চ-স্ত্রীশিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত বেথুন কলেজ স্থাপিত করেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এতদুদ্দেশ্যে কর্ণওয়ালিস-স্কোয়ার-স্থিত ভূমিখণ্ড প্রদান করেন। ঐস্থলেই এক্ষণে বর্ত্তমান কলেজ-গৃহটি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সে-সময় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের রিপোর্টে প্রকাশ যে, সে-সময়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রধানতঃ মিশনারীগণের উপরই নির্ভর করিত এবং তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তকগণ অত্যন্ত উৎসাহ ও যত্ন-সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেও তাঁহাদের চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে ফলবতী হয় নাই।

নিম্নে আমরা কয়েকটী বিভিন্ন সময়ের স্কুল ও তাহাদিগের ছাত্রী-সংখ্যা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রী-সংখ্যা
১৪৫৪ খৃ অব্দে	২৮৮	৬,৮৬৯
১৮৮২ „ „	১,০০০	৪১,৩৪৯
১৯১৭ „ „	৯,৫২০	২৮৬,০০০

১৯১২-১৭ সালের মধ্যে হিন্দু বালিকার সংখ্যা ১২৯,৬৬৫ হইতে ১৪৬,২২৪ জনে এবং মুসলমান বালিকার সংখ্যা ৮৬,৪৭৬ হইতে ১৩১,৩৮০ জনে পরিণত হইয়াছে।

এই সময়ে এবং ইহার কিছু পূর্ব্বে কয়েকটী ইউরোপীয় প্রদেশে, লিখিতে জানে এরূপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

পুরুষ

	ইংলণ্ড	ফ্রান্স	ইটালী
১৮৫১ খৃঃ অঃ শতকরা	৬৯	...	...
১৮৬১ „ „ „	৭৫	৭১	...
১৮৭১ „ „ „	৮১	৭৫	৪৩
১৮৮৩ „ „ „	৮৮	৮৬	৫৫

স্ত্রী

	ইংলণ্ড	ফ্রান্স	ইটালী
১৮৫১ খৃঃ অঃ শতকরা	৫৫	...	...
১৮৬১ „ „ „	৬৫	৫৫	...
১৮৭১ „ „ „	৭৩	৬৩	২১
১৮৮৩ „ „ „	৮৪	৭৮	৩৩

পড়িতে জানে এরূপ পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা।—

	ফ্রান্স	ইটালী
১৮৭১ খৃঃ অঃ, শতকরা	৮০	৪৩
১৮৮৩ „ „ „	৮৭	৫২

এতদ্ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া ও জর্ম্মনিতে লেখা-পড়া জানা পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান।

নিম্নে প্রদত্ত ১৯১১ সনের সেন্সস-তালিকায় সমগ্র ভারতে প্রতি-সহস্রে শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

	পুরুষ	স্ত্রী	
সমগ্র-			
ভারতবর্ষ	১০৬	১০	অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১জন স্ত্রীলোক লেখা-পড়া জানেন্।
বঙ্গদেশ	১৪০	১১	

এতন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির সংখ্যা পৃথক্ প্রদর্শিত হইতেছে—

	হিন্দু		জৈন	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
ভারত	১০১	৮	৪৯৫	৪০
বঙ্গদেশ	২১০	২০	৭৬৫	১০৬

	মুসলমান		খৃষ্টান	
	পু	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ভারত	৬৯	৪	২৯৩	১৩৫
বঙ্গদেশ	৭৯	২	৫২১	৪০২

ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক দশ হাজারে যাঁহারা ইংরাজী লেখা-পড়া জানেন্, তাহাদের সংখ্যা—

	১৯১১		১৯০১	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
ভারত	৯৫	১০	৬৮	৭
বঙ্গদেশ	১৯৭	১৩	১৩৬	৯

বিগত ১৮৯১ খৃঃ অঃ হইতে ১৯১১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বর্ণজ্ঞানাভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা প্রতিসহস্রে কিরূপ ভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ—

	১৮৯১		১৯০১		১৯১১	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
ভারত	৯০	৪	৯৮	৭	১০৬	১০
বঙ্গদেশ	১০৫	৫	১২৭	৮	১৪০	১১

উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় একজন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানেন এবং প্রতিসহস্রে মাত্র একজন মহিলা ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন্। আবার শিক্ষিতা মুসলমান স্ত্রীর সংখ্যা শিক্ষিত হিন্দুমহিলাগণেরও এক দশমাংশ মাত্র!

বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব-প্রদেশে শিক্ষিতা স্ত্রীর সংখ্যা এতদপেক্ষাও অল্প। ব্রহ্মদেশ, বোম্বে ও মান্দ্রাজে কিঞ্চিৎ অধিক।

উপরের তালিকা হইতে জানা যায় যে, অন্যান্য সুসভ্য দেশের অনুপাতে আমাদের দেশে লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম হইলেও, বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং হিন্দু, এমন কি মুসলমান পরিবারেও স্ত্রীশিক্ষার আদর যথেষ্ট পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যা এদেশে বালকছাত্রের তুলনায় অনেক কম এবং এই ছাত্রীদের মধ্যেও অধিকাংশের শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়েই আবদ্ধ। উদাহারণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিনী বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৮·৩ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে অধ্যয়ন করিত এবং সমগ্র বাংলায়

মোট ২২০০০,০০০ স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র ৪৯১ জন হাইস্কুলের উচ্চতম চারিশ্রেণীতে এবং ১৪৪ জন কলেজ বিভাগে অধ্যয়ন করিত।

এইসকল বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, বেথুনসাহেবের সময় হইতে গত ৬০ বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রীসংখ্যা বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও অতিশয় অল্প-সংখ্যক বালিকাই শিক্ষিত স্বামী ও ভ্রাতাদিগের কার্য্যে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার অনুরূপ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার প্রধানতঃ মিশনারি-গণ (খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক) এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাতেই হইয়াছিল।

আমাদের দেশে বালকদিগের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী স্কুলের অভাব নাই, কিন্তু বালিকাদিগের জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ কোনও সুবন্দোবস্ত নাই, বলিলেই চলে। সমস্ত বঙ্গদেশে মাত্র ১৪টি উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে ৪টি সরকারী, ৭টি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের, এবং মাত্র ৩টী বে-সরকারী। এই তিনটির মধ্যে আবার ২টী গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত। বোম্বাই প্রদেশে বে-সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যাই ১০০টী। এদেশে এরূপ অভাব সত্বেও সে অভাব-মোচনের বিশেষ কোনও চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের প্রতিবন্ধক-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কমিশন নিম্নলিখিত কয়েকটী সামাজিক ও তদানুষঙ্গিক কারণকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন।—

(১) বাল্য-বিবাহ,

(২) অবরোধ-প্রথা,

(৩) পরিবারে নবীনাগণের প্রতি প্রাবীণাগণের ব্যবহার,

(৪) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি সাধারণের অবিশ্বাস,

(৫) আর্থিক অস্বচ্ছলতা

(৬) প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রীর অভাব।

Miss Eleanor Mc. Dougall কমিশনের নিকট সাক্ষ্যপ্রদানের সময় বলিয়াছেন যে, "বাল্য-বিবাহ এবং পণ-প্রথাই মাতাপিতাকে কন্যার শিক্ষার নিমিত্ত অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠিত করে। বাল্য-বিবাহের নিমিত্তই মেধাবি-বালিকাগণ স্বাধীন মানসিক বৃত্তির স্ফুরণারম্ভকালেই বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করে; এবং ইহাই স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর অভাবের মূল কারণ।"

তাঁহার এই উক্তি কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে উহার সমর্থন করিতে পারা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, মানসিক বৃত্তির যথোচিত স্ফুরণ হইবার সময়েই বালিকাগণ সাধারণতঃ বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং ইহার জন্য প্রধানতঃ বাল্য-বিবাহই দায়ী। স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর অভাবেরও ইহাই একটী প্রধান হেতু বটে; কারণ, এদেশে ব্রাহ্ম- এবং খৃষ্ট-সমাজভুক্ত ব্যতীত হিন্দু- ও মুসলমান-সমাজের বালিকাবৃন্দ বিবাহের পূর্ব্বে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এ-কথা সর্বত্র স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, মাতাপিতা তনয়ার বিবাহের সময় অর্থের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাহাদের

শিক্ষার নিমিত্ত অবস্থানুরূপ অর্থব্যয়ে সঙ্কুচিত হন্। ইহার প্রকৃত কারণ বোধ হয়, উপযুক্ত স্থানীয় বিদ্যালয়ের অভাব ও শিক্ষার ব্যয়-বাহুল্য, অথবা সামাজিক কুসংস্কার। এই বাধাসমূহ দূরীকরণের উপায়-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, শীঘ্র না হইলে ভবিষ্যতে এই প্রতিবন্ধক বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে; কারণ, শিক্ষিত সমাজে আজ-কাল ক্রমশঃই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই কন্যাদিগের বিবাহ দেওয়া হইতেছে, এবং অধুনা শিক্ষিত যুবকগণও শিক্ষিতা-পত্নী-লাভে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন্।

বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ভদ্র-পরিবারের বালিকাগণ সাধারণতঃ অত্যল্প বয়স হইতেই সমগ্র জীবন অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন্। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে, কমিশন বলেন্ যে, হয় অন্তঃপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দু- ও মুসলমান-সমাজ হইতে হঠাৎ একেবারে অবরোধ-প্রথা তুলিয়া দেওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহা মুসলমানদিগের নিকট কেবলমাত্র সামাজিক শাসন নহে—ধর্ম্মের অঙ্গ-বিশেষ। বিবাহের বহুপূর্ব্ব হইতেই মুসলমান্ বালিকাদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া থাকিতে হয়। যে কয়েকটী-মাত্র বালিকা-বিদ্যালয় এদেশে আছে তাহার জন্যই উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অত্যন্ত অভাব; সুতরাং অন্তঃপুরে সাধারণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করাও অসম্ভবপর ও বহুব্যয়সাপেক্ষ। আমরা পরে পুনরায় এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের তৃতীয় প্রতিবন্ধক-সম্বন্ধে কমিশন বলেন্ যে, এদেশে প্রায় সকল পরিবারেই নবীনাগণের উপর প্রাচীনাগণের প্রভাব ও ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। প্রাচীনাগণ প্রায়শঃই চিরজীবন অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া নানারূপ কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়েন্ এবং নিজেরা যেরূপ জীবন যাপন করিতে অভ্যস্তা হন্, নবীনাদিগকেও সেইরূপ জীবন-যাপনে অভ্যস্তা করিতে প্রয়াস পান্। পুরুষগণও অনেক সময়ে শিক্ষিত হইয়াও প্রাচীনাদিগের মতেরই অনুবর্ত্তন করেন্। কারণ, অনেকেই এই ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্ত্তী যে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে আধুনিক শিক্ষা কন্যাগণের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে। এই সকল কারণে বঙ্গপরিবারে শিক্ষার যথেষ্ট পরিপুষ্টি হয় না।

বাস্তবিক আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, নব্যযুগের শিক্ষাই সমাজ ও দেশের পক্ষে বিশেষ হানিকর! কারণ, এ শিক্ষা কেবল মাত্র বালক-বালিকার মনে কতকগুলি এরূপ আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যাহা কখনও পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যাহা তাহাদের মনে অনর্থক নিরাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ইহা ক্রমশঃ রমণী-হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির বিনাশ-সাধন করিয়া তাহাদিগকে বিজাতীয় পুরুষোচিত ভাবে প্রণোদিত করে। অবশ্য, এরূপ আশঙ্কা করিবারও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজের বর্ত্তমান চিত্র অনেকের মনেই এই বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, এই নব্য ধরণের শিক্ষায় লোকের মনে ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন রীতি-

নীতির প্রতি অনাস্থা জন্মিবে এবং পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গের শান্তিময় গৃহেও বিদ্রোহের অনল জ্বালিয়া নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি করিবে। কমিশন ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, ইউরোপে রমণীদিগের রাজনৈতিক অধিকার-সকল-লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষাকে কোনও প্রকারেই দায়ী করা যাইতে পারে না। ইহা প্রতীচ্যের, বিশেষতঃ ব্রিটেনের, রাজনৈতিকক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রসর হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল। ইউরোপের ইতিহাসেও এরূপ অনেক সময় ছিল, যখন ভদ্র পরিবারে রমণীগণ বিদ্যায় পুরুষদিগের সমকক্ষ ছিলেন্, কিন্তু সে-সময়ে এরূপ কোন গোলযোগেরই সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং রমণীগণকে উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত রাখিয়াই যে এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। ইহাতে এই সকল পরিবর্ত্তন কিছু বিলম্বে হইবে মাত্র। কিন্তু ইহাতে পুরুষের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণও অধিক। কারণ, এইরূপে সমাজের একাংশ মাত্র বিদ্যায় পরিপুষ্টি লাভ করিলে পুরুষ ও নারীর লক্ষ্য ও চিন্তাশক্তির প্রভেদ ক্রমশঃই বিভিন্ন ও বিস্তৃত হইতে থাকিবে এবং তাহা কখনও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। সুতরাং, সমগ্র সমাজকে উন্নত করিতে হইলে রমণীগণের জন্যও এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জাতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুরুষের সহিত একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নহে। কমিশন বলেন যে, বালকদিগের সামাজিক-দায়িত্বহিসাবে তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে হয়, কিন্তু বালিকাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করাই সামাজিক দায়িত্ব। সুপাত্র-সংগ্রহ করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন। বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইলে, বালকদিগের জন্য শিক্ষাব্যয় সঙ্কুচিত করিতে হয়, অথবা সুপাত্রসংগ্রহের জন্য পণের পরিমাণ কম করিতে হয়। এই সমুদয় কারণে, অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার ব্যক্তিগণ কন্যাদিগের লেখাপড়ার জন্য তাদৃশ্য মনোযোগী হইতে পারেন্ না। কিন্তু বোধ হয়, এ-বিষয়ে উদাসীনতার ইহাই যথেষ্ট কারণ নহে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা যে একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-লাভের তাদৃশ সুব্যবস্থা থাকিলে ইহার জন্য ব্যয় যে অত্যন্ত অধিক হয় তাহা নহে, এবং সে অর্থব্যয়ে যে মাতাপিতা সঙ্কুচিত হন্ তাহাও নহে। ইহার প্রধান কারণ, স্থানীয় উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাব, এবং সামাজিক-কুসংস্কার। উপযুক্ত বিদ্যালয় এবং সুব্যবস্থার অভাবে শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে; সুতরাং যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা উত্তম নহে, তাঁহারা কন্যাদিগকে লেখা-পড়া শিখাইতে সমর্থ হন্ না। পুত্রদিগের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করিতেই হয়; কারণ, মাতাপিতা জানেন যে, তাহারাই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও ভরসার স্থল। এবং প্রত্যেক মাতাপিতাই ইচ্ছা করেন্ যেন পুত্র বিদ্বান্ ও যশস্বী হইয়া তাঁহাদিগের বংশের মুখোজ্জ্বল করে। কিন্তু তনয়াদের কথা স্বতন্ত্র। বিবাহের পরই পিতৃগৃহের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন

হইতে থাকে। তাহার উপর অনেকে জানেন্ না যে, তাঁহাদের বিদুষী কন্যা পতিগৃহে কিরূপ আদরণীয়া হইবে। এই সকল নানারূপ সন্দেহের আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক মাতা, পিতাকে ইচ্ছা সত্ত্বেও কন্যাদের শিক্ষা-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদাসীন থাকিতে হয়। আবার অনেকে তাঁহাদিগের অর্থস্বচ্ছলতা থাকিলেও কন্যাদিগের শিক্ষা পছন্দ করেন্ না।

কিন্তু এই সমুদয় প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান না থাকিলেও অথবা বাংলার জনসাধারণ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী, হইলেও কমিশন বলেন যে, এ-বিষয়ে অপর একটী প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান আছে; যাহার জন্য স্ত্রী-শিক্ষার সম্যক্ উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিবে। সে-প্রতিবন্ধক— যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব। বর্ত্তমান সময়ে হাইস্কুল-সমূহের উচ্চতর শ্রেণীতে ছাত্রীসংখ্যা পাঁচশতের অনধিক এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৎসরে পঞ্চাশ জনেরও অল্প। কিন্তু এক্ষণেই উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব যথেষ্ট পরিমাণে অনুভব করিতে হয়। সুতরাং ২২,০০০,০০০ স্ত্রীলোকের জন্য শিক্ষয়িত্রী-সংগ্রহ করা অসম্ভব। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে বিদ্যালয়-সমূহে সর্ব্ব সাকল্যে ১৫৬ জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন্; তন্মধ্যে ৮২ জন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী। ১৯০৬।৭—১৯১১।১২ সালের পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের পঞ্চবার্ষিক এডুকেশন রিভিউ'এর সম্পাদক বলেন যে, "খৃষ্ট- এবং ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী ব্যতীত অপর কোনও ভদ্র-মহিলাকে অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী করিতে পারা যায় না এবং ইহাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই সকল স্থানে যাইতে স্বীকৃত হন্ না। তদুপরি সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, অবিবাহিত রমণীগণ সুশৃঙ্খলার সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিচালনা করিতে পারেন্ না, আবার যাঁহারা বিবাহিতা তাঁহাদেরও কদাচিৎ শিক্ষাবিভাগে গ্রহণ করা হয়।"

এতদ্ব্যতীত অবিবাহিতা যুবতী শিক্ষায়িত্রী-দিগকে অন্যান্যপ্রকার অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। তাঁহারা অনেক সময়ে লোকনিন্দার ভয়ে কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের নিকটে থাকিতে না পারিলে, বিদেশে যাইতে স্বীকৃতা হন্ না। বৎসর-দুই পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে সমুদয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারাও উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবের জন্য এ-বিষয়ে বর্ত্তমানে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না। কমিশন এ-বিষয়ে একটি সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায়, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে, ইহা কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত দুরূহ, এমন কি অসম্ভব বলিলেও চলে। তাঁহারা বলেন্ যে, হিন্দুসমাজে অনেক বালিকা অত্যল্পবয়সেই বিধবা হন্। বিধবা-বিবাহ একরূপ সমাজে প্রচলিত নাই, বলিলেই হয়। কাজেই, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ পতিগৃহে অথবা পিতৃগৃহের আশ্রয়-লাভ করিয়া প্রাচীনাদের শাসনাধীনে বাস করিতে হয়। কমিশন পরামর্শ দেন যে, ইহাঁদিগকে সুশিক্ষিতা করিতে পারিলে দেশেরও প্রকৃত উপকারসাধন করা হয় এবং ইহাঁরাও চিরজীবন অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া ব্যর্থ নারী-জীবনের দুঃখ কিয়ৎ-পরিমাণে লঘু করিতে পারেন্ এবং অনেক সময় নানারূপ সঙ্কোচ ও অসুবিধার হস্ত

হইতেও পরিত্রাণ পাইতে পারেন্। বোম্বাই-প্রদেশে এ চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে এবং বঙ্গদেশেও যে এ-চেষ্টা না হইয়াছে ও না হইতেছে, তাহা নহে। কিন্তু হিন্দুসমাজ, বিশেষতঃ বাংলার হিন্দুসমাজ, মোটেই এইরূপ সংস্কারের পক্ষপাতী নহে। বিগত ১২ই আগষ্ট ঢাকাসহরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে আলোচিত হয় যে, কলিকাতার Widow Training School বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেও পূর্ব্বে নিষ্ঠা-বান্ হিন্দু তাঁহাদিগের বিধবাকন্যা প্রভৃতিকে তথায় পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন; কিন্তু এই অনিচ্ছা এক্ষণে ক্রমেই দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট এই সমস্যা আরও গুরুতর। তবে আজকাল বিদ্যালয়-সমূহে মুসলমান বালিকার সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাও অতিশয় নগণ্য এবং তাহাদের মধ্যে অধি-কাংশই নিম্নতর শ্রেণীর ছাত্রী।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অনেক পরিমাণে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিতেছে। অবশ্য, সংস্কার যে কিয়ৎ পরিমাণে না হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু তাহা এত অল্প ও ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছে যে, প্রয়োজনানুরূপ উন্নতি বহুসময়সাপেক্ষ। সুতরাং অকস্মাৎ সমাজের কোনরূপ গুরুতর ও অনিষ্টকর পরিবর্ত্তন না করিয়া যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনানুরূপ ক্রমিক উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের বিবেচ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাই ট্রামকোম্পানী রমণী যাত্রিগণের জন্য প্রত্যেক ট্রামগাড়ীর সম্মুখস্থ দুইখানি বেঞ্চ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীলোক যাত্রিগণের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে।

২। পাটনা-বাঁকিপুরের ব্যারিষ্টার এবং "হিন্দুস্থান-রিভিউ"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহের পত্নী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি নিজ-সম্পত্তির অর্দ্ধেক প্রায় ছয়লক্ষ টাকা লাহোর, এলাহাবাদ ও পাটনার শিক্ষালয়-সমূহে দান করিয়া শিক্ষাবিস্তারে অনুরাগ ও দানশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

৩। বড়লাট বাহাদুরের একজিকিউ-টিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার শঙ্কর নায়ার পদত্যাগ করিয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে অনারেবল্ মিঃ সফি সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। যুদ্ধের জন্য দায়ী কে, ইহা নির্দ্ধারণের জন্য লণ্ডনে এক কমিটী বসিয়াছিল। এইরূপ প্রকাশ যে, ঐ কমিটী সুপ্রিম কাউন্সিলে এই মর্ম্মে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন যে, কৈশারের পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও আসামীর

কাঠগড়ায় দাঁড় করান চলিবে না ;—খোদ কৈশায়কে চাই।

৫। প্রতিভাশালিনী নাম্নী কুমারী রেজিনা গুহ অকালে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু-সময়ে ইঁহার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। ইনি এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের ওকালতী করিবার আইন নাই বলিয়া হাইকোর্ট কুমারী রেজিনার আবেদন মঞ্জুর করেন নাই। অবশেষে ইনি কলিকাতা ইউনিভারসিটির লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গরমণীর অদৃষ্টে ইহাও সহ্য হইল না। শত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম প্রাণে লইয়া এই অল্প বয়সেই তিনি তিরোহিতা হইলেন।

৬। নাগপুরের মিঃ ডি, আর লাণ্ডে ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার সব-আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের কার্য্য করিতেন। অল্পদিন হইল তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উইলদ্বারা অধ্যাপক কার্ভের প্রতিষ্ঠিত পুনা নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৭। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় মহীশূর-মহারাণী, কলেজের স্থপারিণ্টেডেণ্ট মিসেস্ রুক্মিণী আমল এবং বাঙ্গালোর লণ্ডন মিশন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল মিস্ বাট্‌লার সদস্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

৮। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জকে "অডার অব মেরিট" উপাধি দিয়াছেন।

৯। ইংলণ্ডের শান্তি-উৎসবে ভারতবর্ষ হইতে দুই জাহাজে ১৫শত সৈন্য গিয়াছে। তাহারা উৎসব-দিনে ইংলণ্ডে পঁহুছিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের জন্ম পুনরায় আর একদিন ঠিক্ করা হইয়াছিল।

১০। পুস্তক-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি চিত্র সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে।

নিদ্রা।

চিন্তার কুটিল পথ ঘৃণায় ত্যজিয়া,
পীড়িতের বেদনায় প্রাণে শিহরিয়া,
নিঠুরের লীলাভূমি করি' পরিহার,
অশান্তির জ্বালা রাখি' দূরে আপনার,
মত্ত আনন্দের পানে কভু নাহি চাহি,
অতি ক্ষীণ শব্দভার কানে নাহি সহি,'
হে নিদ্রে! আইস তুমি নীরব চরণে,
গুপ্ত নিরজন পথে অতি সন্তর্পণে,—
ক্লান্ত শরীরের ঘর্ম্ম শুধু মুছাইতে,
ক্লান্ত হৃদয়ের ব্যথা শুধু নিবারিতে!

অমিয় পরশে তব নাহি উন্মাদনা,
আছে তপ্ত হৃদয়ের মধুর সান্ত্বনা!
বিশ্বমনোবিমোহন কুহকে তোমার
না রহে বিকার,—আছে প্রলেপ হিয়ার!
তোমার নিস্তব্ধ রূপে নাহি ভীষণতা,
আছে শ্রান্ত জীবনের বিশ্রান্তি-বারতা!
কুসুম-কোমলা তুমি, পূর্ণা জড়তায়,
কিন্তু কিবা শক্তি আসে তোমার কৃপায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

বামারচনা।

ছুষ্টের কাহিনী।

১

সে-দিন সকাল বেলা, প্রভাত-কিরণে খেলা
করিতে করিতে এলি নামিয়া মরতে;
ল'য়ে ম-ধুমাখা মুখ, স্বর্গসুধা-ভরা বুক,
সিঁচিতে অমৃত-কণা তৃষিত প্রাণেতে॥

২

সে-দিনের সেই তুমি, এতটুকু খোকামণি,
নীরবেতে কোলে শুয়ে থাকিতে সদাই!
জানিতে না কোন কথা, বেড়াতে না হেথা সেথা
হাসির লহর তুলি, পরাণ নাতাই ॥

৩

সেই মোর প্রভাতের শিশিরের কণা!
সেই কলি আধ ফু'ট, আলো করা হৃদি পট,
সেই মোর স্নেহে গড়া, তুই খোকা সোনা!,
দু'দিন থাকিয়া হেথা, শিখেছিস্ কত কথা
শিখেছিস্ আবদার, এ দুরন্ত-পণা ॥

৪

শিখেছ করিতে খেলা ছুটিয়া ছুটিয়া,
প'ড়ে যাবি হোথা গেলে, যাস্‌নে যাস্‌নে ব'লে
'কত ডাকি, কেবা শোনে, পলাও হাসিয়া'!—
মুকুতার পাঁতি সম, দুটি দাঁত মনোরম
টিপিয়া অধর প্রান্তে ছড়াও অমিয়া!—

৫

দিদিয়া তোমার, খোকা! তোমার লাগিয়া
খেলনা পুতুল ল'য়ে, খেলে না, দেখিলে ধেয়ে
ছুটিয়া কাড়িয়া লও তখনি যাইয়া;
অভিমানী তুই ছেলে, দিতে কভু দেরী হ'লে
পাতিবে মানের ফাঁদ মাটিতে পড়িয়া ॥

৬

ঢালিয়া সুধার ধারা শ্রবণ-বিবরে
বসিয়া সাঁঝের বেলা করি কান ঝালা পালা
কত ব'ক হাসি হাসি মধুর অধরে,
নাহি শব্দ, নাহি জ্ঞান, নাহি তা'র অভিধান,
তবু সে কথার ভাবে পরাণ উথলে ॥

৭

দেখা-দেখি বই নিয়ে পড়িতে শিখেছ,
ক, খ, করি, আধ বুলি সুধার লহর তুলি
মধু মাখা স্বরে খোকা, প্রাণ মাতায়েছ!
কে দিলে রে চাঁদ, তোরে দুঃখময় ধরা 'পরে?
মরতে দেবের ধন কেমনে এসেছ!

৮

বহুরূপী তুই খোকা, হৃদয়-চাঁদিমা,
কত রূপ ক্ষণে ক্ষণে ধর তুমি ও আননে,
সে রূপের খোকা তোর না হয় উপমা!
কভু আলো চাঁদিমার, কভু স্নিগ্ধ ফুলভার,
কভু তোর মুখে দেখি স্বরগ-সুষমা ॥

৯

মধু-মাখা স্বর তোর, মোর মনে হয়,
নন্দনে অপ্সরা-হাতে বীণার ঝঙ্কার হ'তে
চুরি করে আনে স্বর মধুর মলয়!
লোকে বলে কাঁদ তুমি, কিন্তু খোকা শুনি আমি
সরোবরে পদ্ম' পরে ভ্রমর গুঞ্জয় ॥

১০

স্নেহের প্রতিমা তুমি, আদরের ধন;
নিতি লই কত চুমো, নিতি হেরি ও আনন
তবু তো সুধায় তল পায় না নয়ন!
অতৃপ্ত পিয়াসা-মাখা তোর মুখখানি খোকা!
ভূতলে অতুল তুমি, হৃদয়-রঞ্জন!

১১

আলোকিত গৃহখানি তোমার প্রভায়,
তোমার মধুর হাসি ঢেলেছে জোছনা-রাশি,
তোমার দুরন্ত-পণা বিষাদ ঘোচায়!
তোমার আব্‌দার ধন! হরষে ডোবায় মন,
দেখিয়া তোমার খেলা হৃদয় জুড়ায়!

১২

কে শিখালে যাদুমণি! এ খেলা তোমায়!
সে-দিন সকাল বেলা প্রভাত-কিরণে খেলা
করিতে করিতে এলি নামিয়া ধরায়!
সেদিনের ধন তুমি, কে শিখালে যাদুমণি
এ মায়ায় ডুরি দিয়ে বাঁধিতে হৃদয়,
কে শিখালে বল খোকা, এ খেলা তোমায়?

শ্রীননীবালা দেবী।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 673. September 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৩ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৬। সেপ্টেম্বর, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

খাঁটি থাক।

মন তুমি খাঁটি থাক নিজের নিকটে,
খাঁটি থাক বিবেকের দ্বারে ;
খাঁটি থাক সুখে দুঃখে বিপদে সঙ্কটে,
খাঁটি থাক আলোক আঁধারে।

জগৎ তোমার নয়, এ জীবন-বারি
কোথা হ'তে আসিছে জান না ;
যা চাই তা নাহি ঘটে, যাহাকে নিবারি
তাই আসে, এ কি কারখানা !

কলের পুতুল যেন হাসি কাঁদি আমি !
উঠি পড়ি সম্পদে বিপদে ;
কোথা যাই, কেন যাই, একা অন্তর্যামী
জানে শুধু, দেখে পদে পদে।

দিন রাত্রি স্রোতে ভেসে আসিছে ঘটনা,
মন তুমি চলো সামালিয়ে ;
স্থির ভাবে পথ দেখো, পশ্চাতে হোট না,
পড়োনাক পথ পিছালিয়ে।

হোটোনা হোটোনা পিছে ; দেখিছ কুয়াসা ;
আগে যাও, যাইবে সরিয়া ;
সাধুজন উক্তি এই, হটিলে নিরাশা
চারিদিকে আসিবে ঘিরিয়া।

ভ্রম-শ্রম-ভয়-পূর্ণ জীবনের পথ,
বসি তাহা ভাবিলে কি হবে ?
সাধন-তপস্যা বিনা কোন্ মনোরথ
এ জগতে পূর্ণ হয় কবে ?

খনি-গর্ভে থাকে রত্ন, মুকুতা সাগরে,
বিনা শ্রমে কেবা কবে পায় ?
থাকে হীরা লুকাইয়া সহস্র প্রস্তরে,
না খুজিলে পা(ও)য়া কি রে যায় ?

গোপনে কুসুম ফোটে কণ্টকের বনে,
কাঁটা ঠেলে হয় রে তুলিতে ;
তেমনি অসত্য, ভ্রম, পাপ-প্রলোভনে
ঠেলে সত্য হয় রে লইতে।

ডরিও না শ্রম, শ্রম ; পাপ-প্রলোভন
না দেখিলে মানুষ গড়ে না ;
চরিত্র কুঁদিতে হয় করিয়া যতন,
কারু ভাগ্যে বর্ষাতে পড়ে না।

পড়িবে অসত্যে কভু, কভু প্রলোভনে
কখনো বা পিছালিবে পা ;
উঠো—কেঁদো—বেঁধ নিজ নূতন বন্ধনে,
যাই কর, পিছে হটো না।

খাঁটি থাক সদা নিজ আলোকের কাছে,
পতনেও রাখিও ধরমে ;
নিও সাজা দুষ্কৃতির, যা নিবার আছে,
বাঁচাও না আপন করমে।

যদি মূক থাক, মুখে বচন না ফুটে,
না ফুটুক্, খাঁটি থাক প্রাণে ;
নীরবে কর রে কাজ, সদা করপুটে
থাক সেই প্রভু-সন্নিধানে।

আসি নাই এ জগতে বাহবা লইতে,
আসি নাই সুখ-অন্বেষণে ;
আছে কিছু কাজ যাহা, এসেছি সাধিতে,
সাধ তাহা জীবন মরণে।

সাধ কাজ সুখে দুঃখে, আলোক আঁধারে,
সাধ কাজ দিবা যতক্ষণ ;
সাধ কাজ ; প্রভু যবে ডাকিবে তোমারে
রেখে কাজ যাইও তখন।

এ জগতে বড় কিছু করিতে না পার,
খাঁটি থাক আছ রে যেখানে ;
মহৎ, পবিত্র, শুভ যা কিছু নেহার,
খাঁটি থাক তা'র সন্নিধানে।

দেহ মন প্রাণ দিয়ে সদা অকপটে,
খাঁটি থাক প্রেমের দুয়ারে ;
দাস হয়ে বাঁধা থাক তাহার নিকটে ;
সে অনলে দহো আপনারে।

ডরো না, জানিও প্রেম স্বরগের সুধা ;
অনরতা পাইবে ডুবিলে ;
প্রেমামৃত-পানে হরে অমরের ক্ষুধা,
নব জন্ম সে-প্রেমে দহিলে।

পোড়ায়ে পার্থিব খাদ এই প্রেমানলে
খাঁঠি সোণা হও রে হৃদয় ;
নিবাও সংসার-তাপ ডুবিয়া এ জলে,
প্রেমে মজে হও মধুময়।

জগৎ জানুক্ কথা তাতে কিবা ভয় ?—
শত কণ্ঠে বলুক্ বাতুল ;
নিঃস্বার্থ হৃদয়ে খাঁটি থাক নিরন্তর,
পাবে সুখ ভুবনে অতুল।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর).

শুদ্ধং বুদ্ধং প্রিয়ং পূর্ণং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্।
আত্মানং তং ন জানন্তি তত্রাভ্যাসজরা জনাঃ॥ ৩৫

যাহারা কেবল যোগাদির অভ্যাসেই রত, তাহারা অত্যন্ত নির্ম্মল, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ সর্বাত্মক, সংসারোপাধিবর্জ্জিত, সর্ব্ববাধাশূন্য আত্মাকে জানে না॥ ৩৫

নাপ্নোতি কর্ম্মণা মোক্ষং বিমূঢ়োঽভ্যাসরূপিণা।
ধন্যো বিজ্ঞানমাত্রেণ মুক্তস্তিষ্ঠত্যবিক্রিয়ঃ॥ ৩৬

দেহাভিমানী অজ্ঞপুরুষেরা অভ্যাসাত্মক কর্ম্মদ্বারা কখনও মোক্ষ পায় না। ধন্য মহাপুরুষ কেবল জ্ঞান-দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থান করেন। ৩৬

মূঢ়ো নাপ্নোতি তদ্ব্রহ্ম যতো ভবিতুমিচ্ছতি।
অনিচ্ছন্নপি ধীরো হি পরব্রহ্মস্বরূপভাক্॥ ৩৭

মূঢ় ব্যক্তি কখনও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় না, যে-হেতু সে যোগাদি-কর্ম্মাভ্যাসের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা করে (কারণ, যতক্ষণ ইচ্ছা, সঙ্কল্প, প্রভৃতি বর্ত্তমান, ততক্ষণ ব্রহ্মত্বলাভ দুরাশা মাত্র)। জ্ঞানী মহাপুরুষ মোক্ষেরও ইচ্ছা করেন্ না ; এবং কোন ইচ্ছা করেন্ না বলিয়াই পরব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ করেন্। ৩৭

নিরাধারাগ্রহব্যগ্রা মূঢ়াঃ সংসারপোষকাঃ।
এতস্যানর্থমূলস্য মূলচ্ছেদঃ কৃতো বুধৈঃ॥ ৩৮

মূঢ়ব্যক্তিগণ সদ্গুরু ও বেদান্ত-বাক্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে কেবল যোগভ্যাসরূপ কর্ম্ম-গ্রহণে সাগ্রহ হইয়া সংসার-চক্রেরই পরিপোষণ করিতে থাকে (অর্থাৎ কখনও মুক্তি পায় না)। জ্ঞানিগণ জ্ঞানদ্বারা এই অনর্থমূল সংসারের মূলচ্ছেদ করেন্। ৩৮

ন শান্তিং লভতে মূঢ়ো যতঃ শমিতুমিচ্ছতি।
ধীরস্তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য সর্ব্বদা শান্তমানসঃ॥ ৩৯

মূঢ়ব্যক্তি কখনও শান্তি পায় না, যেহেতু সে শান্তির ইচ্ছা করে। জ্ঞানী কিন্তু 'আত্মা ব্রহ্মই'-এই তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা শান্ত-চিত্তে অবস্থান করেন্। ৩৯

ক্বাত্মনো দর্শনং তস্য যদ্দৃষ্টমবলম্বতে।
ধীরাস্তংতং ন পশ্যন্তি পশ্যন্ত্যাত্মানমব্যয়ম্॥ ৪০

যে অজ্ঞানী পুরুষ দৃষ্ট পদার্থকে সত্য বলিয়া মানে, তাহার আত্মদর্শন কিরূপে সম্ভবে? জ্ঞানিগণ পরিদৃশ্যমান ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ-সকল সত্য বলিয়া দেখেন্ না ; তাঁহারা সর্ব্বত্র অবিনাশী আত্মাকেই দেখেন। ৪০

ক নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ॥ ৪১

যে মূঢ় দেহাভিমানী পুরুষ শুষ্কচিত্ত-নিরোধ-বিষয়ে দুরাগ্রহ করে, তাহার চিত্ত নিরোধ কিরূপে সম্ভবে? আত্মারাম ধীর পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদাই স্বভাবতঃই সঙ্কল্প-বিকল্প-বিরহিত হয়। ৪১

ভাবস্য ভাবকঃ কশ্চিন্ন কশ্চিদ্ ভাবকোঽপরঃ
উভয়াভাবকঃ কশ্চিদ্ এবমেব নির্ব্যাকুলঃ॥ ৪২

কেহ কেহ (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্যপদার্থ বলিয়া ভাবনা করেন্, আবার অন্য কেহ (মাধ্যমিক প্রভৃতি) সমস্তই মিথ্যা বলিয়া ভাবেন, কিন্তু কোন কোন যথার্থ জ্ঞানী সমস্তই ভাবাভাবের

অতীত ব্রহ্মরূপে অবলোকন করেন এবং তিনিই এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ব্যাকুলতাশূন্য স্বস্থ চিত্তে বিরাজমান হন্। ৪২

শুদ্ধমদ্বয়মাত্মানং ভাবয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ।
ন তু জানন্তি সংমোহাদ্ যাবজ্জীবমনির্বৃতাঃ ॥ ৪৩

কুবুদ্ধি লোকেরা আত্মাকে শুদ্ধ অদ্বয় বলিয়া ভাবনামাত্রই করে, কখনও অনুভব করে না; এবং এইরূপ মোহবশতঃ যাবজ্জীবন অসুখী থাকে। ৪৩

মুমুক্ষোর্বুদ্ধিরালম্বমন্তরেণ ন বিদ্যতে।
নিরালম্বৈব নিষ্কামা বুদ্ধির্মুক্তস্য সর্বদা ॥ ৪৪ ॥

মুমুক্ষু লোকেরও বুদ্ধি (সধর্ম কবন্ধরূপ) আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনও থাকে না; কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের বুদ্ধি সর্বদাই নিষ্কাম (মোক্ষের ইচ্ছা পর্য্যন্ত রহিত) ও নিরালম্ব (নির্বিশেষ আত্মানুভবরূপ) হয়। ৪৫।

নির্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ।
পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥৪৬॥

বাসনারহিত পুরুষরূপ সিংহকে দেখিয়া বিষয়রূপ হস্তী নিস্তব্ধভাবে পলায়ন করে এবং (এমন কি) চাটুবাদপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে থাকে ॥ ৪৬ ॥

ন মুক্তিকারিকাং ধত্তে নিঃশঙ্কো যুক্তমানসঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথা-
সুখম্ ॥৪৭॥

নির্ভীক নিশ্চলচিত্ত জ্ঞানী মহাপুরুষ মোক্ষপ্রদ কারিকাসমূহ মুখস্থ করেন্ না (অথবা মুক্তিপ্রদ ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করেন না)। তিনি সমস্তই দেখেন, শোনেন্, স্পর্শ করেন্, আঘ্রাণ করেন্, ভোজন করেন্, তথাপি আনন্দরসে বিভোর থাকেন্ ।৪৭।

বস্তুশ্রবণমাত্রেণ শুদ্ধবুদ্ধির্নিরাকুলঃ।
নৈবাচারমনাচারমৌদাস্যং বা ন পশ্যতি ॥৪৮॥

গুরু এবং বেদান্ত-বাক্যদ্বারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে শ্রবণমাত্র শুদ্ধবুদ্ধি-ব্যক্তি সর্বপ্রকার ব্যাকুলতাশূন্য হন্। তিনি সদাচার কদাচার বা ঔদাস্য, কিছুই দেখেন্ না ।৪৮।

যদা যৎকর্ত্তুমায়াতি তদা তৎকুরুতে ঋজুঃ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি তস্য চেষ্টা হি বালবৎ
॥৪৯॥

শুভই হউক, অশুভই হউক্—যখন যাহা কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়, জ্ঞানী তখন তাহাই করেন্ (কোনরূপ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার অন্যথাচরণ করেন্ না;) তাহার চেষ্টা (কার্য্যকলাপ) বালকের মত হয়। ৪৯।

স্বাতন্ত্র্যাৎ সুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যাল্লভতে পরম্।
স্বাতন্ত্র্যান্নির্বৃতিং গচ্ছেৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমং
পদম্ ॥৫০॥

রাগদ্বেষাদি কলুষিত ভাবের বশবর্ত্তী না হওয়াই স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা এবং ইহার দ্বারাই লোকে সুখ পায়, পরম ব্রহ্মকে লাভ করে, আত্মানন্দ ভোগ করে এবং আত্মস্বরূপে বিশ্রাম পায় ।৫০।

অকর্ত্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাত্মনো মন্যতে যদা।
তদা ক্ষীণা ভবন্ত্যেব সমস্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥৫১॥

যিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করেন্, তাঁহার সকল চিত্তবৃত্তিই ক্ষীণ হয় (অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়) ও সাধক স্বীয় দ্রষ্টৃস্বরূপ-স্বরূপে অবস্থিত হয়েন্ ।৫১।

উচ্ছৃঙ্খলাপ্যকৃতিকা স্থিতির্ধীরস্য রাজতে।
নতু সস্পৃহচিত্তস্য শান্তির্মূঢ়স্য কৃত্রিমা ॥৫২॥

ধীরব্যক্তির অবস্থিতি (কোন অনির্বচনীয় কারণে) উচ্ছৃঙ্খল হইলেও অকৃত্রিমতাবশতঃ সর্বথা শোভমানই হয় ; কিন্তু সম্পৃহচিত্তব্যক্তির শান্তিভাবও কৃত্রিমতাবশতঃ শোভান্বিত হয় না। (অর্থাৎ ধীরব্যক্তির অন্তরে একভাব, বাহিরে আর একভাব,—এরূপ অবস্থা কখনও হয় না। কৃত্রিম শান্তভাব দেখান অপেক্ষা হৃদয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ঋজুভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাত-দ্বারা তাহা সমূলে নির্মূল করাই উৎকৃষ্টতর পন্থা। জ্ঞানবিচার-দ্বারা কুভাবের উন্মূলন করিয়া হৃদয়কে নির্মল করিতে না পারিলে, কেবল বাহ্যতঃ তাহার দমনে কোন সুফল ফলে না) । ৫২।

ক্রমশঃ

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

গানের স্বরলিপি।

মল্লার—কাওয়ালী।

ঝর ঝর ঝরে জল বরষে—
চিত-চাতক নাচে হরষে।
নিবিড় কালো মেঘে ছাইল গগন ;
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ধ্বনিছে পবন ;
অম্বরে ডমরু বাজিছে সঘন,
পশু-পাখী কাঁপে তরাসে !
আজি উৎসব মম চিত-ভবনে,
নাথ বিনা আজ কাটিবে কেমনে ?
আসিবে বলি' নাথ এসেছে রাতি ;
জ্বালিতে হবে আজ্ পরাণ-বাতি ;
কেহ নাই, তাই আজ সেই হবে সাথী—
ডুবাইবে সুধা-সরসে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২　　　　　　৩　　　　　　০　　　　　　১
II মা মা রা রা । সা সা স গমা । মাগ মপা -া মা । -া -া -রা -া I
ঝ র ঝ র　ঝ রে জ ল　ব র ০ ষে　০ ০ ০ ০

২　　　　　　৩　　　　　　০　　　　　　১
I মা মা মপা -া । পা পা পা পা । পা র্গর্সা -া র্সা । র্সধা ধপা -পমা -রা II
চি ত চা০ ০　ত ক না চে　হ র ০ ষে　০ ০ ০ ০

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II { মা পা পা না । পনা -া না না । র্সা -া সা র্সা । র্সা র্সা র্সা -া I
নি বি ড় কা লো০ ০ মে ঘে ছা ০ ই ল গ গ ন ০

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা র্রা -র্সা । র্রা র্রা -া র্সা । না না -র্সর্রা র্সা । ণা ণা -া পা } I
খ সি য়া ০ খ সি ০ য়া ধ্ব নি ০০ ছে প ব ০ ন

২´
[ণা -া ণা ণা] ৩ ০ ১
I { মা -া মা পা । পা পা পা -ধা । মা পা -র্সা র্সা । র্সা র্সা -া সা } I
অ ম্ ব রে ড ম রু ০ বা জি ০ ছে স ঘ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা ণা -া । পা -া ধা পা । মা^প ^মপা মা -া । -মা -া -রা -া II
প ঙ পা ০ খী ০ কাঁ পে ড য়া সে ০ ০ ০ ০ ০ ০

সঞ্চারী ও আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
রা রা II {মা -া রা রা । সা সা সা ^সমা । মা^প ^মপা মা -া । -রা -া রা রা} I
আ জি উ ৎ স ব ম ম চি ত ভ ব নে ০ ০ ০ "আ জি"

২´ ৩ ০ ১
I { ^পমা -া পা পা । পা -া পা মা । ^পর্সা -া র্সা র্সা । র্সা র্সা -ধা -পমা } I
না ০ থ বি না ০ আজ্ কা টি ০ বে কে ম নে ০ ০০

২´ ৩ ০ ১
I { মা পা -া পা । না পা না -া । র্সা র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা -া I
আ সি ০ বে ব লি' না থ এ' সে ০ ছে রা ০ তি ০

২´ ৩ ০ ১
I না -া র্সা র্রর্সা । র্রা র্রা র্সা -া । র্সা না -র্সর্রা র্সা । ণা -া পা -া } I
আ ০ লি তে০ হ বে আ জ প রা ০০ ণ বা ০ তি ০

২´ ৩
[র্সা ণা ণা -া । ধা -া]
০ ১
I { মা মা পা -া । পা -া পা -ধা । মা পা পা গর্সা । র্সা -া র্সা -া } I
কে হ না ই　তা ই আ জ্　সে ই হ বে　সা ০ থী ০

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা ণা -া । ণা -া ধা পা । মাগ মপা -া মা । -মা -া -রা -া II II
ডু বা ই ০　বে ০ সু ধা　স র ০ সে　০
০ ০ ০

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেবী-পত্তন (দেবী-পাঠন)

গোঁডা-জেলার অন্তঃপাতী তুলসীপুর-পরগণাস্থ উত্রৌলা-তহসীলের ইহা একটী সহর মাত্র। ইহা শৈবদিগের অতিপুরাতন তীর্থস্থান। স্থানটী মহাভারতোক্ত কর্ণের সহিত সম্বন্ধীভূত। সূর্য্যের ঔরসে কুন্তী-দেবীর গর্ভে অনূঢ়াবস্থায় যখন কর্ণের জন্ম হয়, তখন কুন্তীদেবী লোকাপবাদ-ভয়ে কর্ণকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন। কিন্তু ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে কে মারিতে পারে? অঙ্গ-দেশের রাজা অধিরথ গঙ্গাগর্ভ হইতে শিশুকে উঠাইয়া লইয়া অপত্যবৎ পালন করেন। হস্তিনাপুরেই ইনি বর্দ্ধিত হন্। দ্রোণ কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র-দানে অসম্মত হইলে, কর্ণ মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমন করিয়া পরশু-রামের সেবা করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন্। পরে ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে দুর্য্যোধনের সহিত গমন করেন্ এবং মহাভারতের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখান্। মগধের শৈব রাজা জরাসিন্ধু ইহাকে মালিনী-নামক নগর দান করেন। বর্ত্তমান মন্দিরের স্থানে যে দুর্গ দেখা যায়, তাহা কর্ণ-দ্বারা নির্ম্মিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনের পর বিক্রমাদিত্য পুরাতন দুর্গটিতে মন্দির-রচনা করেন্। কালক্রমে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোরখনাথের বংশোদ্ভব রতননাথ-নামে জনৈক যোগী সেইস্থানে নূতন করিয়া মন্দির-নির্ম্মাণ করেন্। নেপালে রতন-নাথের বড়ই সমাদর। তাঁহার কৃত মন্দিরটী অত্যন্ত বৃহৎ। শিব-দুর্গার পৃথক্ প্রতিমা এই মন্দিরে ছিল। গোরখপুর (গোরক্ষপুর) এবং নেপাল হইতে অনেক যাত্রীই এখানে তীর্থ করিতে আসিত। ক্রমে ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি মন্দিরের উপর আকৃষ্ট হয়। তাঁহার আদেশে তাঁহার একজন মুসলমান কর্ম্মচারী মূর্ত্তিগুলিকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া দুইজন রাজপুত বীর সেই দুর্ব্বৃত্তকে বধ করে এবং তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃতব্যক্তির

গোরস্থানে শূকর বলি দেয়। তুলসীপুরের রাজা ভগ্ন মন্দিরের উপর নূতন করিয়া একটি চতুর্থ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুরাতন মন্দিরের মসলা লইয়া এই মন্দির গঠিত। এই মন্দিরে গোরক্ষনাথের নাম হিন্দি অক্ষরে ক্ষোদিত আছে।

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবী-পত্তনে একটী বৃহৎ মেলা হয়। প্রায় ১৫ হাজার লোক এই সময়ে সমবেত হইয়া থাকে। মেলায় মহিষ, ছাগ ও শূকর বলি দেওয়া হয়। এই মেলার সময় নেপালিদিগের সহিত বাণিজ্য হইয়া থাকে। তণ্ডুল বা পাহাড়ি টাট্টু, কাপড়, ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, মশালা প্রভৃতি এই সময়ে খুবই বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মেলার সময় বিসূচিকা-রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব হইত; কিন্তু বিশেষ তত্ত্বাবধানের জন্য এখন তাহা আর সেভাবে হয় না। তত্ত্বাবধান করিতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা মেলার আয় হইতে উঠিয়া আইসে। এই সময়ে টাট্টু-বিক্রেতার নিকট হইতে একটাকা এবং ক্রেতার নিকট হইতে একআনা মেলার খরচের জন্য লওয়া হয়।

মথুরা

মথুরা একটি প্রসিদ্ধ সহর। যমুনা-নদী-তটে ইহা অবস্থিত। কানপুর অচনারা রেলওয়ে দিয়া মথুরা যাইতে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের পর মথুরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। কৃষ্ণের ইহা জন্মস্থান। এখানকার কটরা-নামক স্থানের মধ্যস্থলে ঔরঙ্গজেব নির্ম্মিত একটী মসজিদ দৃষ্ট হয়। এই স্থানেই পূর্ব্বে কেশব-দেবের বিখ্যাত মন্দির ছিল। ১৬৬৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব তাহার ধ্বংস-সাধন করিয়া তদুপরি একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন্। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণ বুঝিতে পারিয়া কেশবদেবের বিগ্রহটী মেবারের রাণা রাজসিংহ পূর্ব্ব হইতেই স্থানান্তরিত করেন। উহা আনিবার কালে উদয়পুরের ২২ মাইল দূরে সিয়ার-নামক গ্রামে দেবতার রথচক্র বালুকারাশিতে এরূপভাবে প্রোথিত হয় যে, কিছুতেই তাহার উদ্ধার হয় না। তখন তথায় বিগ্রহকে রাখিয়া তদুপরি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। ক্রমে তাঁহার চতুষ্পার্শে জনসঙ্ঘেরা আসিয়া বাস করে। কালে স্থানটী গ্রামে পরিণত হয়। এই গ্রামটী নাথদোয়ারা নামে খ্যাত। বলা বাহুল্য যে, গ্রামটী মন্দিরের অভিধা প্রাপ্ত হয়। মন্দিরটী নাথজী নামে খ্যাত। কৃষ্ণের যত প্রকার বিগ্রহ আছে তন্মধ্যে কেশবদেবের মূর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত।

কেশবদেবের আধুনিক মন্দিরটী কট্রার পশ্চাতে অবস্থিত। মন্দিরটী দেখিতে তত সুন্দর নহে। মথুরা সহর হইতে ইহা দূরে অবস্থিত বলিয়া এখানে লোকেরা কম আইসে। ইহার সন্নিকটে পোতারাকুণ্ড নামে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। কৃষ্ণের জন্ম-কালে যে সকল কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাই এখানে ধৌত করা হইয়াছিল। পুষ্করিণীতে বিশেষ কোন শিল্প-কার্য্যাদি নাই, কিন্তু তথাপি তাহা দেখিতে অতিগম্ভীর। জমীর মধ্য দিয়া জল চোয়াইয়া অন্যত্র গমণ করে বলিয়া বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সকল সময়ে পুষ্করিণীটী শুষ্ক থাকে।

পুষ্করিণী-তটে একটী ক্ষুদ্র গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই কারাগার নামে খ্যাত। বসুদেব ও দেবকী এই স্থানেই রুদ্ধ ছিলেন এবং এইখানেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। পোতারা-কুণ্ডের পশ্চাতে এবং ধূলকোটের সীমানার মধ্যে একটী উচ্চ ঢিবি আছে। ইহাতে পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের কোন স্থান ছিল বলিয়াই বিবেচিত হয়। কটরার দক্ষিণে এবং কটরা ও কঙ্কালি টীলার মধ্যস্থলে বলভদ্রকুণ্ড নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহা বহুপুরাতন বটে, কিন্তু এখন ভগ্নদশাগ্রস্ত। ইহার সন্নিকটে শ্রাবণমাসের পূর্ণিমায় সলুয়োর (ঝুলনের) একটী মেলা হইয়া থাকে। ১৮৭৭—৭৮ সালের দুর্ভিক্ষকালে উক্ত পুষ্করিণীর আংশিক সংস্কার করা হয়। পুষ্করিণীর কিছু দূরে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। কৃষ্ণের উপাসকগণের দল-বৃদ্ধির পূর্ব্বে, বোধ হয়, ভূতেশ্বর মহাদেবই মথুরার স্থানীয় দেবতা ছিলেন। ব্রজেতে মহাদেবের চারিটী মুখ্য মন্দির আছে; যথা, কামাতে কামেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর, বৃন্দাবনে গোপেশ্বর এবং মথুরায় ভূতেশ্বর। কাশীতে যেমন বিন্দুমাধব তথাকার রক্ষক, মথুরায় ভূতেশ্বর ঠিক অনুরূপ। বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, মথুরার ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর মহাদেব। সম্মিলিত কাজিবাগে একটি মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লোহিত প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাই মুসলমানের একটী সমাধি-স্থান। বলভদ্র কুণ্ড এবং কটরার পশ্চাতেই ধূলকোট নামে কতকগুলি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। পুরাকালে যমুনা এই স্থানেই ছিলেন্। উক্ত শৈলশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি পুরাতন নগরের প্রাচীরস্বরূপ ছিল। এই গুলি "কংস-কা-টীলার উপর রঙ্গেশ্বর মহাদেব হইতে ভূতেশ্বরের মন্দির-পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে "উদয়-গিরি বাগ" দিয়া গর্ত্তেশ্বর-পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে শ্রাবস্তি-সঙ্গমের সন্নিকটে গোকর্ণেশ্বরের মন্দির-পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রাবস্তি-সঙ্গম শব্দে ইহাই বুঝা যায় যে, এখানে দুইটী নদী পরস্পর মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী কটরা দিয়া এবং অন্যটী বিপরীত দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তটী এখন দিল্লির রাস্তার দ্বারা আংশিক অধিকৃত। নদীটী কটরা দিয়া কুব্জাকুপ পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কুব্জাকূপে শ্রীকৃষ্ণদেব কুব্জার কুব্জত্ব দূর করেন্।

১৮৪৯ খৃঃ শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ শ্রাবস্তি-সঙ্গমে একটী সুন্দর সেতু নির্ম্মাণ করেন। ইহার দক্ষিণ দিকে একটী মহাদেবের মন্দির আছে। ১৮৫০ খৃঃ লক্ষ্ণৌ-নিবাসী অযোধ্যাপ্রসাদ দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। ইহার নিকটেই প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটী বাগান আছে। তন্মধ্যে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। নদীতটটি ঘাট-বাঁধান। শ্রীগোপাল নামে জৈনক কুসীদ-ব্যবসায়ীর দ্বারা ঘাটটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার সংলগ্নীভূত শৈলটী কৈলাশ নামে খ্যাত। এখানে গোকর্ণেশ্বরের মন্দির আছে। উপরের মন্দিরে তিন হাত উচ্চ একটী বিশাল শিবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইঁহার চক্ষু বড় বড়, কেশ লম্বা লম্বা এবং গোঁপ ও দাড়ি আছে। ইঁহার এক হস্তে খর্পর ও অন্য হস্তে ফুলের তোড়া। মূর্ত্তিটী অতিপুরাতন। পার্শ্বের

তাকে দেড় ফুট উচ্চ দুইটী মূর্ত্তি আছে। তাঁহারা সতী ও পার্ব্বতী নামে খ্যাত। গোকর্ণেশ্বরের মন্দিরের অন্য কামরায় গৌতম ঋষির স্থান দৃষ্ট হয়। কৈলাস-পর্ব্বতের বিপরীত দিকে রাস্তার পর-পারে একটি ক্ষেত্র আছে; সেখানে দশহারার (দুর্গা-পূজার) সময় রামলীলা হইয়া থাকে। ইহার সন্নিকটে একটী পুষ্করিণী আছে; তাহা সরস্বতীকুণ্ড নামে খ্যাত। গোকর্ণেশ্বরের কিছু দূরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। তথায় রাজা অম্বরীষের টীলা আছে। ইহা ৭০ ফুট উচ্চ। প্রবাদ এইরূপ যে, সুদর্শন-চক্র দুর্ব্বাসার কোপ হইতে এই স্থানে অম্বরীষকে রক্ষা করেন্। বর্ত্তমান সময়ে এখানে মহাবীরের মূর্ত্তি আছে। একটু আগে সরস্বতী-সঙ্গম দেখা যায়।

সরস্বতী কুণ্ডের সামান্য দূরে মহাবিদ্যা-দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই স্থানে পাণ্ডবগণ মহাবিদ্যা দেবীর বিগ্রহ-স্থাপন করেন্। বর্ত্তমান মন্দিরটী খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পেশোয়া-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। যে পর্ব্বতের উপর মন্দিরটী অবস্থিত, তাহাতে ইষ্টক-নির্ম্মিত সিঁড়ির দ্বারা আরোহণ করিতে হয়।

অঙ্গনের মধ্যে একটী করীল বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষটী বহু পুরাতন বলিয়া খ্যাত। উক্ত বৃক্ষতলে একটী বৌদ্ধ স্তম্ভ দেখা যায়। ইহাতে মায়া-দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। তিনি শালবৃক্ষ-তলে উপবিষ্টা। স্তম্ভটীতে চতুষ্কোণ একটী বাক্সও খোদিত আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে এক একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি দেখা যায়। এখানে চৈত্র ও আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীর দিন মেলা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইহাই বৌদ্ধদিগের বহু পুরাতন স্থান। মহাদেবেরও মূর্ত্তি এখানে বিদ্যমান আছে। জয়সিংহপুরা খেড়াটী মহাবিদ্যা-পর্ব্বত হইতে একটী গর্ত্ত-দ্বারা পৃথিক্‌কৃত হইয়াছে। এখানে যে-সকল বৌদ্ধ শিল্প ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা চামুণ্ডা-দেবীর মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্য উত্তম শিল্পগুলি মথুরার মিউজিয়ামে প্রেরিত হইয়াছে। খেড়াটী রাজা জয়সিংহের পুরাতন রাজবাটী। ইহার নিম্নে একটী পুরাতন ঘাট আছে; তাহা গণেশ- বা সেনাপতি-ঘাট নামে খ্যাত। ইহা সিন্ধিয়ার জনৈক সেনাপতি-দ্বারা নির্ম্মিত।

কঙ্কালী-টীলার অদূরেই শিবতাল। ইহাতে প্রচুর জল আছে। পুষ্করিণীটী উচ্চ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পুষ্করিণীর যে স্থানটী গৌঘাট নামে খ্যাত, তাহাতে দুইটী লেখা দেখা যায়। তন্মধ্যে একটী সংস্কৃত ভাষায় ও অন্যটী পারস্য ভাষায়। এতদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, বেনারসের রাজা পত্নীমল-দ্বারা এই পুষ্করিণীটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে একটী মেলা হইয়া থাকে। মথুরায় উক্ত রাজা-সাহেবের দুইটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী দীর্ঘবিষ্ণুর ও অন্যটী বীরভদ্রের। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরটী মনোহরপুর-মহল্লায় এবং শেষোক্তটী সহরের ফটকের সন্নিকটে অবস্থিত। তাঁহার স্বীয় ভবনটী নকরচী-টীলায় অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আধুনিক মথুরার ফটকের বাহিরে "কংস-কা-টীলা" নামে যে পর্ব্বত খ্যাত আছে, তাহারই উপর হইতে কৃষ্ণ কংসকে নিঃক্ষেপ

করেন। বলা বাহুল্য, সেই পতনেই কংস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

আধুনিক সহরটী যমুনার দক্ষিণ-তটে দেড় মাইল বিস্তৃত। ইহার বিপরীত দিকের দৃশ্যটী অতীব মনোহর। নদীতট হইতে ঘাটরাজী ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। প্রতিদিন প্রত্যূষে এস্থানে স্নাতকবর্গের খুব ভিড় হয়। প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর ভবন এবং মন্দির-রাজী রাস্তা হইতে ঘাট পর্য্যন্ত সজ্জিত রহিয়াছে। দৃশ্যটী অতিমনোহর। কংশ-কা-কিল্লা নামক একটী বৃহৎ পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগের নয়নগোচর হয়। জয়পুরের রাজা মানসিংহ দুর্গটীর পুনর্নির্ম্মাণ করেন। পরে ইহাই তাঁহার উত্তরাধিকারী সওয়াই জয়সিংহের বসত বাটী হয়। সওয়াই জয়সিংহ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এখানে গ্রহনির্ণায়ক পাঁচটী বাটিকা নির্ম্মাণ করেন্। তন্মধ্যে একটী মথুরার দুর্গের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। দুর্গের পশ্চিমদিকস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে কালেশ্বর মহাদেব এবং কালভৈরবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অগ্রে বাসুদেবঘাট, গৌঘাট, অসিকুণ্ড-ঘাট এবং সেট সাহেবের হবেলী দৃষ্ট হয়।

ঘাটের মধ্যে যাহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া খ্যাত, তাহার নাম বিশ্রান্ত ঘাট। কংশকে হত্যা করার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেব উক্ত ঘাটে বিশ্রাম করেন্। এই ঘাটে বড় বড় কচ্ছপ দেখা যায়। তাহাদিগের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। জীব-হিংসা এখানে নাই বলিয়া কচ্ছপগণ অকুতোভয়ে বিচরণ করে। স্নাতকবর্গ তাহাদিগকে আহার্য্য-প্রদান করে। বিশ্রান্ত ঘাটের দুই পার্শ্বে, উর্দ্ধে ও নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাট আছে। উর্দ্ধস্থিত ঘাটগুলি উত্তরকোট এবং নিম্নস্থিত ঘাটগুলি দক্ষিণ-কোট নামে খ্যাত। ঘাটের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টী। উত্তর-কোটের ঘাটগুলির নাম গনেশ-ঘাট, মনসা-ঘাট, দশাশ্বমেধ-ঘাট চক্রবর্ত্তী ঘাট, কৃষ্ণগঙ্গা-ঘাট, সোমতীর্থ-ঘাট (বাসুদেব-ঘাট), ব্রহ্মলোক-ঘাট, ঘণ্টাভরণ-ঘাট, ধারাপতন-ঘাট, সঙ্গমনতীর্থ-ঘাট (বৈকুণ্ঠ-ঘাট), নবতীর্থ-ঘাট, এবং অসিকুণ্ড-ঘাট। দক্ষিণ-কোটের ঘাটগুলির নাম :—অবিমুক্ত ঘাট, বিশ্রান্তি-ঘাট, প্রাগ্ঘাট, কঙ্খলঘাট, তিন্দুকঘাট, সূর্য্যঘাট, চিন্তামণি-ঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, কোটিঘাট এবং বুদ্ধঘাট। যতগুলি ঘাট আছে তন্মধ্যে কেবল মাত্র দুইটীর দৃশ্য অতিচমৎকার। সে-দুইটীর নাম শমীঘাট এবং বাঙ্গালী ঘাট। শেষোক্ত ঘাটটী বৃন্দাবনস্থ গোবিন্দ দেবের মন্দিরের গোঁসাই নির্ম্মিত করিয়াছেন। শমীঘাটের নিম্নে একটী মস্‌জিদ ও কতকগুলি গোর আছে। সেগুলি মুসলমান ফকির মক্‌দুম সা ভিলায়তের নামে উৎসর্গীকৃত। ঘাটের নিকটে যে-সকল বাটিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দুইটী মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য,— গঙ্গাকৃষ্ণ-ঘাটের মহাদেবের মন্দির ও ধ্রুব-ঘাটের পশ্চাতে ধ্রুব-টীলার মন্দির। ধ্রুব-টীলার ধ্রুব-মন্দিরটী নিম্বারক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। বৃন্দাবনে উহাদিগের রসক-বিহারীর মন্দির আছে।

নদী-তীরস্থ মন্দিরগুলি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয় আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটী সতী-বুরুজ্।

ইহা লোহিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত। উচ্চে ইহা চারি তালা। ১৫৭০ খৃঃ জয়পুরের রাজা বিহার মল্লের রাণী সতী-বুরুজ নির্ম্মাণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা কোনও সতী রমণীর স্মরণার্থ হইয়াছিল। এক্ষণে সতী-বুরুজ ৫৫ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বে উক্ত বুরুজটী ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজীব সতী-বুরুজের উর্দ্ধ-দেশটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন্। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

অরূপ-মিলন।

মনের মতন পেয়েছি,
তাইতে আজি নয়ন ফুটে
তাহার পানে চেয়েছি!
সকল সুরে সকল গানে
জেগেছে সে আমার প্রাণে,
আপন মনে বিজন বনে
তাহারি রাগ গেয়েছি!
না জানি, আজ বল্‌তে নারি,
কি-আনন্দে ভর্‌ল বুক!
রোমাঞ্চে কায় তরঙ্গিত
কোন্ সোহাগে অহেতুক!
কে যেন গো অঙ্কে টানি,
বল্‌ল কানে মলয়-বাণী—
"তোমার তরে দেশান্তরে
বারেক হের—এয়েছি!"
আপন-করা আহ্বানে তা'র
সরম করা হ'ল না!
নিঃশ্বাসে তা'র সোহাগ-মাখা
নিলাজ মোরে বল না!
পরাণ বয়ান উঠ্‌ল দুলে
কমল-সম নয়ন খুলে
দেখ্‌নু তখন 'প্রাণের তপন!'
কিরণ-ধারে নেয়েছি!
মনের মতন পেয়েছি!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গৃহিণীপণা।

সংসারে গৃহিণীপণা অতিশয় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। একটা রাজ্যের শাসনকর্ত্তার স্বকীয়রাজ্য-পরিচালনে যত ক্ষমতা, যত পরিশ্রমশীলতা, যত বুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োজন, একটী গৃহিণীর সংসার-পরিচালনে, ততখানি না হউক, অল্পপরিমাণেও যে সেই ক্ষমতা, সেই শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সংসারের সকলকে একটা পরম স্নেহময় বন্ধনে বন্ধন করিতে হইবে, সকলের অভাব অভিযোগের দিকে সত সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতে হইবে, সংসার-পরিচালনার্থ সংগৃহীত দ্রব্যাদির এরূপভাবে গুছাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে কোনরূপ অপব্যয় হইয়া সংসারকে অভাবের গ্রাসে মুহূর্ত্তের জন্য ফেলিতে না পারে, কোন দিক্ হইতে অপরিচ্ছন্ন ভাব সংসারকে

কোনরূপ মলিন করিতে না পারে, কোনরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস সংসারকে না অভিশপ্ত করে, কোনরূপ অপবিত্রভাব সংসারকে না দুষিত করে, কোনরূপ জড়তা সংসারকে না শিথিল করে, কোনরূপ ত্রুটীবিচ্যুতি সংসারকে না অপূর্ণ করে, কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সংসারকে না বিচ্ছিন্ন করে। এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপই হইল গৃহিণীপণা। নতুবা গৃহিণীর অভিমানমাত্র লইয়া প্রতিপদে সংসার-পরিচালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করা কেবল লোক-হাসান ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেরূপ গৃহিণীকে কোনরূপেই পাকা গৃহিণী বলা যায় না।

অধিকাংশ স্থলে সংসারে শ্বশ্রূ বা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া. অথবা কোন ক্ষমতাপ্রাপ্তা অধিক-বয়স্কা আত্মীয়া, যেমন পিতৃস্বসা, পিতৃব্যপত্নী বা মাতুলানী বা ঐরূপ অপর কোন স্ত্রীলোক গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনিই গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হউন না কেন, তাঁহার বুঝিতে হইবে যে সংসারের ভার তাঁহার উপর যখন ন্যস্ত আছে, তখন যাহাতে কোনরূপে না সংসারে একটীও ত্রুটী লক্ষিত হয়, তাহাই করিতে হইবে। ইহা করিতে গেলে, প্রথমতঃ তাঁহার স্বার্থচিন্তাকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করা কর্ত্তব্য। সমস্ত সংসারকে আপনার বলিয়া ভাবিতে হইবে বটে, কিন্তু নিজের জন্য যে একটা চিন্তা সেটা ত্যাগ করিতে হইবে। মনে করুন, গৃহিণীর হস্তে সংসারের উপযোগী চাউল, ডাইল, তৈল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য অর্পিত হইল। গৃহিণী যদি ভাবেন যে, 'আমি ইহা যেরূপভাবেই ব্যবহার করি না কেন, অভাব হইলেই ত পাইব, তখন আর অত হিসাব করিয়া ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই', এবং এই ভাবিয়া সেই দ্রব্যাদির অপব্যয় করিতে লাগিলেন; তাহার পর সংসার চলুক আর নাই চলুক! সংসারের জন্য যাহারা রোজগার করিতেছে, তাহাদের অধিকতর পয়সা রোজগারের জন্য প্রাণ যাউক আর নাই যাউক! অথবা যৌবনকালে যে সময় তাহারা পরিশ্রম করিতে সমর্থ, সেই সময় সংসারের জন্য সমস্ত ব্যয় করিয়া পরিণামে বৃদ্ধাবস্থায় রিক্তহস্ত হউক আর নাই হউক— এই সকল চিন্তায় মনে আর স্থানই দিলেন না! তাহা হইলে সংসারে প্রচ্ছন্নভাবে একটা অসন্তোষবহ্নি উৎপাদিত হয়, যাহা দুইদিন পরে প্রচ্ছন্নভাব ত্যাগ করিয়া ভীষণ সংসার-বিধ্বংসী রূপ ধারণ করিতে পারে!

আবার কোন গৃহিণী প্রবল স্বার্থচিন্তার বশীভূত হইয়া নিজের নিকট অর্পিত সাংসারিক দ্রব্যসকল গোপনে পল্লীতে বিক্রয় করিয়া টাকা জমাইতে থাকেন; ইহাতে সংসারের অন্য লোকের অসুবিধা, ক্লেশ বা ক্ষতির কথা একবার ভাবিলেনও না। ইহাতেও একটা অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য বলিতে হয়, গৃহিণীকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া আপনাকে সমস্ত সংসারের হিতাকাঙ্ক্ষিণী মনে করিয়া সংসার-পরিচালন করিতে হইবে। এ-বিষয়ে তিনি নিজের বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিবেন। কোনও অপর সংসারের স্বার্থপরা গৃহিণার পরামর্শ আদৌ শুনিবেন না। কারণ, অনেক স্থলে দেখা যায়, উপরিউক্ত দোষগুলি গৃহিণীর নির্বুদ্ধিতা-দোষেও ঘটিয়া থাকে। গৃহিণী নির্বুদ্ধিতা-বশে সংসারের তাল সামলাইতে না পারিয়া

অনেক সময়ে অপব্যয় করিয়া ফেলেন, আবার অদূরদর্শিতা-দোষে অথবা কেবলমাত্র অন্যের পরামর্শে অকারণ হস্তে টাকা জমাইতে গিয়া ঐরূপ গোপনে গোপনে সাংসারিক দ্রব্যের রপ্তানি আরম্ভ করেন। এইজন্য নিবুদ্ধিতাও গৃহিণীর পক্ষে আদৌ উপযোগিনী নহে। এই নিবুদ্ধিতার সুবিধা পাইয়া পল্লীবাসিনী সুচতুরা অপর রমণীও অনেক সময় তাহার নিকট হইতে ভোগা দিয়া অনেক দ্রব্য আদায় করিতে পারেন। তাহাতেও সংসারের অস্বচ্ছলতা অবশ্যম্ভাবিনী।

তাহার পর গৃহিণীর অপর এক দোষ পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিনী গৃহিণী সংসারে একজনকে খুব সুনজরে দেখিয়া সংসারের বাছাই বাছাই দ্রব্য তাহাকে কি তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন, এবং অপর কাহাকে কুনজরে দেখিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে মোটা মোটা দ্রব্য দিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে যেন সংসারের আগাছা মনে করিয়া যত্ন করা দূরে থাকুক, নানারূপ উৎপীড়ন করিতেই লাগিলেন। ইহাতে সংসারে পরস্পর একটা ঈর্ষাজনিত মনোমালিন্য উৎপাদিত হয় এবং একটা দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইয়া সুখের সংসার একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এই পক্ষপাতিত্ব কখনও কখনও স্বার্থবিজড়িত হইয়া থাকে। যে বেশী রোজগার করে, তাহার মন রাখিবার জন্য গৃহিণী তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, এবং যে অল্প রোজগার করে, তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। ইহাতে অধিক রোজগারী ও অল্পরোজগারীর মধ্যে একটা প্রবল বিদ্বেষ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিক রোজগারী ব্যক্তি গৃহিণীর সহানুভূতিরূপ অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সংসারে অধিক অর্থদানরূপ নিজকর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। ফলে, অল্পরোজগারীর উপর নির্য্যাতন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সুখের সংসারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, শেষে সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস তুমুল কলহে পরিণত হইয়া কঠোর মর্ম্মব্যথার সহিত সংসারের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে! সকল সময়েই যে গৃহিণী স্বার্থপরতাবশে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে একটা অন্ধ স্নেহও তাঁহার এইরূপ পক্ষপাতিত্বের কারণস্বরূপ হয়। ধরুন, একটী সংসারে তিনজন ভ্রাতা আছেন। গৃহিণীর চক্ষুর টান পড়িল ছোট ভাইটীর উপর! তিনি সেই সুনজরের খ্যাতিরে ছোটভাইটীকে সোণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে 'সন্দেশ' খাইতে দেন, অপর সকলকে খাইতে দেন 'ছোলাগুড়'! তিনি তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে দেন 'ঘনদুগ্ধ', অপর সকলকে খাইতে দেন 'জলা-দুধ'! তাহার স্ত্রীর অসুখ হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করেন, অপরের অসুখ হইলে পথ্যের ব্যবস্থা করিতে বিরক্তা হন। তাহার পুত্রকে অনবরত কোলে লইয়া আদর করেন, অপরের পুত্রকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করেন না। এইরূপ আচরণের তারতম্য উক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে যে একটা ঘোরতর মনো-

মালিন্যের সৃষ্টি করিয়া সংসারমহীরুহকে ক্রমশঃ উন্মূলতার পথে লইয়া গিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উপর আবার অর্থসম্বন্ধ জড়িত থাকিলে কদাচরিত ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে অভিমানের উষ্মা অতিপ্রবলভাবে উৎপন্ন হইয়া সংসার-মহীরুহের অতি ঝটিতি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। মনে করুন, যে ছোট ভাইটী গৃহিণীর সুনজরে পড়িয়াছে, সে বেশী রোজগার করে না। কিন্তু যাহারা কুনজরে পড়িয়াছে, তাহারা বেশী রোজগার করে। এরূপ অবস্থায়, সেই অধিক উপার্জ্জনকারী ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণের সহিত ভাবিল যে, "আমাদের উপার্জ্জন অধিক, আমরা সংসারে টাকা দিই বেশী, অথচ আমাদের প্রতি এরূপ অযত্ন! আমরা ইহা সহ্য করিব কেন? অতএব আমাদের আর এক সংসারে প্রয়োজন নাই।" তাহাদের এই অভিমানপূর্ণ চিন্তার বশে শুধু যে সংসার ভগ্ন হইল, তাহা নহে, সেই পক্ষপাতদোষ-যুক্তা গৃহিণী তাহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া পূর্ব্বেকার সম্মানের পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন, এবং সুখের জীবন হারাইয়া একটা ক্লেশবহুল জীবন ধারণ করিতেও হয়ত বাধ্য হইলেন।

আর একপ্রকার পক্ষপাতিত্ব গৃহিণীদিগের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেটাকে বলে "নিজের টান।" গৃহিণী নিজের ছেলেকে আপনার বস্তু বলিয়া সুনজরে দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী কি পুত্রের সহিত একটু দূরসম্বন্ধ বলিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার পুত্র যেমন "নিজের টান," পুত্রের নিকটে পুত্রের স্ত্রী-পুত্রও ত তেমনি "নিজের টান"। সুতরাং পুত্র তাহার স্ত্রীপুত্রগণের এইরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিবে কেন? কাজেই এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, এইরূপ সহিয়া শেষে আর সহ্য করিতে পারিল না। গৃহিণীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। পুত্রের এইরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত কদাচরণ দেখিয়া গৃহিণী বৈরনির্য্যাতন-সংকল্পে পুত্রবধূ ও পৌত্রদিগের উপর আরও অত্যাচার বাড়াইয়া দিলেন! ফলে পুত্রের তাঁহার প্রতি কদাচরণ আরও বাড়িয়া গেল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস, অভিমান ও অভিশাপ সুখের সংসারকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করিতে বসিল!

এই "নিজের টান" অনেক সময়ে গৃহিণী-দিগকে পুত্র-পুত্রবধূর স্নেহ এড়াইয়া কন্যা-জামাতার দিকে চালিত করিয়া থাকে। ভ্রান্ত গৃহিণী মনে করেন্ যে পুত্র পুত্রবধূর প্রেমে পড়িয়া আর তাঁহাকে সেরূপ ভক্তি করে না, ভক্তি করিতে পারে না। কাজে কাজেই, তিনি সপত্নীক পুত্রকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, আর তাঁহার যত টান পড়িল—তাহার নিজের গর্ভসম্ভূতা কন্যা ও তাহার স্বামিপুত্রের উপর। ফলে সংসারের যত ভাল ভাল জিনিস তিনি পুত্র ও তাহার স্ত্রীপুত্র-দিগকে ভোগ করিতে না দিয়া, গোপনে কন্যাজামাতার নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। গোপনে পুত্রবধূ একথা পুত্রকে জানাইল। পুত্রের গৃহিণীর প্রতি দারুণ অভিমান জন্মিল। ফলে 'খুটীনাটি' 'খুটীনাটি' হইতে হইতে সংসারে এমন একটা জ্বালাময়ী অশান্তি উৎপন্ন হইল, যাহার হয় ত প্রতিবিধান করা

সুসাধ্য নহে। যখন আবার জননী ছাড়া অপর কেহ গৃহিণীর পদ অধিকার করেন, যেমন জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া, পিতৃস্বসা, পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি, তখন এই "নিজের টান" আরও প্রবলরূপে লক্ষিত হইয়া আরও অধিক সংসারভঙ্গের কারণ হইয়া থাকে। তাই বলি, কি স্বার্থপরতাবশে, কি অন্ধস্নেহে, কি 'নিজের টানে' কোনরূপেই পক্ষপাতিত্ব করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে পক্ষপাতিত্বের অতীত থাকিয়া সকলের প্রতি সমান সস্নেহ ব্যবহার করিতে হইবে, সকলের অভাব অভিযোগের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, সকলের সুখের জন্য সমান যত্ন করিতে হইবে। তাঁহার বুঝিতে হইবে, সকলেই তাঁহার স্নেহ সমভাবে পাইবার আশা করে, সুতরাং তাঁহার স্নেহ প্রদর্শনে তারতম্য ঘটিলেই পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, —পরস্পর ঐক্য নষ্ট হইতে পারে।

তাহার পর গৃহিণীর আর একটী দোষ—তাঁহার সংসার পরিচালনে অক্ষমতা। গৃহিণীর আত্মদৌর্ব্বল্য-বুদ্ধিই এই অক্ষমতার হেতু। সংসারপরিচালনে একটী মহাকঠিন কাজ হইতেছে পরের কন্যা—সংসারের বধূদিগকে সুস্থরূপে চালিত করা। এই কার্য্য করিতে গেলে পূর্ব্বেই আপনাকে তাহাদিগকে অপেক্ষা শক্তিশালিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং তাহাদিগের প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ বা ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার নিজের গুরুত্ব বজায় থাকে। নতুবা তাহাদিগের প্রতি লঘুতার সহিত ব্যবহার করিলে নিজের 'রাশ' রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে তাহারা তাঁহাকে অসম্মান করিবার সুযোগ পায়, এবং ঈদৃশস্থলে সংসারে গৃহিণীর গুরুত্বের অভাবে অসংযতরশ্মি অশ্বগণের মত বধূগণ ক্রমশঃ স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে একটা বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত করিয়া থাকে।

এই বধূদিগকে স্ববশে আনিতে গেলে কেবল যে "রাশভারী" হওয়া দরকার, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রীতির বন্ধন চাই, যাহা দ্বারা তাহাদিগকে অনুক্ষণ বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, অন্তঃকরণে অধিক পরিমাণে দয়া-মমতা থাকা চাই, যাহা দ্বারা পরের কন্যা হইলেও তাহাদিগকে নিজের বলিয়া ভাবিয়া তাহাদিগের সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী হইতে হইবে। কেবল কর্ত্তব্যবোধেই এইরূপ হইতে হইবে, নতুবা তাহারা যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না করে যে, তাহাদের স্বামীরা উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া গৃহিণী তাহাদের তোষামোদ করিবার জন্য এইরূপ হইতেছেন। তাহা হইলেই ত নিজের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইল,—তাহা হইলেই ত সংসারে গোলযোগ উপস্থিত হইল! আমরা দেখিতে পাই অনেক গৃহিণী পরম স্নেহাস্পদ বধূগণের সহিত এক বিজাতীয় পরভাব পোষণ করিয়া অবলাসুলভ অতিরঞ্জনদ্বারা পুত্রদিগের নিকট বধূগণের দোষ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে ইহাতে আমরা পুত্রদিগের খুব 'সু' হইতেছি। কিন্তু পুত্রদিগের কর্ণ যে প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গিনীদিগের নিন্দাবাদশ্রবণে সর্ব্বদাই বধিরায়মাণ, ইহা তাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতাবশে বুঝিতে পারেন না। এইজন্য তৎকর্ত্তৃক বধূদিগের নিন্দাকীর্ত্তন প্রায় বিপরীতফলপ্রসূই ঘটিয়া থাকে। কারণ, তাহাতে বধূগণের ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের

উপর একটী ক্রোধ ভাব হয়, যাহার ফলে তাহারা তাঁহাদের প্রতি আর ভক্তি করিতে চাহে না,—তাঁহাদিগকে মানিতে চাহে না এবং সুবিধা পাইলে তাঁহাদের কদাচরণের অপমানকর প্রতিশোধ লইতেও ছাড়ে না। এবং কর্ণেজপা বধূদিগের উত্তেজনায় পুত্রগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি বীতরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া থাকে। ইহা যে গৃহিণীদিগের দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, গৃহিণী সংসারের সকল কার্য্য করিতেছেন, আর বধূগণ খট্টার উপর বসিয়া আরামসুখ উপভোগ করিতেছেন। ইহাতে কেবলমাত্র বধূগণের দোষ দিলে গৃহিণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। ইহা অনেকস্থলে গৃহিণীর দৌর্ব্বল্যদোষেই ঘটিয়া থাকে। গৃহিণী স্বকীয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ বধূদিগের প্রতি কোনরূপ আদেশ করিতে না পারিয়া, নিজেই কার্য্য করিতে থাকেন্। অনেক স্থলে আবার বধূগণকে পল্লীসমাজে অসাধু প্রতিপন্ন করিবার প্ররোচনাতেও নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহিণী সমস্ত কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে ঐরূপ বসাইয়া রাখেন্। আবার কখনও কখনও বা পাছে সংসারের কর্ম্ম হাতে পাইলে বধূগণ সংসারের সকল অধিকার ক্রমশঃ দখল করিয়া বসে, এই ভয়ে তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া নিজের হাতেই সমস্ত সংসার-ভার রক্ষা করিয়া থাকেন। এ সমস্তই গৃহিণীর দৌর্ব্বল্য। কারণ, গৃহিণী যদি বুঝেন, 'আমিই এই সংসারের পরিচালিকা এবং সকলের অপেক্ষা শক্তিশালিনী, এবং সকলের উপরে আমার আসন', তাহা হইলে ত বধূদিগকে আদেশ করিতেও তাঁহার সঙ্কোচ হয় না, তাঁহার অধীন পরমস্নেহাস্পদ বধূগণকে বিদ্বেষবশে অসাধু প্রতিপন্ন করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় না, কিংবা শক্তিলোপের আশঙ্কায় বধূদিগকে সংসার হইতে দূরে রাখিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না।

তাহার পর গৃহিণীদিগের আর একটী দোষ দেখিতে পাই, সেটী ধৈর্য্যহীনতা। যাহাকে একটী জটিলতাময় বিভিন্নপ্রকৃতির লোকপূর্ণ নানাদায়িত্বসঙ্কুল সংসার পরিচালনা করিতে হইবে, তাঁহার কত না সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত দিক্ তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন! তাঁহাকে কতদিকে তাল সামলাইতে হইবে! তাঁহার কি কথায় কথায় অধীরা হইলে চলে? সংসারের সমস্ত দ্রব্যের হিসাব-মত ব্যবহার করিতে বিরক্ত হইলাম, সমস্ত লোকের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতে বিরক্ত হইলাম, সংসারস্থ বিভিন্নপ্রকৃতির দুইজনের মধ্যে পরস্পর বিবাদের সূচনা হইলে, তাহার প্রতিবিধান করিতে বিরক্ত হইলাম, অসুখ-পীড়িত সংসারের সেবা-শুশ্রূষার ভার লইতে বিরক্ত হইলাম, বুভুক্ষু শিশুদিগের ক্রন্দনরোল শুনিতে বিরক্ত হইলাম, বাক্-শক্তিহীন সর্ব্বথা দয়াই গৃহপালিত পশুদিগের তত্ত্বাবধান করিতে বিরক্ত হইলাম, সংসারের সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য যেটুকু পরিশ্রম, যেটুকু চিন্তাশীলতা, যেটুকু বিচারনৈপুণ্যের প্রয়োজন—তাহা ঘাড়ে পাতিয়া লইতে বিরক্ত হইলাম,—এই সকল হইল গৃহিণীর অধৈর্য্যের পরিচায়ক। এই অধীরা নারী একেবারে গৃহিণীপদের উপযুক্তাই হইতে পারে না, এবং যদি বা গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে পদে পদে সংসারে অশান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গৃহিণীর ত শুধু অধীন স্ত্রীপুরুষদিগকে আদেশ-মাত্র করিলেই গৃহিণীপণা হইল না! রোগে, শোকে, কি অন্য কোনরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে সংসারক্ষেত্র যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, গৃহিণীকে তখন বদ্ধপরিকর হইয়া পাঁচজনের পরিশ্রম একজনে করিয়া, পাঁচজনের চিন্তা একজনে করিয়া, অভয়দায়িনী জগদ্ধাত্রীরূপে সংসারকে রক্ষা করিতে হয়। তাঁহাকে সূক্ষ্ম-দর্শিতার সহিত সংসারস্থ সকলের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া এরূপভাবে প্রত্যেকের সন্তোষ-বিধান করিতে হইবে, যাহাতে অতৃপ্তি আসিয়া ক্ষণকালের জন্য বৈষম্য উৎপাদন না করে; এবং নিজের সুখের জন্য কিছুমাত্র অধীরা না হইয়া সকলের সুখই আপনার সুখ মনে করিয়া পরম-সহিষ্ণুতাসহকারে সুদক্ষ কর্ণধারের মত সতত বিক্ষোভশীল সংসার-সমুদ্রে শান্তিতরীটী এমন স্থির করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহা মুহূর্ত্তকালের জন্যও না আন্দোলিত হয়! ইহাই ত হইল গৃহিণীপণা, নতুবা কেবল স্বীয় কর্ত্তৃত্ব-রক্ষার জন্য গৃহিণীপদ লইলে প্রতিপদে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে, এবং সেই অনুভবশূন্যা গৃহিণী সংসারে আরও অশান্তিরই কারণ হইয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন গৃহিণীকে যখন লোকচরিত্র লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তখন তাঁহার চরিত্রে কোনরূপই দোষ থাকিলে হইবে না। তিনি সর্ব্বদা মনে করিবেন যে, তাঁহাকে দেখিয়াই এই সংসারের অপর স্ত্রীগণ নিজ নিজ চরিত্রগঠন করিবে। অতএব তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ দোষ থাকিলে, অন্যসকলেরও চরিত্রে সেইরূপ দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে। এই মনে করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ-চরিত্রা হইতে হইবে। কোন স্ত্রীলোক একেবারেই গৃহিণী হয় না; লজ্জাপূর্ণ বধূজীবন কাটিলে তবে গৃহিণীপদ অধিকার করে। ভাল গৃহিণী হইতে গেলে, তাঁহার যাহা কিছু শিক্ষণীয়, সবই এই বধূ-জীবনে ঐ গৃহিণীর নিকট শিখিতে হইবে। সুতরাং, কেবল সংসার-পরিচালনমাত্র করিয়াই গৃহিণীর কার্য্য পর্য্যবসিত হইল না, তাঁহাকে আবার শিক্ষয়িত্রীর পদও গ্রহণ করিতে হইবে। এই শিক্ষয়িত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই আদর্শচরিত্রা হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার চরিত্রের অল্পমাত্র দোষও কুফলপ্রদ।

স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ বলিতে সাধারণতঃ 'ব্যভিচার' বুঝায়। আমি কেবল 'ব্যভিচার' অর্থে চরিত্রদোষের কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বে যে অপব্যয়িতা, পক্ষপাতিত্ব, লঘুত্ব, স্বার্থ-পরতা ও অসহিষ্ণুতার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলিও স্ত্রীলোকের চরিত্রগতদোষ। তদ্ভিন্ন আরও অনেক দোষ আছে, যথা—লোভ-প্রবণতা, ভোজনপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, নির্দ্দয়তা, অসন্তোষশীলতা, পরনিন্দাপরায়ণতা ক্রোধশীলতা, বিদ্বেষিতা, কলহপ্রিয়তা, অধর্ম্মশীলতা, নির্লজ্জতা, গর্ব্ব বা আত্মম্ভরিতা, একলতানিষ্ঠা, অপরিচ্ছন্নতা, আলস্য, অভিমান ইত্যাদি। স্ত্রীলোকগণ গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই যে, এই দোষসকলের অধিকারিণী হয়, তাহা নহে। এগুলি তাহাদের প্রাকৃতিক দোষ। তাহারা উক্ত দোষযুক্ত মাতাপিতার নিকট হইতে উহার জন্মসূত্রে কিছু কিছু পায়, বাল্যে কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাব-দ্বারা অথবা দূষণীয় সংসর্গে ও উহার কিছু কিছু পায়,—ক্রমে

বয়সের পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে দোষগুলি স্বভাবগত হইয়া পড়ে, * তখন সেগুলি পরিবর্ত্তন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সেইজন্য ভদ্রবংশের মেয়েকে বধূরূপে গৃহে আনিবার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কারণ, ভদ্রঘরের মেয়েরা গুণসম্পন্ন মাতাপিতার নিকট হইতে জন্মসূত্রে নানাগুণের অধিকারিণী ত হয়ই, তদ্ব্যতীত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ-দ্বারা তাহাদের সেই গুণগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে গুণই তাহাদের প্রকৃতিগ হইয়া পড়ে। এই ভদ্রঘরের মেয়েরাই সংসারে বধূরূপে প্রবেশলাভ করিয়া ভাল গৃহিণীর হাতে পড়িয়া এক একজন সদ্‌গৃহিণী হইয়া থাকেন। কিন্তু যদি আবার এইরূপ সৎকুলজাতা সুবিনীতা কন্যা একটী অসৎ-প্রকৃতি গৃহিণীর অধীনে পতিতা হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহিণীর দুষ্টসংসর্গের প্রভাবে তাহার চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহাকে সদ্‌গৃহিণীর মহনীয় পদাধিকার হইতে বঞ্চিতা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। বরং দেখিতে পাওয়া যায় অনেক অসৎ-কুলজাতা অসৎপ্রকৃতি কন্যা বধূরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়া সদ্‌গৃহিণীর সংস্পর্শে নিজের আবাল্যসঞ্চিত দোষনিচয় যথাশক্তি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত গৃহিণীর সদ্‌গুণাবলী একে একে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে বয়সে একজন ভাল গৃহিণী হইয়াও দাঁড়াইতে পারে। এই সকল কারণে বুঝা যাইতেছে, সদ্‌গৃহিণী কিরূপ সংসারের হিতকারিণী। আর সংসারকে সদ্‌গৃহিণী-দ্বারা বিভূষিত রাখিতে হইলে বিধিসঙ্গতরূপে ভদ্রঘরে বিবাহ করাই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রমাগত একটা সদ্বধূ ও সদ্‌গৃহিণীর ধারা বর্ত্তমান থাকিয়া সংসারকে অনুক্ষণ নির্দ্দোষ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখে।

পূর্ব্বে গৃহিণীর যে সকল দোষ থাকিলে সংসারে নানারূপ অশান্তি হইতে পারে, তাহার কতকটা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। একেবারে সমস্ত দোষের সেইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সেইজন্য তাহা হইতে বিরত হইয়া মোটামুটি এই বলি যে, গৃহিণীর লোভপ্রবণতা ও ভোজনপ্রিয়তা থাকিলে গৃহিণীর আত্মতৃপ্তির খাতিরে অপর সকলের তৃপ্তিলাভ ঘটিয়া উঠে না। তাহার ফল সংসারের অশান্তিকর অসন্তোষ। গৃহিণীর বিদ্বেষিতা বা খলতা ও কলহপ্রিয়তা থাকিলে, তাঁহার নিজের গর্ভপ্রসূত পুত্রদিগকে বাদ দিলেও পুত্রবধূদিগের সহিত মনোমালিন্য ও কলহ অবশ্যম্ভাবী। তাহাতেও সংসারে অশান্তি সুনিশ্চিত। আবার এই দুইটী দোষ কেবল নিজ সংসারেই অন্তর্লীন নহে ;—পল্লীস্থ অপর সংসারেও প্রসারিত হইয়া সংসারে সংসারে বিবাদ লাগাইয়া ঘোরতর অসুখের কারণ হইয়া থাকে। পরনিন্দাপরায়ণতা, ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতাতেও উক্তরূপ কুফল ঘটিয়া থাকে। একলতানিষ্ঠা থাকিলে গৃহিণী নিজেই সংসারের অপর কাহারও সহিত মিশিতে চাহেন না, সুতরাং অপর সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ফলে, সংসারে অশান্তি উৎপন্ন হইতে পারে। নির্দ্দয়তা ও ক্রোধশীলতা থাকিলে তিনি সংসারের কাহারও প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন না, কাজেকাজেই সকলে

---

* এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা "কুলবধূ" প্রবন্ধে করা হইয়াছে।　　লেখক।

তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়ায় সংসারে শান্তির অভাব ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গৃহপালিত অবোধ পশুগণ বারংবার তৎকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হওয়ায় সংসার-মধ্যে পুণ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। গৃহিণীর অসন্তোষশীলতা থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই অতৃপ্ত থাকিয়া সংসারে অনবরতই গালিগালাজ, শাপ, অভিমান ও হাহাকার করিতে থাকেন, তাহাতে সংসারে কাহারও চিত্ত সুখ প্রাপ্ত হয় না। গৃহিণীর অপরিচ্ছন্নতা ও আলস্য থাকিলে তাঁহার অনুকরণে সকলেই ক্রমে অপরিচ্ছন্নতা ও আলস্য অবলম্বন করিতে থাকে; অপরিচ্ছন্নতার ফলে সংসার অস্বাস্থ্যের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং একজন না একজন ক্রমাগত রোগপীড়িত থাকায় সংসারে অধিকতর ব্যয় ও অকালমৃত্যু জনিত অশান্তি ঘটিয়া থাকে। আর আলস্যের ফলে সকলেই পরিশ্রমবিহীন হইয়া বিশ্রামলাভে তৎপর হওয়ায়, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য বেতন দিয়া পৃথক্ লোক নিযুক্ত করিতে সংসারে ব্যয়াধিক্যের পরিসীমা থাকে না। গৃহিণীর নির্লজ্জতা ও অধর্ম্মশীলতা থাকিলে অপর স্ত্রীগণ তাঁহার অনুকরণ করায় সংসারে নির্লজ্জতা ও অধর্ম্মশীলতার প্রাবল্য ঘটে, তাহাতে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ অনেক কুফল ঘটিতে পারে। গৃহিণীর গর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা বা 'হাম-বড়ভাব' থাকিলে তিনি নিজের ভাবেই উন্মত্তা থাকিয়া, নিজে যাহা করেন তাহাই ভাল মনে করেন, পরে যাহা করে তাহাতে আদৌ আমল দেন না। এই সকল আত্মম্ভরি-গৃহিণী-দিগের বধূগণ কোন কার্য্যেই ইঁহাদিগের হাসিমুখ না দেখিয়া বা উৎসাহ না পাইয়া ক্রমশঃ সংসারে উদাসীনতা অবলম্বন করে, এবং গৃহিণী ও বধূদিগের মধ্যে মনের খোলসা ভাব না থাকায় সংসারে নিয়তই অশান্তি উৎপন্ন হয়।

এই প্রবন্ধে গৃহিণীদিগের দোষের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। গৃহিণীদিগের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই বটে, কিন্তু এই দোষগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহাদের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, ঐ সমস্ত দোষের বিপরীত ভাবগুলিই এক একটী গুণ। এবং সেই গুণাবলীর উল্লেখ করিলে বলিতে হয়, যে মিতব্যয়িতা, বুদ্ধিমত্তা, অপক্ষপাতিত্ব, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, গুরুত্ব, নিঃস্বার্থতা, সহিষ্ণুতা, নির্লোভতা, দয়ালুতা, মমতাবত্তা, সন্তোষশীলতা, মিষ্টভাষিতা, শান্তিপ্রিয়তা, পরদুঃখকাতরতা, বিনয়, পরিশ্রমশীলতা, নিরভিমানতা, লজ্জা-শীলতা, সামাজিকতা, অতিথেয়তা, এই সকলই গৃহিণীদিগের গুণ। যে সংসারে গৃহিণীর এই সকল গুণ অধিক থাকে, সেই সংসার অধিক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়। গুণবতী গৃহিণী সংসারের শ্রীস্বরূপা, তাঁহার আলোকে সমস্ত সংসার সমুজ্জ্বল থাকে, তাঁহার মাধুর্য্যে সমস্ত সংসার মধুময় থাকে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে সমস্ত সংসার সনাথ থাকে, তাঁহার মহিমায় সমস্ত সংসার গৌরবান্বিত থাকে। বঙ্গের ঘরে ঘরে এই সদ্গৃহিণীর আবির্ভাব হউক্, এই সকল বঙ্গ-কুললক্ষ্মীগণের শান্তিপূর্ণ জীবনে বঙ্গীয় সংসার চিরশান্তিময় হইয়া থাকুক।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গান।

(রাগিণী—খট্)

সবার সঙ্গে সবার মাঝে
তোমারি সঙ্গ লভিব হে ;—
সকল কর্ম্মে নয়নে বচনে
তোমারি সঙ্গে রহিব হে !—
আকাশে আলোকে শিশিরে পবনে
কুসুমে কাননে তারকা-তপনে,
প্রভাতে নিশীথে, নদী·গিরি-বনে
তোমারি মহিমা গাহিব হে !

দুঃখে দৈন্যে   বিপদে ব্যসনে
তোমারি নাম ডাকিব হে।
শান্তি যবে   নামিবে প্রাণে
প্রেমানন্দে থাকিব হে !
কণ্টক-ঘেরা   সংসার-পথে
তব জয়-ধ্বজা বহিব হে ;—
বক্ষ পাতিয়া   ল'ব তব দান,
আনন্দে সব সহিব হে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুজ্যোতিষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতিপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশেষ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা বেদে তাহার বহু উল্লেখ পাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি। ৭।২।

ঋগ্বেদেও উল্লিখিত হইয়াছে, অসুর-তনয় স্বর্ভানু অন্ধকার-দ্বারা যে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, অত্রিকুলোৎপন্ন ঋষিগণ গণনা-দ্বারা তাহা স্থির করিতে পারিতেন। অন্যে পারিতেন না।

যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাঽবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যেঽশক্নুবন্॥

ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ প্রভৃতির বহুস্থানে জ্যোতিষ-বিষয়ক বহু কথা উল্লিখিত আছে। জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম ভগবান্ সূর্য্যের উপাসক একশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এই জ্যোতিষের অনুসন্ধানে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন; তাঁহাদিগকে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ বলা হইত; হিন্দুস্থানে তাঁহাদিগকে জোষীব্রাহ্মণ বলে। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের বংশধরগণ অনেকে জ্যোতিষের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাদের জোষী-উপাধি বিলুপ্ত হয় নাই। বোম্বাই, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে জোষী ব্রাহ্মণগণ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাতেও বিশেষ উন্নত হইয়াছেন।

ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী কালনিরূপণ করিবার জন্য পঞ্চাঙ্গগণনার পদ্ধতিও বহুকাল

হইতে এদেশে চলিতেছে। তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, বার এই পাঁচটী বিষয় প্রধানতঃ থাকে বলিয়া ইহাকে পঞ্চাঙ্গ বলে। বাংলা উড়িষ্যা ও আসাম ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা অদ্যাপি পঞ্চাঙ্গ-নামেই অভিহিত হইতেছে; কিন্তু বাংলা, উড়িষ্যায় ও আসামে ইহাকে পঞ্জিকা বলে। পঞ্চাঙ্গ অর্থে পঞ্জিকা-নাম কোন প্রাচীন অভিধানে দেখা যায় না। অভিধানে পঞ্জিকার অর্থ—যাহাতে পদগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় ভাঙ্গিয়া বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা আছে। "পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা" ইতি হেমচন্দ্রঃ। যেমন কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকা নামে টীকা আয় ব্যয় লিখিবার খাতাকেও পুঞ্জী বা পঞ্জিকা বলা হইত। "পঞ্জী নালিকা আয়ব্যয়-লিখনার্থা চ"-প্রাচীন অভিধানে এইরূপ পঞ্জিকাকার বা পঞ্জীকার অর্থেও জোতির্ব্বিদ্‌কে বুঝায় না; কায়স্থ জাতিকে বুঝায়।

কায়স্থঃ কুটকৃৎ পঞ্জীকারকঃ। ইতি ত্রিকাণ্ড-শেষঃ। কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ ইতি জটাধরঃ।

শুক্রনীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, কায়স্থগণ রাজসরকারে অর্থগণনাকারী ও লেখক ছিলেন। (কায়স্থৌ গণক-লেখকৌ)

এই গণকগণ যে অর্থগণনা করিতেন, তাহাও শুক্রনীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে—

গণকো গণয়েদর্থান্ লিখেন্ন্যায়ঞ্চ লেখকঃ।

অর্থগণনা করিতে হইলে আয়ব্যয় লিখিতে হয়। পূর্ব্বে অভিধানের উক্তি ইহাতে দেখান হইয়াছে। আয়ব্যয় লিখিবার খাতাকে পঞ্জী বলে। সম্ভবতঃ এই জন্যই কায়স্থগণ পঞ্জিকারক বা পঞ্জিকাকার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অর্থগণনাকারী গণক ব্যতীত রাজ-সরকারে জোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণ গণকও থাকিতেন। ব্যাস বলিয়াছেন—

ত্রিস্কন্ধজ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকং।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥

সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও হোরা-নামক তিনটী স্কন্ধে নিপুণ প্রত্যক্ষ (দৃক্‌তুল্য) স্ফুটগণনায় সমর্থ, বেদাদি-জ্ঞান-সম্পন্ন গণককে রাজা গণক নিযুক্ত করিবেন। তিথি, নক্ষত্র যোগ, করণ, বার এই পাচটি অঙ্গ-মধ্যে ধর্ম্মকার্য্যে তিথিরই উপযোগিতা অধিক। রাশিচক্রে চন্দ্র ও সূর্য্য একস্থানে অবস্থিত হইলে অমাবস্যা তিথির অন্ত হয়। এক অমাবস্যান্ত হইলে অপর অমাবস্যান্ত পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তর ৩৬০ অংশ। ইহাতে ৩০ তিথি হয়। ৩৬০ অংশকে ৩০ সমান ভাগ করিলে প্রতি ভাগে ১২ অংশ হয়। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের গতি অধিক। চন্দ্র, সূর্য্য অপেক্ষা ১২ অংশ অধিক গমন করিলে অর্থাৎ রাশিচক্রে সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থিতি-স্থানের অন্তর ১২ অংশ হইলে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, ২৪ অংশ হইলে দ্বিতীয়া ইত্যাদি ক্রমে ১৮০ অংশ বা ৬ রাশি অন্তরে পূর্ণিমা শেষ হয়। তাহার পর আর ১২ অংশ বা ১৯২ অংশ অন্তরে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্, ২৪ বা ২০৪ অংশ অন্তরে দ্বিতীয়া ইত্যাদি ক্রমে (১৮০+১৮০ =৩৬০) ৩৬০ অংশ অন্তরে পুনর্ব্বার চন্দ্র ও সূর্য্যের এক বিন্দুতে অবস্থানে অমাবস্যার অন্ত হইয়া থাকে। যেমন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা-মতে ১৩২৬ সালের ১৪ই আশ্বিন বুধবার সূর্য্যোদয় কালে

চন্দ্রস্ফুট— ৮।০।২৩।২৭
রবিস্ফুট—৫।১৩।৩৯।১৭
রাশ্যাদি ২।১৬।৪৪।১০

৩০ অংশে ১ রাশি হয়; সুতরাং ইহাতে অংশাদি ৭৬।৪৪।১০; ১২ অংশে ১ তিথি হয়; এজন্য বুঝা যাইতে (৬×১২=৭২) শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি গত হইয়া সপ্তমী তিথি চলিতেছে। সপ্তমী কতদণ্ড আছে জানিতে হইলে ৭×১২ =৮৪ অংশ হইতে ৭৬।৪৪।১০ বিয়োগ করিয়া ৭।১৫।৫০ বাকী থাকে; ইহাকে তিথির ভোগ্য বলে।

১৫ই আশ্বিন এইরূপ চন্দ্রসূর্য্যের স্ফুটের অন্তর ২।২৭।৫৬।২৭। ইহা হইতে পূর্ব্বদিনের স্ফুটান্তর ২।১৬।৪৪।১০ বিয়োগ করিলে, ইহার নাম চন্দ্রসূর্য্যের গত্যন্তর।

অংশাদি ১১।১২।১৭ থাকে।

তিথির ভোগ্য অংশাদি ৭।১৫।৫০; ইহাতে ৪৩৬ কলা।

গত্যন্তর অংশাদি ১১।১২।১৭; ইহাতে ৬৭২কলা

৬৭২ কলা ভোগ করিতে যদি ৬০ দণ্ড সময় লাগে, তবে ৪৩৬ কলায় কত? এই অনুপাতে $\frac{৪৩৬ \times ৬০}{৬৭২}$ অর্থাৎ

ইহাতে ৩৮ দণ্ড ৫৬ পল হয়। ইহাই গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার স্ফুটানুসারে তিথির মান। প্রাত্যহিক চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটানুসারে তিথিগণনা বহুপরিশ্রমসাধ্য এজন্য পঞ্জিকাকারগণ মধ্যম গত্যন্তর অনুসারে প্রস্তুত সারণী (Table) দ্বারা প্রতিদিনের তিথি-নক্ষত্রাদির গণনা করেন্। ইহা অতিস্থূল, এজন্য ঐদিনে গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকায় লিখিত সপ্তমীর মানদণ্ডাদি—৩৯।১৩।৫২। বাস্তবিক পক্ষে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি প্রায় সবই অশুদ্ধ। একমাত্র 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' ব্যতীত বঙ্গদেশে শুদ্ধ পঞ্জিকা একখানাও নাই। নানা কারণে গ্রহদিগের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, এজন্য যথার্থগতি-নিশ্চয়ের জন্য ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নানাপ্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন; পূর্ব্ব গ্রন্থের লিখিত গতি হইতে ভিন্নগতি বুঝিতে পারিলে তাৎকালিক নির্ণীত গতি-অনুযায়ী নূতন গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া তিথ্যাদি গণনা করিতেন।

হিন্দুরাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে-সকল প্রথা লোপ পাইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা কাশী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের মানমন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ঐসকল মানমন্দিরগুলি বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির ঐতিহাসিক সাক্ষিস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। তাহাতে গ্রহ-বেধাদি কিছুই হয় না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বরোদার মহারাজ বাহাদুরের ব্যয়ে বোম্বাই নগরীতে পঞ্জিকা-সংস্কার জন্য যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের বঙ্গদেশ হইতেও নয় জন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত গিয়াছিলেন। ১০ দিন পর্য্যন্ত নানাপ্রকার যন্ত্রাদির সাহায্যে গ্রহ-পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সভায় উপস্থিত সকল পণ্ডিতগণই একবাক্যে পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি নানাস্থানে সভার মতানুসারে পঞ্জিকাও প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর দেশে ভেজাল-দেওয়া তৈল ঘৃত প্রভৃতির ন্যায় ভেজাল দেওয়া পঞ্জিকা অবাধে চলিতেছে। ইহার তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি, যাহা সহজে লোকে বুঝিতে পারিবে না, তাহা প্রাচীন মতের। গ্রহণাদি, যাহা লোকে সহজে বুঝিতে পারে,

তাহা ইউরোপ হইতে আমদানী করা নাবিক পঞ্জিকা হইতে গণিত হইতেছে। জানি না, কতকালে পরমকারুণিক মঙ্গলময় ভগবান্ অভ্যাসবশতঃ পরিচালিত বাঙ্গালী জাতিকে হৃদয়ের বল প্রদান করিয়া সদ্-অসৎ-বিবেচনা-পূর্ব্বক সৎপথে চলিবার শক্তি দিবেন।

নক্ষত্র

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ। ইহাকে ২৭ ভাগ করিলে প্রতি ১৩ অংশ, ২০ কলায় অর্থাৎ ৮০০ কলায় এক এক নক্ষত্র হয়। মেষাদি বিন্দু বা অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদি বিন্দু হইতে কোন গ্রহের রাশ্যাদি-দূরত্বকে সেই গ্রহের স্ফুট বা অবস্থিতি-বিন্দু বলে। যেমন উপরি উক্ত তিথির উদাহরণে ১৪ই আশ্বিন চন্দ্রস্ফুট—৮।০।২৩।২৭; ইহাতে ১৪৪২৩ কলা। প্রতি ৮০০ কলায় এক নক্ষত্র। এজন্য ৮০০ দ্বারা ইহাকে ভাগ করিলে ১৮ সংখ্যক জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র অতীত হইয়া ১৯ সংখ্যক মূলা নক্ষত্র চলিতেছে, জানা গেল। কত সময় মূলা নক্ষত্র আছে, তাহা জানিতে হইলে ১৪৪২৩÷৮০০=১৮ ভাগফল; ভাগশেষ ২৩ থাকে। এই যে ভাগশেষ ২৩, ইহার নাম নক্ষত্রের ভুক্ত-কলা। ৮০০ কলা হইতে ২৩ বিয়োগ করিলে শেষ ৭৭৭ কলা; ইহার নাম নক্ষত্রের ভোগ্য। ১৫ই আশ্বিন চন্দ্রস্ফুট—৮।১২।৩৪।৫২। ১৪ই আশ্বিন চন্দ্রস্ফুট—৮।০।২৩।২৭। উভয়ের অন্তর একদিনে চন্দ্রগতি অংশাদি ১২।১১।২৫; ইহাতে ৭৩১ কলা। একদিনের গতি ৭৩১ কলা অপেক্ষা নক্ষত্রের ভোগ্য ৭৭৭ কলা অধিক হওয়ায়, বুঝা যাইতেছে যে ১৪ই আশ্বিন নক্ষত্র ৬০ দণ্ড ছিল, এবং পরদিনও কিছুকাল আছে। নক্ষত্রের ভোগ্য ৭৭৭ হইতে ১৪ই আশ্বিনের চন্দ্রগতি ৭৩১ কলা বিয়োগ করিলে ৪৬ কলা শেষ থাকে। ১৫ই আশ্বিন ও ১৬ই আশ্বিনের চন্দ্রস্ফুটের অন্তরে ১৫ই আশ্বিন চন্দ্রগতি ৭৪১ কলা। যদি ৭৪১ কলায় ৬০ দণ্ড, তবে ৪৬ কলায় কত?—এই অনুপাতে ১৫ই আশ্বিন নক্ষত্রের স্থিতি-কাল-দণ্ডাদি ৩।৪৪। ইহাও অনেক প্রচলিত পঞ্জিকায় লিখিত নক্ষত্রের মান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ তিথির স্থিতিকালের পার্থক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

আমার কাহিনী।

১

"দেখ, ছেলেটাকে বিলেতে পাঠাবে ঠিক কর্‌ছ, কিন্তু আমার মতে সুরেন্দ্রের বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাও। কি জানি, যদি সে-দেশে গিয়ে ও বিগ্‌ড়ে যায়, বা মেম বিয়ে করে আসে!"

"হ্যাঁ আমারও সেই রকম ইচ্ছা, আমিও ক'দিন ধরে তাইই ভাব্‌ছি। ভাল, তুমি হিমাংশুবাবুর মেয়েটীকে দেখেছ?"

"হ্যা তাকে ত খুব ভাল রকমই জানি। সে মেয়ে হলে ত খুব ভালই হয়! কিন্তু তারা যদি শোনে যে ছেলে বিয়ে করে,

বিলেত যাবে, তা'হলে ত মোটেই বে দেবে না।"

"আচ্ছা ছেলেকে যে বিলেত পাঠাব, সে কথা এখন ব্যক্ত করা হবে না। আমি আজই হিমাংশুর বন্ধুকে লিখে ঠিক্ ঠাক্ কর্‌ছি।"

দ্বিতলের একটী কক্ষে মাতৃদেবী ও পিতাঠাকুরের মধ্যে যখন ঐ সকল কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন আমি পার্শ্বের কক্ষ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহা শুনিতেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, অচিরাৎ সত্য সত্যই এক শুভদিনে হিমাংশুবাবুর তনয়া শ্রীমতী সুরুচির সহিত আমি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গেলাম। বিবাহ কিরূপ হইল তাহা আর এস্থলে বর্ণনা করিব না; কারণ, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিবাহ করিয়াছেন, অথবা দেখিয়াছেন। আমার বিবাহ এমন যে কিছু একটা নূতনত্ববিশিষ্ট তাহাও নহে। তবে মোট কথা, ষোড়শীকে দেখিয়া মনে হইল, মন যেন তাহার অস্ফুট অব্যক্ত রেখাটীকে মূর্ত্ত ও সম্পূর্ণ ব্যক্ত-রূপে পাইয়াছে।

বিবাহের পর পাঁচ মাস পূর্ণ না হইতেই আমার বিলাত যাইবার দিন ধার্য্য হইল। আমার স্ত্রী বিবাহের ৭ দিবস পরেই পিতৃগৃহে চলিয়া যায়। সুতরাং, যে-দিন বিলাত যাইবার জন্য রওনা হইব, তাহার পূর্ব্ব দুই দিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া থাকিলাম। শ্বশ্রূমাতা অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "কেন, বাবা, বিলাতে যাবে? ঘরের ছেলে ঘরেই থাক, দেশে লেখা-পড়া শিক্ষা কর, দেশের শিক্ষার গুণেই বড় চাকরী জুট্‌বে। এই ত হাইকোর্টের জজ আশুবাবু, উনি ত বিলাত না গিয়ে দেখ কত বিদ্বান্ হয়েছেন; আরো দেখ, স্যার গুরুদাসও লেখা পড়ায় কম ছিলেন না; তাঁর মাতৃভক্তির কথা শুন্‌লে অবাক্ হতে হবে। এঁদের ত কারুরও বাবা, বিলাতে শিক্ষা সাঙ্গ কর্‌বার জন্য যাওয়ার দরকার হ'ল না। আমার কথা শোন, তুমিও যেও না। আমি ত বেয়ান-ঠাকুরুনকে কোন মতে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলাম না। এখন যদি তুমি বাবা, ওঁদের 'যাব না' এ কথা বল, তা হ'লে ওঁরা তোমাকে জোর করে কখন পাঠাবার ইচ্ছা কর্‌বেন না।"

"মা আপনি যা বল্‌ছেন্ তা সব বুঝি, কিন্তু ছেলেবেলায় যখন ভূগোল পড়্‌তাম, তখন থেকে আমার মনের মধ্যে বিলাত দেখ্‌বার প্রবল ইচ্ছা জন্মেছে, সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ কর্‌তে আপনি বাধা দেবেন না। আর আজ-কাল ত ঘরে ঘরে বিলাত-ফের্ত্তা রয়েছে। আপনি ভয় পাবেন না, আমি ঠিক্ তিন বৎসর পরেই ফির্‌বো।"

"তা বাবা নিতান্ত যাবে যাও, আমার সুরুচিকে ভুলো না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বিদ্যায় বিভূষিত হয়ে সুস্থ দেহে দেশে ফিরে এস। সুরুচি ও আমরা তোমার প্রত্যাশায় থাকব।"

শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিবার সময় সুরুচির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার একখানি ফটো চাহিয়া লইলাম। বিদায়ের সময় দেখি সুরুচির দুই চক্ষু দিয়া অজস্র বারিধারা বর্ষিত হইতেছে। সে ভূমিস্পর্শ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল; অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আমাকে বলিল—

প্রত্যেক মেলে আমাকে চিঠি লিখ।" আমারও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, "আমি নিশ্চয়ই চিঠি দিব," এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

(২)

নির্দ্দিষ্ট দিনে আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া S. S. Golconda জাহাজে আমি লণ্ডন-যাত্রা করিলাম। ব্যারিষ্টারী-পরীক্ষা দিবার জন্য এই "সাত-সমুদ্র তের নদী" পার হইতে চলিয়াছি। আমাদের জাহাজে বঙ্গ-বাসীদের মধ্যে আমি ও আমার এক নূতন বন্ধু, মিঃ মুখার্জি। মুখার্জি civil service পরীক্ষা দিবার জন্য যাইতেছে। আমরা উভয়ে একই cabinএ থাকিতাম। মুখার্জিকে আমার খুব ভাল লাগিত। সে কিন্তু এখনও দার-পরিগ্রহ করে নাই। কাজেই, তাহাকে আর স্ত্রীর চিন্তা করিতে হইত না। জাহাজে যে কয়দিন ছিলাম, এমন দিন যায় নাই, যে-দিন না সুরুচির চিন্তা করিয়াছি। একদিন প্রত্যূষে আমি স্ব-ইচ্ছায় সুরুচির ফটোখানি বাহির করিয়া মুখার্জিকে ক্যাবিনের মধ্যে দেখাইলাম। মুখার্জি দেখিয়া বলিল—"ইংরাজেরা যে গঠন দেখে মেয়ে পছন্দ করেন, তা তোর স্ত্রীতে আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এখনও ত ভাই, বিলাতে পদার্পণ কর নি। এর মধ্যেই তোমার তা'দের সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের জ্ঞান হয়েছে! ঠাট্টার আর প্রয়োজন নাই। একটা গান শোন।"

এই বলিয়া আমি গান গাহিতে লাগিলাম। কত-সাহেব মেম আমার গান শুনিতে পাইয়া আমাদের ক্যাবিনের পার্শ্বে আসিয়া বাদ্য করিতে করিতে ডেকের উপর পাদচারণা করিতে লাগিল। মুখার্জি বলিল—"গানের যে-ভা'ব, ঐ রকম কোন দিন তোর ঘটেছিল না কি?" তদুত্তরে আমি বলিলাম—"হাঁ, ভাই, শেষ যে দিন রাত্রিটা শ্বশুর-বাড়ীতে কাটিয়ে আসি, সে-দিন গল্প করতে করতে রাত্রিশেষে আমার স্ত্রীর তন্দ্রা আসে, শয্যা হইতে উঠিতে তাহার বিলম্ব হয়—"

মুখার্জি মন্তব্য প্রকাশ করিল,—"যা হ'ক, তোর জীবনটাই ঔপন্যাসিকের।"

ইহার পর আমরাও Sleeping Suit (নিদ্রাকালীন পরিচ্ছদ) ত্যাগ করিয়া নূতন পরিচ্ছদে দেহ শোভিত করিয়া ডেকের উপর পাদচারণা করিতে যাইলাম।

* * * *

কয়েকদিন পরে আমাদের জাহাজ Marseillesতে আসিল। কত যাত্রী এখানে নামিয়া গেল! কাহার কাহার নামে চিঠিও সব আসিল। ভাগ্যক্রমে আমার নামেও দুইখানি চিঠি ছিল। একখানির খামে পশ্চাদ্দিকে "৭৪॥" লেখা রহিয়াছে। চিঠি পাইয়া বুঝিলাম তাহা কাহার পত্র। আর একখানি পত্র বাবার নিকট হইতে আসিতেছিল। পাঠক-পাঠিকা-গণ হয় ত অবাক্ হইতেছেন যে, চলতি জাহাজ বন্দরে আসিলে, কি করিয়া চিঠী পাওয়া যায়! জাহাজ-কোম্পানির এজেন্টের কেয়ারে চিঠি পাঠাইলে, ও কোন্ জাহাজের আরোহী তাহা লেখা থাকিলে, জাহাজ বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইলে, কোম্পানির এজেন্ট জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট চিঠি বিলি করিবার জন্য চিঠিগুলি পাঠাইয়া দেন। যাহা হউক, সুরুচির চিঠি পাইয়া আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাহার পত্র—

প্রিয়তমেষু,

তুমি এখন কতদূরে—অগাধ জলধিমাঝে গিয়ে পড়েছ! তুমি কত নূতন দৃশ্য দেখ্‌ছ, কত নূতন বন্ধু তোমার জুটেছে,—আমার চিন্তা কর্‌বার তোমার, বোধ হয়, অবসরও হয় না! আর আমি (সত্য বলব কি?) কি জীবন কাটাচ্ছি! আমি প্রত্যহ ঘুম হইতে উঠিয়া তোমার ছবির পানে আগে তাকাই, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করি। তুমি লণ্ডনেতে পৌছাইয়া cabllegram করিবে, তাহা না হইলে বাবা ও মা, তাঁদের চেয়ে বোধ হয়, আমি বেশী চিন্তিত থাকিব। তুমি আমার প্রণাম ও—লও। তোমারই

সুরুচি।"

সুরুচিকে Marseilles হইতে একটি Souvenir পোষ্টকার্ডে দুইছত্র লিখিয়া পত্রের উত্তর দিলাম। বাবারও চিঠির উত্তর দেওয়া হইল।

(৩)

Royal Albert dockএতে আসিয়া আমাদের জাহাজ থমিল। মিঃ বসু আমাদের লইতে আসিয়াছিলেন। লণ্ডনের যে স্থানে আমাদের যাইতে হইবে, সে-স্থান এখান হইতে ১২ মাইল দূরে। আমি ও মুখার্জি আমাদের ভারী জিনিষগুলি টমাস্ কুকের লোকের নিকট রাখিয়া হাণ্ডব্যাগ লইয়া Silvertown ষ্টেশন অবধি হাঁটিয়া আসিলাম; সেখানে হইতে রেলগাড়ীতে করিয়া Fenchurch Street ষ্টেশনে আসিলাম। আবার সেখান খানিকটা হাঁটিয়া খানিকদূর underground রেলেতে করিয়া, আবার খানিকটা motor busতে যাইয়া Bayswater,—লণ্ডনের পশ্চিম ভাগে আসিয়া পৌছিলাম। আমার জন্য মিঃ বসু —নং Artesian Roadএ থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার বন্ধু মিঃ মুখার্জ্জি শুধু সে রাত্রিটা আমার নিকট থাকিয়া তাহার পরদিন Cambridgeএ চলিয়া গেল। আমি লণ্ডনে পৌছিয়াই পৌছান-সংবাদটা বাবার নিকট cablegram করি। আমার পৌছানার চারিদিন পরে বিলাতের ডাক লণ্ডন হইতে যাইবে জানিয়া যে-দিন mailday, সে-দিন সুরুচিকে নিম্নলিখিত পত্র লিখি।—

—নং Artesian Road,
Bayswater,
London, W,

প্রাণের সুরুচি!

আজ ৫দিন হইল আমি লণ্ডনে আসিয়া পৌছিয়াছি। জাহাজে থাকিতে Bay of Bengal ও Bay of Biscayতে দু'দিন আমার বমি হইয়াছিল। মোটের উপর সমুদ্র-যাত্রা বেশ সুখকরই হইয়াছিল। যে-দিন Royal Albert Dockএতে নামি,—অনেকদিন ডাঙ্গায় চলাফেরার অভ্যাস না থাকায়, সেদিন লণ্ডনে হাঁটিতে গা ও পা যেন টলিতে লাগিল। আমি যে বাড়ীতে আছি, সে-বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর নাম Mrs. Robinson। দ্বিতলের একটী কক্ষ আমার drawing-room ও তাহার পার্শ্বেই আর একটী কক্ষ, সেটী আমার শুইবার ঘর। যে-দিন এ বাড়ীতে আসিয়া পৌছি, সে-দিন রাত্রি ৮টার সময় আমি খাইতে পাই। অনেক দিন জাহাজে থাকিয়া ভাল রকম না খাইতে পাইয়া ভাবিলাম, ডাঙ্গায় আসিয়া ভাল খাইতে পাইব। ও মা! আমার খাওয়ার কথা শুনিলে তুমি হাসিবে। কতকগুলি

বাঁধা কপির সিদ্ধ পাতা, সিদ্ধ আলু!—সে আলুর খোসা পর্য্যন্ত ছাড়ান হয় নাই। কয়েক টুক্‌রা পাঁউরুটি, মাখম, চা, পুডিং, আর সেই "অখাদ্য" যা'র নাম তোমার কাছে করিব না। গোলমরিচের গুড়ো, নুন প্রভৃতিও টেবিলের উপর দেওয়া হইল। তা ছাড়া কাঁটা, চামচে, ছুরি ও মুখ মুছিবার জন্য গাম্‌ছা ত আছেই। টেবিলে পরিবেশন করিতেছেন কে জান? একটি ইংরাজ চাকরাণী। তাহারও পায়ে মোজা ও জুতা। সে চাকরাণীর নাম লুই। যতক্ষণ আমাদের খাওয়া না হইতেছিল, ততক্ষণ অবধি সে সেই ঘরেই ছিল। সে কাছে থাকিতেই অনিচ্ছায় ছুরি, কাঁটা-চামচের সাহায্যে খাইতে হইতেছিল। শুন্‌রে কি রকম করিয়া ছুরি ও কাঁটা চালাইতে-ছিলাম? বাঁ হাতে কাঁটা দিয়া আলুকে চিরিলাম, ডান হাতের ছুরির সাহায্যে আলুর খোসা ছাড়াইলাম, তারপর আলুর গায়ে মাখন লাগাইয়া গোলমরিচের গুড়ো ও নুন মাখাইয়া আলু খাইতে লাগিলাম। এক একবার মনে করিলাম, যদি চাকরাণীটী ঘর থেকে চলে যায়, তা হলে এখুনি ছুরি ও কাঁটা ফেলে দিয়ে, হাতে করে আলুভাতে যেমন করিয়া চট্‌কায়, তেমনি করে চট্‌কে খাই।—কিন্তু সে চলিয়াও গেল না, আর তাকে চলিয়া যেতে বলিতেও পার্‌লাম না। কারণ, তাহা এটিকেটের বা ভদ্রাচারের বিরুদ্ধে। এই রকম খাওয়ায় আমাদের অভ্যস্ত হইতে হইতেছে। দেশে ফিরিলে তোমাকেও কাঁটা-চামচে খাওয়ান শিখাইব। —শিখিবে ত?

এ-দেশের মেয়েরা খুব পরিশ্রমী। তাদের রাস্তার হাঁটা দেখ্‌লে মনে হয়, যেন তারা হাঁটে না,—ছোটে। তারা খুব মিষ্টভাষী, আর কথায় কথায় আমাদের নিকট হইতে thanks (অর্থাৎ ধন্যবাদ) আদায় করে। আমার যে চাক্‌রাণী সে আমার বিছানা পরিষ্কার করে, জুতা পর্য্যন্ত পলিস্ করে দেয়; প্রাতে এসে মুখ ধুইবার জন্য গরম জলও দিয়ে যায়। তাকে কিছু না বল্‌বার পূর্ব্বেই সে সব ঠিক্‌ঠাক করে রাখে। চাকরাণীকেও "গুড-মর্ণিং" বল্‌তে হয়।

এ-দেশের মেয়েরা যার তার সঙ্গে হাসি তামাশা করে; চুম্বন করে; কিন্তু এতেও যে সতীত্ব ধর্ম্ম কি করে তারা রক্ষা করে, তাই আশ্চর্য্য। এদের স্বাধীনতা অদ্ভুত, একলা tubeতে busতে, দোকানেতে যায়। এমন স্থান নাই যেখানে এরা একলা না যেতে পারে। এরা তোমাদের মতন নয় যে, কোন না কোন কাউকে সঙ্গে না নিলে পথে ঘাটে বেড়ান দাঃ হয়। এরাও লেখাপড়া জানে। তুমিও ইংরাজি বইগুলি পড়িতে থাকিবে। ইহাদের আত্ম-নির্ভর-জ্ঞান আছে। আর তোমরা পরপ্রত্যাশী।

তুমি হয়ত মনে মনে ভাবতেছ যে, আমি এদেশের মেয়েদের এত প্রশংসা কর্‌ছি, তবে বুঝি, এদের দেখে তোমাকে ভুল্‌ব? সুরুচি! তা কখন নয়, তা জেন।

তুমি কেমন আছ? বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? শ্বশুর-মহাশয় ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে।

ভাল আছি—ভাল চাই,
এখন তবে গুড্‌ বাই!

তোমারই
'সু'—

* * *

—Innএ আসিয়া প্রায় সকল ভারতীয় ছাত্রদের সহিত আলাপ হইয়াছে। প্রাতে ও বৈকালে lecture attend করি, সন্ধ্যার পর কোন দিন cinematograph, কোন দিন বা লণ্ডন হিপোড্রমেতে যাই। বিলিয়ার্ড খেলিতেও শিখিয়াছি। যে-দিন বড় নির্জ্জনতা বোধ করি, সে-দিন এ বন্ধুর বাড়ী, ও বন্ধুর বাড়ী করিয়া বেড়াই। এইরূপ দেখিতে দেখিতে দুইবৎসর কাটিয়া গেল, কতকগুলি পরীক্ষাতে ভাল রকম উত্তীর্ণ ও হইলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর লণ্ডনের Larden Road দিয়া যাইতেছিলাম, এরূপ সময়ে আমি যে দিকে যাইতেছিলাম, দুইটী যুবতী ঠিক্ সেই দিক্ হইতে আসিতেছিল। তাহাদের সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্বে কখন হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ আমার বাহু ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হেলো! তুমি কি আমাদের সঙ্গে একটু স্ফূর্ত্তিতে সময় কাটাইতে ইচ্ছা কর না?"

আমি বলিলাম, "কি রকম স্ফূর্ত্তি চাও?"

তাহারা বলিল, "আমরা মদ খেতে চাই।"

আমি বলিলাম, "আমি ত জীবনে কখনও মদ খাই নাই! অন্য কোন রকম আমোদ চাও, হ'তে পারে।"

আর একটী যুবতী, যাহার সহিত এতক্ষণ কোনও কথা হয় নাই, সে আমার গণ্ডদেশ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া বলিল—"you are a good boy" (অর্থাৎ আপনি ভাল ছেলে)।" আমি তখন উহাকে "গুড্ নাইট্" করিয়া চলিয়া যাইলাম্। পথে হাটিতে হাটিতে ভাবিতেছিলাম্ যে, এরূপ সুযোগ ছাড়া ভাল হইল না; ব্যাপারটী দেখিলে হইত, ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক্ সেই সময় পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখি, ঐ দুইটী যুবতী আমাকে অনুসরণ করিতেছে। তাহারা দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"ঐ যে ঐখানে, বেশী দূর নহে। চল, ওখানে যাইয়া নাচিয়া, গাহিয়া, মদ খাওয়া যাউক্।" আমি এইবার আর প্রলোভন সাম্‌লাতে না পারিয়া, তাহাদের দুইজনের সহিত তাহাদের নির্দ্দিষ্ট 'Bar'এ যাইলাম্। যখন একটী যুবতী আমাকে লইয়া নৃত্য করে, তখন অপরটী পিয়ানো বাজায়, আবার যখন অপরটীকে লইয়া নাচ করি, তখন সে পিয়ানো বাজায়। আর মধ্যে মধ্যে সুরা-দেবীর চুমুকও চলিতেছিল। ইহার পর উভয়কে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিলাম। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "certainly we had a jolly good time. Hope to see you again. Good night." (অর্থাৎ আমাদের সময়টা বেশ স্ফূর্ত্তিতে, কাটিয়া গেল। আশাকরি তোমাদের সঙ্গে ফের দেখা হবে। শুভ রাত্রি।) সে দিন রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া আসিতে আমার বিলম্ব হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি কেবল ভাবিতেছিলাম —এ কি করিলাম!—কেন মদ খাইলাম! এ নেশা একবার ধরিলে আর যে ছাড়া শক্ত হইবে। হে ভগবান্! তুমি কি করিলে? তুমি সহায় হও, আর যেন কখন এমন কাজ না করি। পরক্ষণেই মনে হইল যে, বিলাতে যখন আসিয়াছি, তখন সব জিনিষ একটু একটু আস্বাদন করিয়া যাওয়া ভাল। এই চিন্তার সহিতই আমার অনুতাপের জ্বালা কমিয়া যাইল।

উক্ত ঘটনার পর হইতে "কুমতি" আমার মধ্যে ঘন ঘন রাজত্ব করিতে লাগিল। প্রায়ই সন্ধ্যার পর ঐ দুই যুবতীর মধ্যে যাহার নাম "লিভিয়া", তাহাকে লইয়া আজ থিয়েটার, কাল cinematograph, কোন দিন Kensington Gardenএ, এইরূপ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম্। আমি যে একজন বিবাহিত যুবক, তাহা তাহাকে কিছুমাত্র জানিতেও দিলাম না। আমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পরস্পর চিঠি লেখাও চলিত। তবে এখানে আমাদের চাতুরী ছিল।—সে চাতুরী এইখানে ভারতীয় বন্ধুগণ আমাকে শেখান্। অর্থাৎ আমি যে সব চিঠি লিভিয়াকে লিখিতাম্, তাহা আর এক জন বাঙ্গালী বন্ধুকে দিয়া লিখাইতাম, অর্থাৎ তাহার হাতের লেখা হইত; এবং ঐ বাঙ্গালী বন্ধুর যে প্রিয় মহিলা বন্ধু ছিল, তাহাকে চিঠি পত্র লিখিবার দরকার হইলে ঐ বাঙ্গালী বন্ধুটী আমাকে দিয়া লিখাইত। কাজেই, ভবিষ্যতে যদি প্রেম-পত্র লইয়া বিপদে পড়ি, লিভিয়ার নিকট যে সব চিঠি আছে, তাহা আমার হাতের লেখা ও আমার স্বাক্ষর নয়, বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিব। সুরুচির চিঠি প্রত্যেক মেলে আসে, তবে পূর্ব্বের ন্যায় যথাসময়ে উত্তর দেওয়া হয় না।

(৪)

চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া সুমতির উপর কুমতির আধিপত্য হওয়াতে, সুরুচিকে আমি তাচ্ছীল্য করিতেছি। আগে সুরুচি-অন্ত আমার প্রাণ ছিল, আজ লিভিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, আজও লিভিয়া-অন্ত প্রাণ, আজ লিভিয়া না হইলে আমার নাচ করা হয় না, আজ সে না হইলে স্বাস্থ্যপান করা হয় না। কি প্রভেদ! না জানি—আর কত কি হইবে! আমার এক বন্ধু মিঃ দত্ত আমাকে সর্ব্বদাই বলিত—"দেখ, ভাই, আর বেশী এগিয়ো না, সামান্য একটা যুবতী রমণীর সঙ্গে এতদূর কেন্? শেষকালে কি কেলেঙ্কারী করিয়া ফেল্‌বে? Final examination সম্মুখে, পাশ করে বাড়ী পালাও, আর ও পথ দিয়ে হেঁটো না।" বন্ধুর উপদেশ বড়ই ভাল লাগিল; শুনিলাম। লিভিয়ার সহিত পরীক্ষার পর দেখা করিব লিখিলাম। ইহার মধ্যে আমার বন্ধু মুখার্জি আসিয়া বলিল—"সে দিন Action busএ লিভিয়া নামে এক মেয়ে আমাকে তোর খবর জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল। আমি তোকে চিনিই না, তাই বল্‌ছিলাম। হ্যাঁ রে, তুই ও মেয়েটার সঙ্গে ভাব কর্‌লি কি করে?........!"

"কেন হে?—তোমারও দৃষ্টি ওর প্রতি পড়্‌ল দেখ্‌ছি।"

"ভয় নাই—কেড়ে নোব না।"

"আমি পিয়ানো বাজাইয়া একটা গান করি, শোন্—

Can't you see I love you,

* * * *

I will be more happy,"

"বেশ—বেশ—এও কি লিভিয়াকে উদ্দেশ্য করে? এ গান শিখ্‌লে কোথা থেকে?"

"সে খোঁজে তোর দরকার কি? তবে যাঁর রূপের প্রশংসা কর্‌ছিলে, তাঁকে শোনাইয়াছি।"

"আচ্ছা, লিভিয়া তোমাকে কি শোনায়েছে ও শেখাতে বাকী রেখেছে?"

"আর ভাই ফাজ্‌লামি করিস্‌ নে, পরীক্ষা হয়ে যাক্‌, তারপর আবার লিভিয়ার ধ্যান করব।"

"তুই আমাকে জাহাজে তোর স্ত্রীর ফটো দেখিয়েছিলি!—এখন বলিস্‌ কি না, পরীক্ষা বাদে লিভিয়াকে ধ্যান কর্‌বি? তবে কি তুই তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবি না কি?—কেন?—তোর স্ত্রী কি অপরাধ কর্‌লে?"

"লিভিয়াকে বিয়ে কর্‌লে ত জেল খাট্‌তে হবে। স্ত্রী অপরাধ কিছুই করেন্‌ নাই, তবে এতদিন বিলাতে থেকে ইংরাজ ভাবাপন্ন হ'য়ে গেছি। আমি চাই আমার স্ত্রী ইংরাজি কথা বল্‌বে, পিয়ানো বাজাবে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশ্‌বে, কাঁটা চাম্‌চে হাতে ধরে খাবে, জুতা পর্‌বে ইত্যাদি।"

"তা বেশ।—এগুলি ত দেশে ফিরে তুমি নিজেই তোমার স্ত্রীকে শিখিয়ে নিতে পার। বলি, স্ত্রীকে নিয়ম মত চিঠি পত্র লিখিস্‌?"

"গত কয়েক মাস ধরে চিঠি লেখা বন্ধ করেছি। অথচ প্রত্যেক মেলে তাহার চিঠি পাই।"

"আমি দেখ্‌ছি লিভিয়া তো'র সর্ব্বনাশ করেছে! তো'র স্ত্রী অমন সরল, সতী সাধ্বী নারী, তাঁর চিঠির উত্তরগুলিও দিস্‌ নি! তোর ও-সব পাগ্‌লামী ছাড়্‌;—আজই তুই তার নামে চিঠি লিখে আমার সাম্‌নে পোষ্ট কর্‌। তা না কর্‌লে আমি তোর সব কথা তোর বাপ্‌কে এখুনি জানাব। আমরা বিয়ে না করে এসে, এ-পর্য্যন্ত কোন মেয়ের প্রেমে পড়ি নি, আর তুই বিয়ে করে এসে লিভিয়াকে ধ্যান কর্‌ছিস্‌? লিভিয়া কি সতী? এদেশের মেয়েদের মধ্যে সতীত্ব বলে কোন জিনিষ আছে না কি? তুই নিশ্চয় পরীক্ষায় ফেল হবি। এই নে stylo, তোর মিসেস্‌কে চিঠি লেখ্‌।"

অনেকদিন পরে সুরুচিকে চিঠি লিখিলাম। মুখার্জি চিঠি স্বহস্তে ডাকে দিয়া Cambridgeএ চলিয়া যাইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

শিক্ষা।

ছেলেদের সাদামাটা টিউনিক্‌ স্যুট্‌।

চারি বৎসর হইতে আট বৎসরের বালকের গায়ের এইরূপ স্যুট্‌ তৈয়ার করিতে হইলে কতটা কাপড়ের প্রয়োজন, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

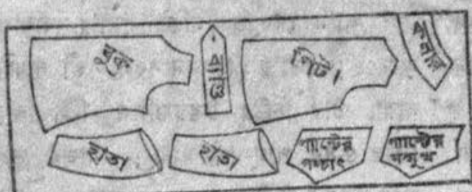
কাপড়ের মাপ।

৪২ ইঞ্চি বহরের কাপড়, চারি বৎসরের একটা বালকের গায়ের "টিউনিক স্যুটে"র জন্য ১½ গজ লাগিবে; চারি বৎসর হইতে ছয় বৎসরের বালকের জন্য ১¾ গজ লাগিবে এবং ছয় বৎসর হইতে আট বৎসরের বালকের জন্য ২ গজ লাগিবে।

কলারটী যদি কেহ অন্য রংয়ের কাপড়ের করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ২৭ ইঞ্চি বহরের ½ গজ কাপড় লাগিবে।

টিউনিক স্যুট্ কাটিবার প্রণালী।

পাট



কাপড়ের পাড়। টিউনিক স্যুট।

টিউনিক স্যুটের কাটের যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহা দেখুন। ৪২ ইঞ্চি বহরের একখণ্ড কাপড় দুইপাট করিয়া লওয়া হইয়াছে। গজের ফিতার দ্বারা মাপ লইয়া চিত্রানুযায়ী আকারে কাপড়ের উপর দাগ দিয়া কোটের বুক, পিঠ, গলার কলার, কোমরের ব্যাণ্ড, হাতা ও প্যান্টের সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগ কাটা হইয়াছে।

গায়ের মাপ লইবার প্রণালী।

একটী হৃষ্টপুষ্ট চারিবৎসরের বালকের গায়ের মাপ নিম্নে দিলাম,—

(সম্মুখের) বুকের কাপড়ের ঝুল—১৮ ইঞ্চি,

(পশ্চাতের) পিঠের কাপড়ের ঝুল—১৮ "

বুকের ছাতির চওড়া – ৮" (একদিকের) ; মোট ১৬ ইঞ্চি

পিঠের চওড়া—১৫ ইঞ্চি।

কাঁধ—৩½ ইঞ্চি।

গলা—১০ (সম্মুখে ৫" পশ্চাতে ৫" ইঞ্চি)

গলার নীচের চওড়া—৯½ ইঞ্চি

হাতের মুখের চওড়া—৬ ইঞ্চি

কোমরের ব্যাণ্ডের লম্বা—২৯ ইঞ্চি

ঐ ব্যাণ্ডের চওড়া—২ ইঞ্চি

কলারের চওড়া—২ ইঞ্চি

(সম্মুখের) প্যান্টের লম্বা—১২½ ইঞ্চি

(পশ্চাতে) ঐ ঐ – ১৪ ইঞ্চি। কোমরের উপর দিকে সম্মুখ হইতে ১½" বেশী লম্বা

প্যান্টের সম্মুখের চওড়া—১৫ ইঞ্চি।

ঐ পশ্চাতের চওড়া—১৫ ইঞ্চি।

ঐ সম্মুখের কোমরের চওড়া—১৩ ইঞ্চি।

ঐ পশ্চাতের কোমরের চওড়া—১২½"।

সেলাইয়ের জন্য সামান্য একটু কাপড় রাখিয়া কাটিতে হয়। এখন এই প্রণালী অনুসারে যে কোনও বালকের গায়ের মাপ গজফিতা-দ্বারা লইয়া, চিত্রে যেমন ভাবে কাপড়ের উপর টুকরাগুলি সাজাইয়া যেরূপ আকারে কাটা হইয়াছে, ঠিক্ সেই ভাবে সেইরূপ আকারে যথেচ্ছ মাপে টুকরা-গুলি কাটিয়া লইয়া, সেলাই করিলেই একটী সুন্দর কোট ও প্যান্ট প্রস্তুত হইয়া যাইবে। তখন ইহার নাম হইবে "টিউনিক-স্যুট্"।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের এডভোকেট জেনারল্—বঙ্গের এডভোকেট জেনারল্ মিঃ গিবনস্ ছুটি লইতেছেন। ইঁহার স্থানে ষ্টাণ্ডিং কাউন্সিল মিঃ এস, আর, দাস মহাশয় অস্থায়িভাবে বঙ্গের এডভোকেট জেনারল্-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 674. October, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৪ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩২৬। অক্টোবর, ১৯১৯। ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

মগ্ন।

(সুর—পূরবী)

দিনের শেষে এ দূর-দেশে
কাহার কথা ভাবি হায়!
অজানা কা'র মধুর স্মৃতি
ভরে' আসে আঁখিয়ায়!
কে যেন গো নিবিড় সুরে
আমায় ডাকে নীল সুদূরে!
কোন্ বিরহী কুসুম-সাজে
আমার আশা-পথ চায়!
সমীর, মরি, মৃদুল তানে
কাহার গোপন ব্যথা আনে!
কা'র বিরহ-বিধুর নিশ্বাস
মোর ললাটে মূরছায়!
হেথায় ওগো! হেথায় আমি!
ঘনিয়ে তোল স্বপন-যামি!
পূর্ণ কর, হে সুন্দর,
তোমার ভাবে এ হিয়ায়।

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অষ্টাবক্র-গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিলসন্তি মহাভোগৈর্বিশন্তি গিরিগহ্বরান্।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবুদ্ধয়ঃ ॥৫৩॥

যে-সকল জ্ঞানীর কল্পনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং আসক্তি দূর হইয়াছে ও বুদ্ধি অধ্যবসায়-রহিত হইয়াছে (অর্থাৎ যাঁহাদের অন্তঃকরণ—মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি—শান্ত হইয়াছে), তাঁহারা মহাভোগবিলাসেই রত হউন্ অথবা গিরিগহ্বরেই প্রবেশ করুন্, কিছুতেই বদ্ধ হন্ না।৫৩।

শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থমঙ্গনাং ভূপতিংপ্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য ধীরস্য না কাপি হৃদি বাসনা॥৫৪॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, দেবতা ও তীর্থের পূজা করিয়া এবং সুন্দরী স্ত্রী, রাজা এবং প্রিয় পুত্রাদি দেখিয়া জ্ঞানীর হৃদয়ে কোন বাসনা উৎপন্ন হয় না।৫৪।

ভৃত্যৈঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ দৌহিত্রৈশ্চাপি
গোত্রজৈঃ।
বিহস্য ধিক্কৃতো যোগী ন যাতি বিকৃতিং মনাক্
॥৫৫॥

সেবক, পুত্র, স্ত্রী, দৌহিত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ যদি যোগীর উপহাস করে অথবা তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করে, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধ হন্ না ; (কারণ, তাঁহার সমস্ত মোহ দূরীভূত হইয়াছে।৫৫।

সন্তুষ্টোঽপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোঽপি ন চ খিদ্যতে।
তস্যাশ্চর্য্যদশাং তাং তাং তাদৃশা এব জানতে
॥৫৬॥

জ্ঞানী লোকদৃষ্টিতে সন্তোষযুক্ত প্রতীয়মান হইলেও সন্তোষযুক্ত হন্ না এবং লোকদৃষ্টিতে খেদযুক্ত প্রতীয়মান হইলেও খেদযুক্ত হন্ না। জ্ঞানীর সেই সেই আশ্চর্য্যদশা জ্ঞানীরাই বুঝিতে পারেন ; অন্যেরা পারে না॥৫৬॥

কর্ত্তব্যতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
শূন্যাকারা নিরাকারা নির্ব্বিকারা নিরাময়াঃ॥৫৭

আমার 'ইহা কর্ত্তব্য', 'ইহা দ্রষ্টব্য' ইত্যাকার সঙ্কল্পই সংসারবন্ধন। (তাহা প্রলয়ের পরেও থাকে, এজন্য সাধারণতঃ জীবের কখনও মুক্তি হয় না।) কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐরূপ কোন কর্ত্তব্য দেখেন্ না। (এজন্য তাঁহারা নিত্য মুক্ত)! তাঁহাদের দৃষ্টি শূন্যাকার—তাঁহারা সর্ব্বত্রই আত্মদৃষ্টি করেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট সমস্তই নিরাকার ও নির্ব্বিকার; তাঁহারা কখনও কোন সঙ্কল্প করেন্ না, এজন্য কখনও দুঃখ অনুভব করেন্ না।৫৭

অকুর্বন্নপি সংক্ষোভাদ্ব্যগ্রঃ সর্বত্রমূঢ়ধীঃ।
কুর্বন্নপি তু কৃত্যানি কুশলো হি নিরাকুলঃ॥৫৮॥

অজ্ঞানী পুরুষ সর্বত্র সঙ্কল্প করেন, এজন্য তিনি বস্তুতঃ কোন কার্য্য না করিলেও নানাবিধ সঙ্কল্পের জন্য সর্বদাই ব্যগ্র থাকেন্। আর জ্ঞানী পুরুষ নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করিলেও সঙ্কল্প-বিকল্প-হীনতাবশতঃ কখনও ব্যগ্র হন্ না ; সর্বদাই অব্যাকুল চিত্তে বর্ত্তমান থাকেন।
।৫৮।

সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়াতি যাতি চ।
সুখং বক্তি সুখং ভুংক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ
॥৫৯॥

(সঙ্কল্প-বিকল্প-হীনতাবশতঃ) প্রশান্তবুদ্ধি, অব্যাকুলচিত্ত, জ্ঞানী পুরুষ মায়াময় অতএব

অসার ব্যাবহারিক জগতেও সুখেই উপবেশন করেন্, সুখেই শয়ন করেন, সুখেই গমনাগমন করেন্, সুখেই বাক্যোচ্চারণ করেন্ এবং সুখেই সকল ভোগ অনুভব করেন্ ।৫৯।

স্বভাবাদ্ যস্য নৈবার্তিলোকবদ্ব্যবহারিণঃ ।
মহাহ্রদ ইবাক্ষোভ্যো গতক্লেশঃ স শোভতে ॥৬০॥

প্রারব্ধ-কর্ম্মবশতঃ সাংসারিক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিতেছেন কিন্তু তাহাতে সংসারী লোকের ন্যায়, কাতরতা অনুভব করেন না, এরূপ বিগতক্লেশ জ্ঞানী ব্যক্তি অচঞ্চল মহা-হ্রদের ন্যায় শোভমান হন্ ।৬০।

নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরূপজায়তে ।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী ॥৬১॥

অভিমানাদি-দ্বারা আচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তির বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম-রূপ নিবৃত্তিও কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ প্রবৃত্তির ন্যায় বন্ধনের কারণ হয়; আর অভিমানাদি-শূন্য জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির ন্যায় সংসার-বন্ধনে অসমর্থ হয় ।৬১।

পরিগ্রহেষু বৈরাগ্যং প্রায়ো মূঢ়স্য দৃশ্যতে ।
দেহে বিগলিতাশস্য ক্ব রাগঃ ক্ব বিরাগতা ॥৬২॥

যে মূর্খ ও দেহাভিমানী পুরুষ, সেই ব্যক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষায় ধন-ধান্য, গৃহ, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিগ্রহ ত্যাগ করে। আর দেহাভিমান দূর হইয়াছে, এরূপ জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়ে অনুরাগই বা কিরূপে হইতে পারে, বৈরাগ্যই বা কিরূপে হইতে পারে? (অর্থাৎ তাঁহার অনুরাগ বা বৈরাগ্যে, কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ।৬২।

ভাবনাভাবনাসক্তা দৃষ্টির্মূঢ়স্য সর্ব্বদা ।
ভাব্যভাবনয়া সা তু স্বস্থস্যাদৃষ্টরূপিণী ॥৬৩॥

মূর্খ দেহাভিমানী পুরুষের দৃষ্টি সর্ব্বদা সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা অনুরঞ্জিত ; আর আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত জ্ঞানীর দৃষ্টি যদ্যপি সঙ্কল্প-বিকল্প-যুক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তথাপি সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইতে পারে না। (কারণ, জ্ঞানী অহঙ্কারাদির বশবর্ত্তী নহেন্ ।) ।৬৩।

সর্বারম্ভেষু নিষ্কামো যশ্চরেদ্ বালবন্মুনিঃ ।
ন লেপস্তস্য শুদ্ধস্য ক্রিয়মাণেঽপি কর্মণি ॥৬৪॥

যে জ্ঞানী পুরুষ বালকের ন্যায় নিষ্কাম হইয়া প্রারব্ধানুসারে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন্, তিনি কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, সেই কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন্ না ; কারণ, তিনি অভিমানহীন, শুদ্ধ ।৬৪।

স এব ধন্য আত্মজ্ঞঃ সর্বভাবেষু যঃ সমঃ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ নিস্তর্ষমানসঃ ॥৬৫॥

তিনিই ধন্য ও প্রকৃত আত্মজ্ঞানী, যিনি সকলভাবেই সমতাযুক্ত, যিনি দেখিয়া, শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, ঘ্রাণ করিয়া ও ভক্ষণ করিয়াও তৃষ্ণাশূন্য ।৬৫।

ক্ব সংসারঃ ক্ব চাভাসঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্ ।
আকাশস্যেব ধীরস্য নির্বিকল্পস্য সর্বদা ॥৬৬॥

আকাশের ন্যায় নিরঞ্জন, সকল সময়েই সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য ধীর আত্মজ্ঞানীর সংসার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, সংসারের ভানই বা কি রূপে হইবে? তাঁহার পক্ষে সাধনার দ্বারা প্রাপ্য কোন বস্তু থাকিতে পারে না, এবং তাঁহার সাধনও কিছু থাকিতে পারে না ।৬৬।

স জয়ত্যর্থসন্ন্যাসী পূর্ণস্বরসবিগ্রহঃ ।
অকৃত্রিমোঽনবচ্ছিন্নে সমাধির্যস্য বর্ত্ততে ॥৬৭॥

যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত প্রকার ফল ত্যাগ

করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপে বর্ত্তমান, সর্বভাবে সীমাশূন্য স্বরূপ-বিষয়ে যাঁহার প্রযত্নশূন্য একাগ্রতা বিদ্যমান, তাদৃশ মহাশয়ই সর্বোপরি বিরাজমান থাকেন্।৬৭।

বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাততত্ত্বো মহাশয়ঃ।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী সদা সর্বত্র নীরসঃ ॥৬৮

অথবা বেশী কথার প্রয়োজন কি? যে মহাশয় তত্ত্বজ্ঞ, তিনি ভোগও ইচ্ছা করেন না, কোন সময়ে কোন বস্তুতে তৃষ্ণাও প্রকাশ করেন্ না।৬৮।

মহদাদিজগদ্দ্বৈতং নামমাত্রবিজৃম্ভিতম্।
বিহায় শুদ্ধবোধস্য কিং কৃত্যমবশিষ্যতে ॥৬৯॥

বস্তুতঃ কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থাত্মক জগৎ বস্তুতঃ কিছুই নয়; উহা নামরূপের বিকাশমাত্র। অতএব এই নামরূপাত্মক জগতের কথা ছাড়িয়া দিলে, চিন্মাত্র-জ্ঞানীর কি কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে? (অর্থাৎ যিনি আপনাকে শুদ্ধ-চৈতন্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; কারণ, কর্ত্তব্য সম্পাদন বা কর্ত্তব্যে অবহেলার দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যের কোনরূপ উন্নতি বা অবনতি সম্ভবপর নহে।) ।৬৯।

ভ্রমভূতমিদং সর্বং কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিশ্চয়ী।
অলক্ষ্যস্ফুরণঃ শুদ্ধঃ স্বভাবেনৈব শাম্যতি ॥৭০॥

অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার হইবার পর সমস্ত জগৎই ভ্রমমাত্র প্রতীয়মান হয়। তখন পরমার্থদৃষ্টিতে কিছুই নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানী অজ্ঞানবিজৃম্ভিত জগৎ অবলোকন করেন্ না ও শুদ্ধচৈতন্যরূপী হইয়া স্বরূপেই শান্তিলাভ করেন্।৭০।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

গানের স্বরলিপি।

আগমনী।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

এত দিনে পড়িল কি মনে রাণি মা বোলে—
দুখিনী মা বোলে?
বরষ যে কেটে গেল—হায় রে, নয়ন-জলে!
দু-চারি দিনের লাগি বিদায় নিলে মা মাগি,
দিন কি এমনি দীর্ঘ কৈলাস-অচল-তলে?
থাক্ সে দুখের কথা, সব জ্বালা, সব ব্যথা,
অবসান আজ মাতা তোমার দরশে;—
শূন্য ঘর পূর্ণ, ধন্য, জীবন কৃতার্থম্মন্য,
প্রভাত প্রসাদ-পুণ্য চরণ-পরশে পলে॥

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

॥ ১ ২´ ৩
সা সা II পা -া মা মা । ণা পা পা পা । মা জ্ঞা -া রা ।
এ ত ০ ০ দি নে প ড়ি ল কি ম নে ০ রা

০ ১ ২´
। মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I -মা পমা -ণণা পা । পা মজ্ঞা -রজ্ঞমা -রজ্ঞমা ।
গি০ মা বো লে ০ চু০ ০০ থি নী মা০ ০০০ ০০০

৩ ০ ১
। -া রা -া -া । সা -া -া -া I সা মা মা -জ্ঞমপা ।
০ বো ০ ০ লে ০ ০ ০ ব র ব ০০০

২´ ৩ ০
। পা পা পা -া । -া -মা -জ্ঞা -রা । মজ্ঞা জ্ঞা -া -া I
যে কে টে ০ ০ ০ ০ ০ গে ল ০ ০

১ ২´ ৩
I মা -পা মা -া । পা পা পা -ধা । -পধণা -া -ধণর্সা -া ।
হা য় রে ০ ন য় ন ০ ০০০ ০ ০০০ ০

০ ১ ২´
। -ণর্সর্রা -া -র্সর্রর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্মা I র্পর্মা র্মা -র্জ্ঞা -র্রা । -র্সা -ণা -ধা -পধা ।
০০০ ০ ০০০ ০০০ জ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০০

৩ ০
। -পধণা -া -ধণর্সা -া । ণর্সর্রা -র্সা র্রর্সা র্সা II
০০০ ০ ০০০ ০ ০০০ ০ "এ০ ত"

অন্তরা।

১ ২´ ৩
II মা মা ণধা না । না র্সা -া -ররর্সনা । -র্সা র্সা -না -র্সা ।
হু চা রি০ দি নে র ০ ০০০০ ০ লা ০ ০

০ ১ ২´
। র্সা -া -া -র্সনা I র্সা র্রর্সা -না না । না র্সা -নর্সা -নর্সর্রা ।
গি ০ ০ ০০ বি দা০ য় নি লে মা ০০ ০০০

৩ ০ ১
। র্সা র্সা -ণা -ধা । -পধা -পধণা -ধণর্সা -া I র্সণা -ধপা মা মা ।
মা॰ গি ॰ ॰ ॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰ দি॰ ॰ন কি এ

২´ ৩ ০
। ণণা পা -মা -জ্ঞা । -রজ্ঞমা জ্ঞমা রা -া । সা -া -া সা I
ম॰ ন ॰ ॰ ॰॰॰ ॰ দী ॰ খ ॰ ॰ কৈ

১ ২´ ৩
I সা মা -া মা । মা পা -ধা -পধণা । -ধণর্সা -া -ণর্সর্রা -া ।
লা স ॰ অ চ ল ॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰ ॰॰॰ ॰

০ ১ ২´
। -র্সর্রজ্ঞা -া -র্রজ্ঞর্মা -া I র্পর্মা র্মা -র্জ্ঞা -া । -র্রা -া -র্সা -ণা ।
॰॰॰ ॰ ॰॰॰ ॰ ত॰ লে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

৩ ০
। -ধা -া -পা -ধা । -পধা -পধণা ধা পা II
॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰॰॰ "এ ত"

সঞ্চারী ও আভোগ।

১ ২´ ৩
II সা -মা মা মা । পা -া পা -মা । -জ্ঞা -া রা -া ।
থা ক্ সে দু খে ॰ র ॰ ॰ ॰ ক ॰

০ ১ ২´
। মজ্ঞা -া -া -রা I জ্ঞা -া মা পা । পা -মা মা -জ্ঞা ।
থা॰ ॰ ॰ ॰ স ব জা লা স ॰ ব ॰

৩ ০ ১
। -রজ্ঞমজ্ঞমা -া রা -া । সা -া -া -ন্া I সা রা -া সা ।
॰॰॰॰॰ ॰ ব্য ॰ থা ॰ ॰ ॰ অ ব ॰ সা

২´ ৩ ০
। -ন্া সা -ন্সরা সা । সা -ণ্া -ধ্া -সা । সা মা মা -পা I
ন অা ॰॰জ্ মা তা ॰ ॰ ॰ তো মা র ॰

১ ২´ ৩
I -পা -মজ্ঞা -ৱজ্ঞা -ৱজ্ঞমা । ৱা সা সা -মা । মা -ণধা না -র্সা ।
০ ০০ ০০ ০০০ দ র শে ০ শূ ০ন্ত ঘ র

০ ১ ২´
। র্সনা -র্সর্সা র্সা র্সা I র্সা -নর্সর্ৱর্সনা র্সনর্সর্ৱা র্সা । র্সণা ধপধা -পধণা -ধা ।
পূ০ ০র্ণ ধ ন্ত জী ০ব০নক্ত তা০০০ র্থ ম্ন০ ন্তু০০ ০০০ ০

৩ ০ ১
। পমা মমা ধপা -মগা । -ৱজ্ঞমজ্ঞমা ৱা সা সা I সা মা -া মা ।
প্র০ ভাত প্রসা ০০ ০০০০০ দ পু ণ্য চ র ০ ণ

২´ ৩ ০
। মা পা ধা -া । -পধা -ণা -ধণা -র্সা । -ণর্সা -র্ৱা -র্সৱা -র্জ্ঞা I
প র শে ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০

১ ২´ ৩
I -র্ৱর্জ্ঞা -র্মা র্মা র্মা । -র্জ্ঞা -র্ৱা -র্সা -া । -ণা -ধা -পা -ধা ।
০০ ০ প লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০
। -পধা -ণা ধা পা II II
০০ ০ "এ ত"

বাগেশ্রী "সম্পূর্ণ" রাগিণী। ইহাতে "জ্ঞ" বাদী; "ম," "প" সমবাদী; র, ধ, ণ, ন, অনুবাদী। ইহার ঠাট—স র জ্ঞ ম প ধ ন স ণ ধ প ম জ্ঞ র স। সঙ্গীত-শাস্ত্রে "বাগীশ্বরী" শ্রীরাগের পঞ্চম সখার চতুর্থ কন্যা। মতান্তরে "বাগীশ্বরী"র উৎপত্তি কানাড়া, ধানেশ্রী ও অহমন-কেদারা হইতে। হনুমন্মতানুযায়ী ইহা মালকোশ রাগের পাঁচ রাগিণীর মধ্যে এক রাগিণী।

আড়াঠেকা—চাতুর্মাত্রিক তাল। যথা—

(ক) ১৬ মাত্রার ঠেকা=

: ধিন্ : তা : ধি : না। ধি : নি : : তা :
: ধিন্ : তা : : ধি : না :। তি : নি : : তা :

(খ) ৮ মাত্রার ঠেকা=

: তা : ধিন্ ধিন : তাক্ : ধিন্।
: তাক্ : কেটে : তাকে : থুনা ॥

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মথুরার মধ্যস্থলে জুমা মসজিদ্ অবস্থিত। ইহা ১৬৬১ খৃঃ মথুরার শাসনকর্ত্তা আবদুল নবী খাঁর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। পুরাতন মথুরা মুসলমানগণের পৌনঃপুনিক আক্রমণে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যেখানে মথুরা-নগরী অবস্থিত পূর্ব্বে সেখানে কিছুই ছিল না। আবদুল নবী বর্ত্তমান সহরের পত্তন করেন এবং ইংরাজ-রাজত্বে তাহা অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে। এখানে দ্বারকাধীশের মন্দিরটী খুবই বৃহৎ। ১৮১৫ খৃঃ, গোয়ালির-রাজ্যের পারিখজী-নামক জনৈক কোষাধ্যক্ষ-দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়। রাস্তার বিপরীত দিকে ভরতপুরের রাজাদিগের রাজভবন অবস্থিত। সন্নিকটে লক্ষ্মীচাঁদের বাটী দেখা যায়। একলক্ষ টাকা খরচ করিয়া বাটীটী নির্ম্মিত হইয়াছে। আধুনিক মন্দিরের মধ্যে মদনমোহনের মন্দির, Flora Hall, শেঠ ধূলি চাঁদ এবং হরমুখ রায়ের ধর্ম্মশালা, শেঠ হরদয়াল এবং বিষন দয়ালের ধর্ম্মশালা এবং হার্ডিঞ্জ গেট (Hardinge gate) উল্লেখ-যোগ্য। সহরটীতে ১৬টী মিউনিসিপাল স্কুল, ২০টী পাঠশালা, পুলিশ ষ্টেশন, হাই স্কুল, মিডল্ স্কুল এবং হাঁসপাতাল আছে।

মথুরায় পরিক্রমা দিতে হইলে বন, উপবন, কূপ, পর্ব্বত, মন্দির প্রভৃতি স্থানে পরিক্রমা দিতে হয়। পাঁচটী পর্ব্বত, ১১টী পাহাড়, চারিটী হ্রদ, ৮৪টী পুষ্করিণী এবং ১২টী কূপ এই পরিক্রমার সীমায় পতিত, কিন্তু ১২টী বন এবং ২৪টী উপবনের পরিক্রমাই বন-যাত্রা নামে খ্যাত। দ্বাদশ বনের নাম, যথা :—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বেহুলাবন, (৫) কামবন, (৬) খদিরবন, (৭) বৃন্দাবন, (৮) ভদ্রবন, (৯) ভাণ্ডীরবন, (১০) বেলবন, (১১) লোহাবন, এবং (১২) মহাবন। ২৪টী উপবনের নাম— (১) গোকুল, (২) গোবর্দ্ধন, (৩) বর্ষানা, (৪) নন্দগাঁও, (৫) সঙ্কেত, (৬) পরমাদ্র, (৭) অরিঙ্গ, (৮) সেসাল, (৯) মাঠ, (১০) উঞ্চগাঁও, (১১) বেলবন, (১২) শ্রীকুণ্ড,(১৩) গন্ধর্ব্ববন (১৪) পর্সোলি, (১৫) বিলছু, (১৬) বচবন, (১৭) আদিবদ্রি, (১৮) করহালা, (১৯) অজনোখ (২০) পিসায়, (২১) কোকিলবন (২২) দধিবন (২৩) কোটবন এবং (২৪) রাবল। প্রত্যেক বনেরই এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। যথা, হলায়ুধ (বলদেব) মহাবনের, গোপীনাথ কামবনের, নটবর কোকিলবনের, দামোদর তালবনের, কেশব কুমুদবনের, শ্রীধর ভাণ্ডীরবনের, হরি ছত্র-বনের, নারায়ণ খদিরবণের, হয়গ্রীব ভদ্রবনের, পদ্মনাভ বেহুলাবনের, জনার্দ্দন বেলবনের, আদিবদ্রীশ্বর পরমানন্দের, পরমেশ্বর কাম-বনের (প্রতিবনের), যশোদানন্দন নন্দবনের, গোকুলচন্দ্রমা গোকুলের, মুরলীধর করহালার, লীলাকমললোচন হাস্যবনের, লোকেশ্বর উপহার-বনের, লঙ্কাধিপকুলধ্বংসী জহ্নুবনের এবং শ্রীশতহ্রীলক্ষণ ভুবন-বনের।

মথুরায় দর্শনোপযোগী মন্দির :—(১) দ্বারকাধীশ, (২) গতশ্রম নারায়ণ, (৩) বল-

দেবজী, (৪) রাধাকৃষ্ণ, (৫) মদনমোহন, (৬) গোবর্দ্ধননাথজী, (৭) বিহারীজী, (৮) গোবিন্দদেবজী এবং (৯) গোপীনাথজী। প্রথমটীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী বিশ্রান্তঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত। তৃতীয়টী কেশ থার বাজারে দৃষ্ট হয়। চতুর্থটী ছত্তাবাজারে দ্রষ্টব্য। পঞ্চম এবং নবমটী স্বামিঘাটে অবস্থিত। ষষ্ঠ মন্দিরটী বরোদা-রাজ্যের কামদার শেঠ বাপুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তমটী স্বামিঘাটের নিকটে দৃষ্ট হয়। অষ্টমটীতে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে।

মথুরা হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ। এখানে বৎসরে ৯ মাস ধরিয়া উৎসবের পর উৎসব হইয়া থাকে এবং ঘাটে ও মন্দিরে লোকের জনতা এত অধিক হয় যে, তখন মনে হয়, সহরটী আনন্দে পরিপূর্ণ। মথুরার যাহা কিছু প্রসিদ্ধি, তাহা কেবল কৃষ্ণকে লইয়া। এই স্থানেই কৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন ও লীলা করিয়াছিলেন্।

ইতিহাস :—পূর্ব্বে যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরীতে বাস করিয়া মাথুর ও শূরসেনদিগের বিষয় ভোগ করিতেন। সেই-হেতু তদবধি মথুরা যাদব-ভূপতির রাজধানী হয়। শূরবংশীয় বসুদেব সেই নগরীতে বিবাহ করেন্। তাঁহার স্ত্রীর নাম দেবকী। কংস বর ও বধূর (স্বীয় ভগিনীর) রথের সারথি হন্। এমন সময় কংসকে সম্বোধন করিয়া আকাশবাণী হইল—"রে অবোধ! তুই যাঁহাকে বহন করিতেছিস, ইঁহার অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান তোর প্রাণবধ করিবেন্।" এই কথা শুনিয়াই কংস খড়্গ লইয়া ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার কেশগ্রহণ করে। বসুদেবের অনেক সাধ্যসাধনার পর নিষ্ঠুর কংস সান্ত্বনা লাভ করিল। সর্ত্ত এই হইল যে, বসুদেব দেবকীর সকল পুত্রকেই কংস-হস্তে অর্পণ করিবেন্। অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে, দেবকী প্রতিবৎসর এক একটি করিয়া অষ্ট তনয় এবং এক তনয়া প্রসব করিলেন। বসুদেবও এক একটী করিয়া কংসকে পুত্রগুলি দিতে লাগিলেন। কংসও আপনার নিধনকারণ বিষ্ণু মনে করিয়া এক একটীকে বধ করিতে আরম্ভ করিল। বসুদেব ও দেবকী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। ইহাতেও কংস সন্তুষ্ট হইল না। সে নিজ পিতা উগ্রসেনকেও বদ্ধ রাখিল। ক্রমে কংস-কর্ত্তৃক ছয় সন্তান বিনষ্ট হইলে, দেবকীর হর্ষ- ও শোক-জনক সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইল। ঐ গর্ভ বিষ্ণুর কলা। লোকে উঁহাকে অনন্ত নামে বিখ্যাত করিয়া থাকেন্। বিশ্বাত্মা ভগবান্ কংসের অত্যাচার জানিতে পারিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, "দেবি! অনন্তনামক আমার যে অংশ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। সেই সঙ্কর্ষিত সন্তান বলরাম নামে খ্যাত। এদিকে ভগবান্ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে প্রসবকাল সমাগত হইলে ঘন তিমিরাবৃত নিশীথে ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন্। বসুদেব দেখিলেন্ যে, বালক চতুর্ভুজ। বসুদেবকে অভয় দিয়া ভগবান্ সেই অদ্ভুত রূপ তিরোহিত করিয়া সামান্য শিশুরূপে পরিণত হইলেন্। বসুদেব ভগবানকে লইয়া সূতিকা-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অমনি এদিকে যোগমায়া জন্মরহিত হইয়াও নন্দ-

আমাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। জলদ-সমূহ অতিবিকট গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব, ফণাদ্বারা জল নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যমুনাও ভীষণ আবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু সিন্ধু যেরূপ রামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, যমুনাও সেইরূপ বসুদেবকে পথ প্রদান করিল। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দব্রজে উপস্থিত হইয়া শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে লইয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর দেবকীর শয্যায় সেই কন্যাকে রক্ষা করিয়া চরণদ্বয় পুনর্ব্বার লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন-পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধনাবস্থায় রহিলেন।

অনন্তর শিশুর রব-শ্রবণপূর্ব্বক দ্বারপালগণ কংশকে দেবকীর অষ্টম-প্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল। কংস আসিয়া দেখেন্ যে, এবার পুত্র নহে—কন্যা। সেই সদ্যোজাতা সুতার পা ধরিয়া কংস শিলাপৃষ্ঠে আছাড় মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দুরদৃষ্ট-বশতঃ তাহার হস্ত হইতে সেই কন্যা উর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং দেবীরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দেবী কহিলেন:—'রে দুর্ম্মতে! আমাকে বধ করিয়া তোর কি হইবে? তোর পূর্ব্ব শত্রু তোর অন্তক হইয়া কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন্; সুতরাং, অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুকে আর বৃথা বধ করিস্ না। কংস সেই ভগবতী মায়াদেবীর কথা শুনিয়া দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিলেন। কিন্তু কংসের মন্ত্রিগণ পরামর্শ দিল যে, যদি আপনার অন্তক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে শিশুর বয়ঃক্রম দশদিন অতিক্রম করে নাই; অতএব পুর, নগর ও ব্রজাদিতে যে-সকল শিশুর বয়ঃক্রম দশদিন হইয়াছে তাহাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করা উচিত। কামচারিণী, বালকঘাতিনী পূতনা কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিশুহত্যা করিবার নিমিত্ত পুর, গ্রাম ও ব্রজাদিতে বিচরণ করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া সে নন্দগৃহে আগমন করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইল এবং দুর্জ্জয় বিষপুরিত জীবননাশক স্তন তাঁহার মুখে প্রদান করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া করযুগল-দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে পেষণপূর্ব্বক তাহার প্রাণের সহিত স্তন্য পান করিলেন। তাহাতেই পূতনা-রাক্ষসী গত-জীবন হয়। তাহার পরই কংসভৃত্য তৃণাবর্ত্ত-বধের পালা আইসে। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ অদ্ভুত বলিয়া সকলেরই নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি যে মনুষ্য নহেন, স্বয়ং ভগবান্, ইহা যশোদাকে জানাইবার জন্য একদা শিশু জৃম্ভণ করিলে, যশোদা দেখিলেন, তাঁহার মুখমধ্যে আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন এবং স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীই বিরাজ করিতেছে। যশোদাও বুঝিতে পারিলেন, ইনি সামান্য বালক নহেন।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ নলকুবর- ও মণিগ্রীব-নামক কুবেরের দুই পুত্রকে দেবর্ষি নারদের অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। পরে বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করিয়া তিনি গোপাল-বালক-দিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। একদা অঘাসুরও কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া আগমন করিলে কৃষ্ণের হস্তে

গন্ধর্ব্ব প্রাপ্ত হয়। অঘাসুর পূতনা ও বকের কনিষ্ঠভ্রাতা। অতঃপর কালিয়-দমনের পালা আইসে। একদিন দাবানল দেখিয়া গো ও গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবাগ্নির নির্ব্বাপক। ইহার পরই একদা গোকুলে ভয়ানক বারিবর্ষণ হয়। তাহা হইতে গোপ ও গোপীগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। অনন্তর রাসলীলার আরম্ভ হয়। ইহাতে ভগবান্ যোগমায়া-আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অরিষ্ট, কেশী ও ব্যোমাসুরকে বধ করেন। তখন কংস কৃষ্ণকে বধ করিবার প্রত্যাশায় ধনুর্যজ্ঞ করিলেন এবং মধুপুরীর শোভা দর্শন করাইবার ব্যপদেশে অক্রূর-দ্বারা রামকৃষ্ণকে লইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপনীত হইয়াই হস্তিসহ হস্তিপককে বিনষ্ট করেন। পরে চানুর, মুষ্টিক, শল ও তোশল যমাগারে প্রেরিত হয়। অতঃপর কেশব কংসের কেশধারণ করিয়া তাহাকে উচ্চ মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমির উপর নিঃক্ষেপ করেন এবং স্বয়ং তাহার উপর নিপতিত হন্। অসুররাজ কংস তাঁহার পতনে নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ, মাতা ও পিতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আশা।

ক্লান্ত দেহ শুষ্ক হিয়া,
অন্ধকার পথ দিয়া
ভেবেছিনু, যাইব কেমনে?
কে যেন আসিয়া সেইক্ষণে
হাসিয়া বলিল মোরে, 'ভয় নাই, ভয় নাই চলো,
এই পথে পাবে তুমি আলো!'
হৃদয়ে শকতি এল,
অবসাদ ঘুচে গেল,
চলিয়া যাইনু কিছু দূরে।
হায়! সে আঁধারে মরি ঘুরে!
ছিন্নপ্রাণে বসি' আমি ভাবিলাম অদৃষ্টের লেখা;
সে আবার দিয়ে গেল দেখা।
আবার বিজলী উঠি
পরাণের মাঝে ফুটি',
লয়ে গেল আরো দূর-পথ।
হায়! না পুরিল মনোরথ!
আঁধারে লুটিয়ে পড়ি' ভাসিলাম নয়নের নীরে,
এবার সে এল ধীরে ধীরে।
তাহার নাহিক আর
সে মুরতি করুণার,
সে কটাক্ষ ভরা যেন স্নেহে,
তবুও বলিল মোরে হেসে—
"চল চল, কাঁদ কেন? এই পথে পূরিবে কামনা
ঘুচে যাবে সকল বেদনা।"
কি জানি, শুনি' সে-কথা
ভুলিনু সকল ব্যথা,
শ্রান্ত হিয়া চলে পুনরায়,
আলোকের রেখা যদি পায়!
না ঘুচিল তম হায়! ক্ষীণ হিয়া পড়িল ভাঙ্গিয়া!
কে ও এল ভ্রূকুটী করিয়া?—
বিকট ভীষণ বেশ
লোলজিহ্বা রুক্ষকেশ,

নির্ম্মলতা প্রতি-অঙ্গে মাখা,—
প্রণয়ের চিত্র যেন আঁকা!

বলিল পঙ্কষকণ্ঠে—"বুঝো নাই মূঢ়! এতক্ষণে,
পড়িয়াছ আমার ছলনে?

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আমার কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

যথাসময় আমার শেষ পরীক্ষা হইয়া গেল, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। এই সংবাদ বাবাকে cablegram করিলাম। আমার পাশ হওয়াতে সকল বন্ধুই কিন্তু অবাক্। তবে আমি যে পাশ হইয়াছিলাম, ইহা সুরুচির পয়ে। কারণ, সুরুচি প্রত্যেক পত্রে লিখিত—"তুমি কৃতকার্য্য হইয়া সুস্থ-শরীরে দেশে ফের, ইহাই আমার একমাত্র কামনা ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা। আমি তোমার কথামত ইংরাজি বই পড়িতেছি......

এদিকে লিডিয়া আমাকে আনন্দপ্রকাশ করিয়া চিঠি পাঠাইল ও তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিল। লিডিয়ার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বলিলাম—"আমি ত শীঘ্রই স্বদেশযাত্রা করিব; আর আমাদের দেখা হইবে না।" লিডিয়া ইহাতে অবাক্ হইয়া আমার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"তুমি ভারতবর্ষে ফিরিবে!—আমার গতি কি হইবে? আমি যে এতদিন তোমার আশায় বসিয়া রহিয়াছি, আমি যে এতদিন তোমারই পথ চাহিয়া আছি!—তাহার উত্তর?" আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার কি অভিলাষ যে, আমি তোমার পাণিপীড়ন করিয়া তোমাকে আমার জীবনভারবহনের সঙ্গিনী করিয়া লইব? কিন্তু আমি—অতিশয় দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি তোমাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না।"

লি। (সবিস্ময়ে) আঁ্যা—তুমি কি বল্‌ছে!—পার না? কি আশ্চর্য্য!—কেন?"

আমি। যে হেতু আমি......

লি। কি? সমুদায় আমাকে স্পষ্ট করে বল।

আ। আমি যে বিবাহিত;—আমার স্ত্রী দেশে জীবিতা।

লি। তবে তুমি আমাকে এরূপভাবে প্রতারণা করিয়াছ? কি আশ্চর্য্য! তোমার নিশ্চয়ই উচিত ছিল, আমার সহিত এভাবে না মেশা।

আ। কি ভাবে না মেশা? আমি ত তোমার সহিত ভাবী স্বামিরূপে কখনও মিশি নাই। আমি কেবল বন্ধুর মতই মিশিয়াছি। লিডিয়া, তুমি কেন মিছামিছি আমার উপর অন্যায় দোষ দিতেছ?

লিডিয়া। (সক্রোধে) দোষ দিব না? তুমি বন্ধুর মত মিশিয়াছ! উহাকে বন্ধুর মত মেশা বলে, না আপনার প্রেয়সীর সহিত মেশা বলে! তুমি আমাকে কি প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছ, চুম্বন করিয়াছ...কি...এ

জীবন তোমাতেই আকৃষ্ট ও অর্পিত দেখিয়া কত উপহার উপঢৌকন দিয়াছ, কত স্থানে আমাকে লইয়া গিয়া একত্রে কাল-যাপন করিয়াছ,—তথাপিও তৃপ্ত হও নাই, বলিয়াছ।—প্রতিপত্রের ছত্রে ছত্রে অত প্রেমবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, কে? নিষ্ঠুর হইও না। ভাল চাও, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে ভারতবর্ষে লইয়া যাও। নতুবা আমি যাহা করিবার তাহা করিব। আমি চারি দিনের মধ্যে 'হ্যাঁ' কি 'না' উত্তর চাহি।"

"আচ্ছা, আমি ইহার উত্তর তোমায় ভাবিয়া চিন্তিয়া দিব।" বলিয়া আমি ভারাক্রান্তহৃদয়ে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, মোহবশতঃ ঘোর অন্যায়াচরণ করিয়াছি, কিন্তু সে ত তাহাতে কোনও বাধা দেয় নাই। আমার কি একলার দোষ।—এখন কি করা যায়? লিডিয়াকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিব? যদি তাহাই যাই, তাহার সমস্ত খরচ আমাকে বহন করিতে হইবে। সে কি তাহার নিজের খরচে যাইবে? তাহার পর যদি বাটীর লোক ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহা হইলে বাবা ত খরচ এক্ষণেই বন্ধ করিয়া দিবেন, হয় ত ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। প্রাণাপেক্ষাও যে আমাকে ভালবাসে সেই স্ত্রী সুরুচির চক্ষে অবিশ্বাসী হইব! ধিক্ ধিক্! কি মোহ! কি দুষ্কার্যের পরিণাম! দূর হোক্ সকল জ্বালা!—লিডিয়াকে না জানাইয়াই একেলা চলিয়া যাইব। লিডিয়া আমাকে শাসাইয়াছে! 'না লইয়া যাও, আমি যাহা করিবার তাহা করিব।' সে আমার কি করিতে পারে? আমি তাহার কোনও অনিষ্ট করি নাই। সেই বরং আমাকে তাহাতে আকৃষ্ট করিয়াছে।……এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তার স্রোতে যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় দ্বারে কে আঘাত করিল। আমি 'come in' বলিবামাত্রই মুখার্জ্জি প্রবেশ করিল ও আমার ঘন-বিষাদা-বৃত মুখে দৃষ্টি-সম্বদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর মুখে যে কালিমা দেখ্‌ছি!—এতক্ষণ কি চিন্তা হতেছিল?"

আমি। আর ভাই! যে হতভাগিনী যুবতীর লাবণ্যোচ্ছাসিত বপু, অসীম সৌন্দর্য্য, মনোহারিণী গতিভঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতেই ফিরিয়াছি, যাহার রূপরাশি এখনও আমার প্রত্যেক ঘটনায় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সেই মায়াবিনী প্রলুব্ধকারিণী লিডিয়ার জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

—এই বলিয়া লিডিয়ার ভারতবর্ষ যাওয়া সম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার যে সমুদয় কথা হইয়াছিল, অকপটে পূর্ব্বাপর সে সমস্তই মুখার্জ্জিকে বলিলাম। তাহা শুনিয়া সে বলিল—"তুই নিশ্চয়ই কিছু লুকাচ্ছিস্।—সত্যি বল্, আরও কিছু গুরুতর কাণ্ড লিডিয়ার সঙ্গে নিশ্চয়ই করেছিস্।—তা না হলে সে তোকে ঐরূপ ভাবে শাসায় কেন?"

আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি কিছুমাত্র গোপন না করে, তোকে সকল কথা বলেছি;—আমি তার কাছে বিন্দুমাত্রও অপরাধী নই। আমার দ্বারা সে লেশমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত নয়। তবে আমার অপরাধ, আমার তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা;—তা সেটা আমার

ক্ষতি……।" আমার সরলতাপূর্ণ উক্তিতে এইবার যথার্থই বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া মুখার্জি বলিল, "আমার বোধ হয়, তবে তার ভারতবর্ষ যাওয়ার অপর কোনও কু-অভিপ্রায় আছে। হয় ত, সে তোর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বা অন্য উপায়ে তোর গুণের কথা বলে, তার মনে ঘৃণার ভাব জন্মে দেবে। যা' হ'ক তোর স্ত্রীর বা তোর বাড়ীর ঠিকানা কখন তাকে দিস্ না। ফাঁদে পড়েছিস্, কিছু ফল ভোগ কর্ত্তেই হবে। তা, তুই তার ফাঁদ কাটাবার সাধ্যমত চেষ্টা কর্; না পারলে তখন তাকে বলিস্,—"বেশ, তোমাকে জাহাজ-ভাড়া দিচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে সেই জাহাজে রওনা না হয়ে অন্য জাহাজে রওনা হবে।" তোর এখানকার bankএতেও ত অনেক টাকা আছে।"

আ। টাকা ঢের আছে।

মু। হ্যাঁ, টাকা ত থাক্‌বেই, তা না হ'লে আর শ্রীমতী লিডিয়ার আকর্ষণ তোমার প্রতি হয়। যদি দেখ্‌ত শূন্যভাণ্ড, তবে তোর দিকেও আস্‌ত না। তা, যদি দেখিস্, সে ঐ প্রস্তাবেই রাজী হয়, তবে তুই তাকে চেকের দ্বারা জাহাজ ভাড়া দিবি না, নগদ দিয়ে দিস্।"

আ। হ্যাঁ তা ত কর্‌তেই হবে। আর এক কথা, যদি সে যাতায়াতের ভাড়া ও সেখানকার হোটেলের খরচ চায়, তখন কি কোর্ব্বো?

মুখার্জ্জি বলিল, "তা আর আশ্চর্য্য কি? বাগে পেয়েছে, এখন সে ত নিশ্চয়ই চাইবে। তবে তুই বল্‌বি যে, ভারতবর্ষ থেকে যখন ফিরে আস্‌বে তখন দোব। এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশ্‌তে গেলে কত টাকার শ্রাদ্ধ হয়, ভায়া, এখন তা একবার দেখ।"

* * * *

যথাসময় লিডিয়ার সহিত পুনর্ব্বার দেখা করিয়া তাহাকে সকল কথাই বুঝাইলাম ও ভারতবর্ষ যাইবার খরচ প্রভৃতিও দিলাম। সে অতি দুষ্টপ্রকৃতি। তখন তাহার আব্দার হইল যে, সে আমারই সঙ্গে ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য একই জাহাজে রওনা হইবে; নতুবা তাহার যাওয়া হইবে না। আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমাকে সে কিছুতেই ছাড়িল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমি আর বেশী কথা-কাটাকাটির প্রয়োজন না দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম।

বন্ধুদের সহিত শেষ দেখা করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। জানি না, দেশে ফিরিয়া কত টাকাই না উপায় করিব। সঙ্গে এই আপদ্ লিডিয়াকে লইয়াছি! জানি না, তাহার ভারতবর্ষ দেখা ছাড়া আর কোনও কু-অভিপ্রায় আছে কি না!!

(৬)

বম্বেতে আসিয়া জাহাজ পৌঁছাইলে লিডিয়াকে বলিলাম—"দেখ আমার বাড়ীতে তোমাকে লইয়া প্রথমতঃ উঠিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, তাহাতে আমার আত্মীয়দের জাতি যাইবে। কলিকাতায় একটী হোটেলে তোমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব, আর তোমাকে লইয়া পরে সহর দেখাইব।" লিডিয়া তাহাতেই রাজী হইল।

বম্বে মেলেতে করিয়া আমরা দুইজনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইলাম। আমি কোন্ দিন হাবড়ায় আসিয়া পৌঁছাইব, সে-

সংবাদ বাটীতে কাহাকেও দিই নাই। কারণ, লিডিয়া আমার সঙ্গ লইয়াছে। সে-জন্ম আমাকে অভ্যর্থনা করিতে কলিকাতায় কেহ আসেও নাই। লিডিয়াকে কলিকাতার একটী ইউরোপীয় ভদ্রপরিবারে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তখন বাটীতে সংবাদ দিলাম যে, আমি নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছি। অমুক সময়ে চুঁচুড়া পৌছাইব।

(৭)

"ভুক্ ভুক্" করিয়া ট্রেণ চুঁচুড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ষ্টেশনে বিস্তর জনতা। গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাবা ও শ্বশুর-মহাশয় ষ্টেশনে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রণাম করিয়া বাটীর কুশলজিজ্ঞাসা করিলাম। আমার সমস্ত মাল নামান হইলে তবে ট্রেণ ছাড়িল। অত লোক আমাকে দেখিবার জন্ম ষ্টেশনেতে আসিয়াছিল! জনতার মধ্যে কেহ বলিতেছিল—"এ সাহেব কি পাশ করে এলেন্?" কেহ উত্তর দিল—"ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন।" আমি মনে মনে হাসিতেছি।

বাটীতে আসিয়া দেখি, কত পুরবালা আমাকে দেখিবার জন্ম অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রথমে মাকে প্রণাম করিলাম। তারপর আমার "সুরুচি" তেমনি করিয়া "ঢিপ্" করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। কতদিন পরে সুরুচিকে দেখিলাম! কিন্তু তাহার দিকে বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার পলক পড়িল।

বাবা আসিয়া বলিলেন,—"সুরেন, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় এসেছেন, এঁরাকে প্রণাম কর।" প্রণাম করিলে, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবা! বংশের মুখ উজ্জল হ'ল। তা এখন প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে উঠে বৌকে নাও।"

একে একে সকলে আসিয়া আমাকে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর বাবা আমাকে একটী বাংলোতে লইয়া গিয়া রাখিলেন। তিনি বলিলেন যে, প্রায়শ্চিত্ত না করা অবধি ঐ বাংলোতে আমাকে থাকিতে হইবে। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে প্রায়শ্চিত্ত কিসের জন্য? যাহা হউক, এ বাংলোতে আসিয়া আমি সাহেবী ধরণেই আছি।

পরদিন প্রাতে বাবার কাছারী বাটীতে আমার ডাক পড়িল। দেখি, তথায় আবার সেই ভট্টাচার্য্য-মহাশয়। তাঁহাকে দেখিলেই, জানি না কেন, আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। আমার দিকে তাকাইয়া বাবা বলিলেন—"সু! তাহালে তুমি ভট্চায্যি-মশায়ের কথামত প্রায়শ্চিত্ত করে বৌমাকে নাও।"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "আমি কি এমন মহাপাপ করেছি যে, তা'র জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করব।"

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন—"তুমি, বাবা, বুদ্ধিমান্; তুমি ত সব বোঝ! সে-দেশে তুমি কত অখাদ্য খেয়েছ; তোমার জাত ত গিয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত করলে যদি সমাজ তোমাকে নিয়ে চলে, তা'তে তোমার আপত্তি কি?"

আমি। দেখুন, বিলাতে আমাদের এত গরু-শূয়র খেতে হয় যে, যদি লক্ষমণ গোবর

ভক্ষণ করা যায়, বা লক্ষবার যদি গঙ্গার জলে ডুব মারা যায়, তা হ'লে এ হেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আর জাত্ জাত্ কর্‌লে কি হবে?—মৃত্যুর পরে জাত কি আমার সঙ্গে যাবে? আমার সাথের সাথী হবে আমার আত্মা ও চরিত্র। যা-হোক্, আপনারা আমাকে আর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার কথা বল্‌বেন না।" আমার কথা শুনিয়া কাছারি-বাড়ীর সব লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কাছারি-বাটী হইতে উঠিয়া আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিতে যাইলাম। মাকে বলিলাম —"মা! ভট্‌চায্যি মহাশয় ও বাবা আমাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে বল্‌তেছেন, কেন? আমার অপরাধ! আমি কোন দোষ করি নি, আমি প্রায়শ্চিত্তও কিছুতেই কোর্‌ব না! এতে যদি তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর, সেও ভাল। তোমরাই বৌকে নিয়ে থাক,— আমি কালই কল্‌কাতায় যাব ও হাইকোর্টে enrolled হ'য়ে প্র্যাক্‌টিস কর্‌ব।" সম্মুখে স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে শুনাইয়া বলিলাম— "দেখ, আমি ঘরের ছেলে, বিলাত থেকে ফিরে এলে ঘরে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। প্রায়শ্চিত্ত না করাতে আমার স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছে। যতদিন বামুন পুরোহিতের ইচ্ছামত প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌ব, ততদিন তোমাকে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না, এই আদেশ। তুমি আমার নিকট থাক্‌লে তোমারও জাত যাবে, অতএব তুমি মার কাছে এখন থাক। আমি কালই কল্‌কাতায় যাব।"

আমার বাক্যভঙ্গী দেখিয়া মাতার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি বলিলেন,—

"ছি! বাবা, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, আমরা কখন সমাজ ভয়ে ভীত হয়ে তোমাকে ত্যাগ কর্‌ব না। ওকে বাড়ীর মধ্যে ডাকাচ্ছি, তুই বাবা দুঃখ করিস্ নে।" বাবা আসিলে মা তাঁহাকে বলিলেন, "হ্যাগা— এ কি রকম কথা! ছেলে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে বিলাতি গেল, তবে সে যদি প্রায়শ্চিত্ত নাই করে, তবে তাকে নিয়ে কি সমাজ চল্‌বে না? এমন সৃষ্টিছাড়া সমাজও ত দেখি নি।"

আ। তুমি কি জান না মা! যে, এই বাংলা-দেশের কত বামুন আজকাল অখাদ্য খায়, আর তাদের নিয়ে সমাজ কেমন নির্ব্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে। তাদের ত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে কেউ একবারও বলে না।

মা। ওরা যে লুকিয়ে খায়, বাবা, সকলে ত দেখে না!

আ। আর আমি প্রকাশ্যে বিলাত গিয়েছি,—তাই যত দোষ হ'ল?"

মা। আচ্ছা! তুমি এখন ও-বাড়ীতে যাও, গিয়ে একটু স্থির হও।

(৮)

বাংলোতে ফিরিয়া আসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, কই, সুরুচি ত কিছু বলিল না। কলিকাতায় যাইতে ত নিষেধও করিল না। সে আমার কাছে থাকিতে চায় কি না, তাহাও কিছু বলিল না! তবে কি সে আমায় চায় না? না চায়, দুঃখ নাই; লিডিয়া আছে।—ভাবনা কি! এমন সময় রমা-ঝি আসিয়া একখানি পত্র আমার বেয়ারার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম, সুরুচিই চিঠি পাঠাইয়াছে; সে লিখিতেছে :—

"প্রাণের আরাধ্য দেবতা!

এ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা না বলিতে পারায় আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছি ও মরমে মরিতেছি; তাহা, বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার নিকট হইতে বিলাতের অনেক কথা আমার শুনিবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু সমাজের ভয়ে আমি তোমার কাছে যাইতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে চাই, তুমি আমার ইহলোক ও পরলোকের পূজনীয় দেবতা। তুমি কলিকাতায় যাইবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আর আমাকে এমন করে ফেলে যেও না। এতদিন দুঃসহ বেদনা কি করে সহ্য করেছিলুম, তাহাও কি শুনিবার জন্য কাছে ডেকে নেবে না? দূরে যাক্ সমাজ! আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী হয়ে থাকব।—তুমি ডাকিলেই আমি যাব, আমি প্রস্তুত।

শ্রীচরণাশ্রিতা

শ্রীসুরুচিবালা দাসী।"

চিঠি পড়িয়া আমার হৃদয় গলিয়া গেল, যথার্থই সুরুচি আমাকে চায়। ভাবিলাম্, যদি তাহাকে এখনি আসিতে লিখি, আর যদি সে আসে, তাহাতে বাবা ও মা কি চটিয়া যাইবেন্ না? চটিয়া গিয়া বাবা যদি হাইকোর্টে enrolled হইবার ফি ও কলিকাতায় থাকিবার খরচ না দেন্, তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের সংসার চলিবে? এ ব্যবসায়ে এখনি যে রোজ্গার করিতে পারিব তাহা ত বলা যায় না। যাহা হউক্, আজ বৈকালে পুনরায় বাবা ও মার সঙ্গে দেখা করিলে ঐ সমস্ত বিষয় অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

* * *

বৈকালে বাবা নিজেই এবার অন্দরমহলে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। বাবা দালানে বসিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। মা পার্শ্বের ঘরে বসিয়া আমার স্ত্রীর বেণী বাঁধিয়া দিতেছেন্। বাবা বলিলেন,—"হুঁ! আমি ও তোমার মা তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে আর বল্‌ব না। তুমি আমাদের কাছেই থাক, বৌমাকে নাও। সমাজ না হয়, আমাদের পরিত্যাগ করে করুক্। না হয় আমরা একঘরে হয়েই থাকব।" এই সকল কথা শুনিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

বাটীতে আসিয়া অদ্য রাত্রিতে আমাকে আর বাংলোতে ফিরিয়া যাইতে হইল না। অদ্য নিজ বাটীতেই থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমার ও সুরুচির মন আজ আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে! কেনই বা না উঠিবে!—কেবল কি আমিই কি-রকম হইয়া আছি!

সে সে-রাত্রিতে নীরবে আমার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার পানে একবার মুখ তুলিয়া আর বেশীক্ষণ তাকাইতে পারিলাম না;—যেন আমি তাহার নিকটে কত অপরাধী! (বলাবাহুল্য পাঠকপাঠিকাগণ আমার অশেষ গুণের কথা ত জানেনই)—যেন আমি তাহার সতীত্বের তেজে ভস্মীভূত হইতেছিলাম! শেষে নিজেকে অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া নিজেই বিলাতের এ-গল্প সে-গল্প পাড়িলাম। শেষে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমার চিঠির উত্তর দিতে না কেন?" আমি ঢোঁক্ গিলিয়া বলিলাম—"দিয়েছি ত, কোন্‌গুলির দিই নি, বল ত?"

সে বলিল, "বেশ স্মরণ করে দেখ, একে-

বারে চিঠি-লেখা বন্ধ করেছিলে। পাড়ার সব মেয়েরা কত কথাই না তোমার সম্বন্ধে বল্ত। আমি তা'দের কথায় কর্ণপাত ক'র্তাম না। কিন্তু বড়ই ভাব্না হোত। মা বল্তেন —বৌমা, তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করো না, চিঠি লিখ্তে থাক্বে।"

তাহার কথা শেষ না হইতে আমার আমার মুখাকৃতি আরক্তিম হইয়া উঠিল; তখন লিডিয়ার কথা মনে পড়িল। আমি একটু সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "তোমারও কোন সন্দেহ হ'ত না কি?"

সুরুচি। না।

আ। তখন পড়াশুনায় খুব ব্যস্ত ছিলাম কি না? সেই জন্য চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই।

তাহার পর উভয়ে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িলাম! সেই রাত্রিতে স্বপ্নে না-কি বহু কথাই বলিতে-ছিলাম। সুরুচি আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই বলিল, —"তুমি স্বপ্নে কি বল্‌ছিলে?"

আমি। আমার ত কিছু মনে নাই।"

সু। আমি কিন্তু শুনিছি।

আ। কি শুনেছ?

সু। তুমি স্বপ্ন অবস্থায় ইংরাজি ব'ল্‌ছিলে।

আ। যা বল্‌ছিলাম, তা তুমি বুঝ্‌তে পারছিলে?

সু। হাঁ,—তুমি বল্‌ছিলে, 'Lydia, I love you'। অর্থাৎ লিডিয়া! আমি তোমাকে ভাল বাসি।—একি! তোমার মুখ এমন হ'ল কেন? লিডিয়া কে? তুমি আমার গা ছুয়ে শীগ্‌গির সত্যি বল!

শেষে আমি তাহার গা স্পর্শ করিয়া বলিলাম যে, 'লিডিয়া বিলাতের একটী মেয়ে, তাহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিত।' (লিডিয়াকে যে ভারতবর্ষে আনিয়াছি, ইত্যাদি, তাহা আর কিছুই বলিলাম না। সে এই কথা শুনিয়াই খানিক নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল—"আমরা সামান্য দুর্বলা কুলবধূ হ'য়েও আমাদের পরপুরুষকে দর্শন করিতে লজ্জা হয়, —আর তোমরা পুরুষ মানুষ, ঘরে স্ত্রী থাক্‌তে আর এক দেশের মেয়ের প্রেমে পড়! এই জন্যেই বাপ্-মা-সে দেশে ছেলে পাঠাতে এত ভয় পায়! হা ভগবান্!"—এই বলিয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে-টুকু রাত্রি বাকি ছিল, সেইটুকু কাটাইয়া দিল। তাহাকে অনেক বোঝাইলাম, কিছুতেই তাহাকে থামাইতে পারিলাম না। তখন মনে মনে ভাবিলাম, কেন মরিতে স্বপ্নে লিডিয়ার নাম করিয়া ফেলিলাম।

কাক-কোকিল ডাকিতেছে, পাপিয়া গান করিতেছে, প্রাতঃসূর্য্যের তরুণ রশ্মি ঘরের জানালার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় আমার "গৃহ-লক্ষ্মী" শয্যা ত্যাগ করিয়া আমার পা দু'খানিকে জড়াইয়া (বিনা অপরাধে) ক্ষমা চাহিল। আমি অবাক্, স্তম্ভিত! ভাবিলাম, সুরুচি নিশ্চয়ই এ পৃথিবীর নহে, সে স্বর্গের দেবী, সে কোনও কাননের ফুল, কোন গগনের তারা! এমন স্বর্গের ফুলকেও আমি ভুলিয়াছিলাম! আমি লিডিয়া লিডিয়া করিতাম, লিডিয়া কি এই রকম প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারিত? কখনও নহে। আমি সুরুচিকে অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিলাম। সুরুচি একটু হাসিয়া সংসারের কার্য্যে চলিয়া গেল।

(৯)

কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি।—Justiceর সম্মুখে হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার বলিয়া তালিকাভুক্ত হইলাম। বার-লাইব্রেরিতে দেখি ব্যারিষ্টার গিজ্ গিজ্ করিতেছে। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হইল। কাহার কিরূপ পসার হইতেছে, তাহাও জানিলাম। আমাকে অন্যান্য নূতন ব্যারিষ্টারের মত কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইবে না। কারণ বাবার বিষয়-সম্পত্তি আছে, পসার না হইলেও, তাহাতেই আমার চলিবে।

যে-দিন হাইকোর্টেতে enrolled হই, সে-দিন সন্ধ্যার একটু আগে লিডিয়ার সন্ধানে যাই। সেও আমার প্রত্যাশা করিতেছিল। তাহাকে একে একে কলিকাতার নানাস্থান দেখাইলাম। মধ্যে মধ্যে এটা ওটা, দুইএকটা ভারতবর্ষের জিনিষ কিনিয়া দিলাম। লিডিয়ার কলিকাতা এত ভাল লাগিল যে, সে কলিকাতায় আরও কয়েক মাস থাকিতে চাহিল।

হাইকোর্টে enrolled হওয়ার পর সাত দিন না যাইতেই, একদিন প্রাতে বাটী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমার স্ত্রীর হঠাৎ সেরিব্রাল মেনিঞ্জাইটিস্ হইয়াছে; বাটী চলিয়া আসিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ বাটী রওনা হইলাম। বাটীতে আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রীর খুব জ্বর, ঘন ঘন প্রলাপ বলিতেছে; মধ্যে মধ্যে "লি—লি—ডি—ডি—আ—আ—কে— তুমি ভাল বেসেছ"—প্রলাপে বলিতেছে! সে কথাগুলি আমিই বুঝিলাম, আর কেহ বুঝিল কি না জানি না। আমি তাহার মাথায় বরফ ধরিয়া আছি, কিছুতেই তাহার প্রলাপ কমিতেছে না। চুঁচুড়ার বড় বড় ডাক্তার, সকলেই দেখিতেছেন। ডাক্তারেরা বলিলেন যে, এ ব্যায়রাম যাহার হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

আর কয়েকটা দিন ভুগিয়া, হাতের লোহা হাতে করিয়া, সীমন্তের সিন্দূর সীমন্তে লইয়া, সতীসাধ্বী সুরুচি সূর্য্যাস্তের সহিত ভবধাম ত্যাগ করিল। সে সতী, সে-জন্য তাহাকে বেশী কষ্ট বা বেশী দিন ভুগিতে হইল না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বুঝি, এতদিনে হইল। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া শুইয়া স্বপ্নাবস্থায় "লিডিয়া! আমি তোমাকে ভালবাসি"—এই কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেই কথা স্মরণ করিয়াই তাই সে প্রলাপে বলিয়াছিল—"লিডিয়াকে ভালবেসেছ।" কোন্ সতী স্বামীর নিজ-মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া পৃথিবীতে দেহ রাখিতে চায়? মনে হয়, সুরুচি সেই হইতে এই কথা লইয়া মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিত, এবং এইরূপে ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

আমার কাহিনী এইখানেই শেষ করি। তবে লিডিয়ার কথা একটু না বলিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এজন্য তাহার বিষয়েও একটি কথা বলিয়া শেষ করি। গুণবতী পত্নীর বিয়োগে সমুদায় জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল;—উন্মত্তপ্রায় হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া লিডিয়ার খোঁজে যাইলাম। কিন্তু হায়, হায়! কি শুনিলাম! শত অশনি আমার মস্তকে তৎক্ষণাৎ পতিত হইল না কেন? শুনিলাম, পাপীয়সী সেইবাটী পরিত্যাগ করিয়া, সে যে কদভিসন্ধি লইয়া

ভারতে আসিয়াছিল, তাহারই চরিতার্থতায় চলিয়া গিয়াছে! শুনিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইল, পৃথিবী বুঝি পদতল হইতে সরিয়া গিয়াছে, অসীম শূন্য অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি! তৎপরেই ভাবিলাম, —হায়, এই জন্যই কি সে ভারতবর্ষে আসিতে চাহিয়াছিল! দারুণ অনুতাপ ও অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইল!—আমি একাকীই দুইটী জীবনের ঘাতক হইলাম! অগ্নির উত্তাপেরও পরিমাণ হইতে পারে, সহস্র সূর্য্যের উত্তাপেরও ধারণা কর। করা যাইতে পারে, কিন্তু এ দারুণ চিন্তানলের পরিমাণ নাই! সেই হইতে এখন পর্য্যন্ত পত্নীহারা হইয়া অনুশোচনার তীব্র অনলে আপনাকে আহুতি দিতেছি।

(সমাপ্ত)

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

অযোধ্যা।

(রাম-বনবাসের পর)

শান্ত স্তব্ধ বিশাল প্রাসাদ, নিভিয়াছে প্রদীপ কখন্,
শোকাচ্ছন্ন পুরবাসী সবে সুপ্তিমাঝে রয়েছে মগন!
হায় রে, উৎসব-দিনে হেন অতর্কিতে নিদারুণ বাজ,
পড়িয়া বিশাল রাজপুরে, তুলেছে কি হাহাকার আজ!
পুত্রহারা শূন্যবক্ষ পুরী কাঁদিতেছে বিষাদে মলিন,
নূপুর-শিঞ্জিত গৃহতল বধূরে মাগিছে নিশিদিন!
রত্নদীপ জ্বলে নাই আজ মহিষীর স্বর্ণ-মন্দিরে,
শোকাহত পূর্ণিমার আলো মূর্চ্ছিয়া পড়িছে গৃহচূড়ে।
শয্যা'পরে লুণ্ঠিত নৃপতি, উপাধান কোথায় কে জানে,
রাজবেশ ভূতলে লুটায়, কিরীট পড়িয়া অযতনে।
পদতলে কৌশল্যা মহিষী, হাহাকারে ফাটিছে পরাণ,
কল্যাণী করুণাময়ী তবু মাগিছেন্ পতির কল্যাণ।
পুত্রের সে অভিষেক-সাজ, সেই চারু নেত্রের বসন,
বধূর সে মণিময় হার, সমুজ্জ্বল হীরক-কঙ্কণ!—
চারিদিকে রয়েছে পড়িয়া; নাই ওগো নাই তারা নাই!
সমগ্র পরাণ-মন দিয়া আজিকে যা'দেরে শুধু চাই!
নিশীথিনী গাঢ় হয়ে আসে, হাসে চাঁদ নীল নভস্তলে,
রত্নহারা রাজপুরী কাঁদে, চাঁদ তার গেছে অস্তাচলে!

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

আমার পিতৃদেব।*

১৯১৯ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর আমাদের পক্ষে কি বিষম দিন! সে দিন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার—সর্ব্বাগ্রে প্রণম্য পিতৃদেবকে হারাইয়াছি। এই বিষম ক্ষতি—এই বিষম আঘাতের সহিত কি গভীর মনস্তাপ! আমি এই দূরদেশ হইতে ছুটিয়া গিয়া পিতৃদেবের সেই প্রেমোজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিলাম না। যে-দিন হইতে হিমাদ্রিশিখরে এই দারজিলিং সহরে বাস করিতেছি, তখন হইতে প্রাণে আমার এই ভয় ছিল যে, পিতার সেবা শেষ-জীবনে করিতে পারিলাম না, হয় ত বা পিতৃচরণ দর্শনের যে তৃপ্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব; তাহাই হইল। আজন্মের প্রার্থনা আমার প্রভুর নিকট অগ্রাহ্য হইল! হইয়াছে—নিশ্চয়ই তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে। বিধাতার বিধান অন্যথা করে সাধ্য কার? আমি পিতার মহাযাত্রার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছি। পিতার মৃত্যু কি সুন্দর! কি স্বাভাবিক! তিনি কবি ছিলেন, কবিতার ভাষায় কত স্থানে আপনার মৃত্যুদিনের বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ প্রতি-অক্ষরে তাঁর সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। বাবা 'হিমাদ্রিকুসুমে'র এক স্থানে লিখিয়াছেন;—

আর কি শুনিবে? দিন হয় অবসান,
দিন দিন ভাঁটা পড়ে তাহার জীবন।
প্রভু হে! এমনি ভাবে দেহ মন প্রাণ,
এমনি সেবাতে দিয়ে এমনি সাধনে
রত থাকি; এইরূপে প্রেমসুধা পান
করি তব, অবসানে বিশ্বাস নয়নে,
ওই! সত্যজ্যোতি হেরি সন্ধ্যা কি আসিবে
জীবন তোমারি ক্রোড়ে অন্তে লুকাইবে!

আবার আর এক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

কবে আমি অবিরত খাটিতে রহিব রত,
ভুলে যাব বিশ্রামের সুখ;
তাঁর প্রিয়কার্য্য করি, সার্থক জীবন ধরি
না দেখাব কভু ম্লানমুখ।
তাঁর সেবা যেই করে, ধন্য মানি সেই নরে
ধন্য তাঁর দেহ বুদ্ধি ধন;
নরজন্মে কিবা আর, আছে সুখ এ প্রকার,
অধিকার কি আছে এমন?
দীন দুঃখী যেই ঘরে, গিয়া তথা সমাদরে
দেহ মন সেবাতে লাগাব;
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে, বাঁচাইব সে সবারে,
প্রেমদানে হৃদয় জুড়াব।
খাটিয়া পরাণ পাব, তাঁহারি করুণা গাব,
দাস তাঁর হইবে উদ্ধার;
তাঁর কাজে সব দিব, নিজে কিছু না রাখিব
এ বাসনা পূর্ণ্যবান্ আমার।
বড় আশা সেই দিন, যবে তনু হবে ক্ষীণ,
প্রাণদীপ হইবে নির্ব্বাণ;
ঈশ্বরের ভক্তগণে, দেখি যেন এ নয়নে
ডাকি যেন থাকিয়ে সজ্ঞান।

---

* পরলোকগত ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রি-মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা সরকার কর্ত্তৃক লিখিত ও কলিকাতার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত।

এক পদ পরকালে এক পদ ইহকালে
দিয়া যবে দাঁড়াইব দ্বারে,
প্রভু যেন সেই কালে, অধম তনয় বলে
পদছায়া দেন হে আমারে।
সে দিন পশ্চাতে চেয়ে, যেন না ব্যাকুল হয়ে,
কাঁদি আমি দুষ্কৃতি স্মরিয়া ;
শত্রু মিত্র কারো কাছে, অপরাধ ঋণ আছে
ভেবে যেন না মরি কাঁদিয়া।
সবার মার্জ্জনা চেয়ে স্নেহ আশীর্ব্বাদ পেয়ে
ভক্তগণ মাঝে যেন মরি ;
শুনিতে শুনিতে আঁখি মুদে যেন তাঁকে দেখি
এ বাসনা পূরান্ আমারি।

এই যে শেষের দিনের জন্য তাঁর প্রার্থনা তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ভগবানের দাস ছিলেন, খাটিতে খাটিতে শরীরের প্রত্যেক অণু পাত করিয়াছেন। ভগবানের সেবায় তাঁর যথাসর্ব্বস্ব, নিজের জন্য এক রেণু না রাখিয়া, দান করিয়াছেন। ভক্তের প্রার্থনা ভক্তবৎসল পূর্ণ করিয়াছেন। তন্থু তাঁর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া সহসা জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। তাঁর আজন্মের সাধ ছিল সজ্ঞানে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া, প্রশান্ত ও প্রসন্নচিত্তে আঁখি মুদ্রিত করিবেন। তাহাই হইল, স্বর্গের হাসি হেসে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করে, ধীরে ধীরে চক্ষুদুটি মুদ্রিত করিলেন—শেষ-নিঃশ্বাসের সহিত-ওঙ্কার জপ করিলেন ; তখন সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম গান করিতেছে!—এত জন-সমাগম, যেন গৃহে কোন মহোৎসব! ভগবানের সেবক মহাযাত্রা করিতেছেন, সকলে পলকবিহীন চক্ষে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস-পতন দেখিতেছে, সহসা 'ওঁ ব্রহ্ম! ওঁ ব্রহ্ম!' নিঃশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে করিতে সব স্থির হইয়া গেল,—তখনও ভক্ত-কণ্ঠে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে! ভক্তের সাধ পূর্ণ হইল। যাঁরা এই দৃশ্য দেখেছেন, তাঁদের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর শত ব্যক্তি সেই দেহ বহন করিয়া শ্মশানে গেল—কত নারী পদব্রজে সঙ্গে গেলেন! এমন দৃশ্য কেহ কি দেখিয়াছে?

নারীজাতির চিরবন্ধু-পরমাত্মীয় তিনি ছিলেন। এ জগতে যে মহীয়সী নারীর কোলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তাঁর রত্নগর্ভা জননীকে তিনি আশৈশব একান্তহৃদয়ে অর্চ্চনা করিয়াছেন। মা বলিতে তিনি আত্মহারা হইতেন। ভগিনীগুলিকে কি ভালই বাসিতেন, তার বৃত্তান্ত নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন? আর এই অধম কন্যাকে, কি স্নেহে, কি আদরে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা সকলের বিদিত। তাঁর মত কর্ত্তব্যপরায়ণ পতিই বা কে দেখিয়াছে? তাঁর নারীজাতির প্রতি প্রীতি কেবল কবিত্বের ভাষা নহে, এ তাঁর প্রাণের কথা—জীবনের পরীক্ষায় তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁর 'হিমাদ্রিকুসুমে' নারীজাতি-সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক নারীর প্রাণ শ্লাঘায় পূর্ণ হয়।

ওই যা অখ্যাতি রাষ্ট্র হলো যে জগতে,
'রমণীপূজক' বলি দিবে টিট্‌কারী—
দিক্, দিক্, ওগো নারী ঈশ্বর-কৃপাতে,
সে সত্য-পুরুষে যদি পরাণ আমারি
নাহি পেত, নাহি কিছু সংশয় ইহাতে,
এ কবি পূজিত বসে চরণে তোমারি।
প্রকৃতির শোভা তুমি—স্বর্গের সুঘ্রাণ,
নাথের জ্যোৎস্না তুমি জুড়াইতে প্রাণ।

পিতৃদেব মুক্তকণ্ঠে আপনাকে 'রমণীপূজক' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর একবার বলিয়াছেন যে, ভগবানের সন্ধান যদি না পাইতেন, তবে নারীজাতিকে 'দেবী' বলিয়া পূজা করিতেন। এই নারী, কি গৃহে, কি বাহিরে, কি মাতৃরূপে, কি কন্যারূপে, কি ভগিনীরূপে, চিরসমাদরের পাত্রী ছিলেন। পথে ঘাটে, যেখানে নারী দেখিতেন, তাঁর প্রতি তাঁর সৌজন্য ও প্রীতি প্রকাশ পাইত।

বাবার কথা কত বলিব, তাঁর যে গুণের সীমা ছিল না। আজ আমি কেবল তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্রের বিশেষত্বের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞান, প্রেম, উদ্যোগ এই তিনটি গুণের সমষ্টিতে মনুষ্যত্বের বিকাশ। —এই তিনটি গুণের একটি গুণ প্রবল হইলে, মানবচরিত্রে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হয়। যেখানে এই ত্রিধারা একত্র মিলিত হয়, সেখানে কি প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হইয়া থাকে। আমার পিতৃদেবের চরিত্রে এই ত্রিধারা সঙ্গত হইয়াছিল। তিনি যে বংশে, যে পিতা মাতার সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মেধাবী, সহৃদয় এবং উদ্যোগী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই অসঙ্গত ছিল না। আমরা সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতার পিতামহীকে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় দর্শন করিয়াছি।—তাঁদের ভিতর যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, যে বাক্‌পটুতা, যে উদ্যোগ দেখিয়াছি, তাহা আর বর্ণনীয় নহে। —আমার পিসীমাতারা এখনও যখন কথা বলেন, তাঁহাদের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, তাঁদের সুমিষ্ট ভাষা, বর্ণনার ক্ষমতা দেখি, আর আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকি। এ কথা যথার্থ, ঠাকুরমা সে কালের শিক্ষিতা নারী। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক কাব্য ও শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন;—তিনি যথার্থই বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভগিনী,--তিনি সম্পন্ন ঘরের কন্যা, তাঁরা ধনে, মানে, জ্ঞানে, কুলে, শীলে সমৃদ্ধ; ঠাকুরমার প্রত্যেক পাদক্ষেপে একটা গাম্ভীর্য্য, এবং গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পাইত। আর ঠাকুরদাদা দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মতেজ তাঁর বিশেষত্ব। উদারতা তেজস্বিতা এই তিন ভাব একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রচণ্ড কোপন-প্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়াছিল। প্রচণ্ড রাগকে তিনি দুর্ব্বলতা বলিয়া ভাবিতেন না, সেটা তাঁর পৌরুষের বিষয় তিনি মনে করিতেন। পুরাকালে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের যে আদর্শ ছিল, তিনি সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তেজ, দম্ভ, স্পর্দ্ধার পরিচয় দিতে পারিলে তিনি যেমন সন্তুষ্ট হইতেন এমন আর কিছুতেই নয়; 'শর্ম্মা ক'ার বশ নয়' এই তাঁর গর্ব্বের বচন ছিল। দুনিয়ার কাহাকেও তিনি ভয় করিতেন না। গ্রামের প্রচণ্ড প্রতাপশালী জমিদার-মহাশয়কেও দুই কথা শুনাইয়া দিতে পারিলে তিনি বড়ই তৃপ্ত হইতেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন—তাঁর ভিতরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে ছিল; ঐ তেজ! ঐ স্পর্দ্ধা! ঐ হৃদয়! ঐ জনহিতৈষণা। আমার পিতামহ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যাসাগরের ছাঁচে গড়া মানুষ।

বাবা তাঁহার একমাত্র পুত্র। বাবাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য তাঁর কি আজীবনের প্রয়াস ছিল! তিনি বাবা ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বলিতেন, 'ভিটামাটি বিক্রয় করেও আমার